

ধর্ম্মমূলক নাটক।

এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনয়ার্থ

শ্রীযুক্ত বাবু অতুলকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত।

শ্রীনিমাইচরণ বসুর প্রকাশিত,
২০ নং ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট।

PRINTED BY B. L. DASS "AT THE NEW CALCUTTA PRESS"
NO. 2 HOR[illegible]ON DASU'S LANE—CALCUTTA

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ চরিত্র।

কালকেতু ... ... ব্যাধতনয়।
সোমাই ওঝা ... . ঐ পুরোহিত।
মুরারী পোদ্দার ... ... বণিক।
ভাঁড়ু দত্ত ... ... কালকেতুর দেওয়ান।
বুলান মণ্ডল ... ... সাধনার পিতা।
বোস্তম ... ... যবন।
শিবা ... ... ভাঁড়ুর গোদা ভাই।
ধূমকেতু ... ... ভাঁড়ুর শ্যালক।
সিদ্ধিনাথ ... ...

ব্যাধগণ, সভাসদ্গণ, পাইকগণ, কলিঙ্গ কোটাল, পুরোহিত, সৈন্যগণ ইত্যাদি সিংহ, হস্তী, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বানর ইত্যাদি পশুগণ।

স্ত্রী চরিত্র।

ফুল্লরা ... ... কালকেতুর স্ত্রী।
বিমলার মা ... ... ঐ সই।
ষোড়শী রমণী ... ... চণ্ডীর ছদ্মবেশ।
দুর্ম্মুখা ... ... ভাঁড়ু প্রথমাস্ত্রী।
দুঃশীলা ... ... ঐ দ্বিতীয়া স্ত্রী।
সাধনা ... . বুলানের পালিতা কন্যা।
অষ্টকুমারীগণ .. ... সাধনার সঙ্গিনীগণ।

মুরারী পত্নী, ব্যাধিনীগণ, ইত্যাদি।

মা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(গভীর বন মধ্যভাগ—চন্দন তরুতল।)

রাজাসনে সিংহরাজ—একপার্শ্বে ছত্রকরে হস্তী,
অপর পার্শ্বে মন্ত্রীবেশে ভল্লুক, সেনাপতি
বেশে ব্যাঘ্র—দূতবেশে বানর ও
অন্যান্য পশুগণ উপস্থিত।

সিংহ। তড়াক্ ক'রে মারব লাফ,
পোটাক্ পথ কর্‌ব' সাফ,
বন্ থেকে গ্রাম্ গ্রাম থেকে বন্ ছাড়াব'।
বাড়লে পরে খিদের বাড়,
হালুম ক'রে ভাঙব ঘাড়,
মানুষ পশু যায় পাব তায় সেটাব'॥

ব্যাঘ্র। এদিক্ ওদিক্ চাইব' যা'ব,
আগে থেকে গন্ধ নেব,

ওত্ বুঝে ঠিক-আঁচ কোরে ঠাঁই মাড়াব'।
খিদের জ্বালা থাক্ বা না থাক্,
শীকার পেলে দেব'না ফাঁক্
বুকে হেঁটে পাছু থেকে ঝুপ—লাফাব'॥

বানর। সিঙ্গি মশাই বেশ বলেছ—বাঘা মামাও ভাল।
হাতী হুজুর এইবারে একগাদা নেদে ফেল॥

হস্তী। মাংসাশী নই, মাংসাশী নই, গাছ পালাটা চাই।
নদর গদর চ'লতে ছুটি চপর চপর খাই॥

বানর। ভালুক খুড়ো! তোমার কি রা নাই?

ভল্লুক। আছে আছে আছে,—
কচকচি কি ক'চ্চ সবাই, কেলো র'য়েছে পাছে।

সিংহ। (সচকিতে পিছনে চাহিয়া)
কৈ? কোথাবে? এলো নাকি?

ব্যাঘ্র। মাব্ব' নাকি লাফ।

হস্তী। বাপরে বাপরে কি হলো বাপ।

বানব। এস না! ছুট মারি না সাফ।

ভল্লুক। থামো থামো থামো—
নাম শুনে সব ডরিয়ে গিয়ে কোকিয়ে উঠ কেন?
চণ্ডী যখন রাজ্যি দিলেন, না নিলেই তো হোত'।
আত্মশাসন রাজনীতি পথ নাই বা পশু পেত'।
(নিজের) ওজন বুঝে নাওনি, এখন খাচ্চ হাবুডুবু।
রাজ্যগিরি কি ঝক্মারি,—দেখি সকল বাবুই কাবু।
এই পশুবাবুদের সকল বাবুই কাবু॥

সিংহ। মোড়েছি ত' সাতটা লড়াই?

ব্যাঘ্র। আমিও বা কি কম?

ভল্লুক। ওকে বলে মুখের বড়াই (কাজে) কোরেছেত দেদম?

হস্তী। ও বাবা সে ব্যাধের পো,—
একা ফেলো সে একটি শো,
(তার) তীরের চোটে পাহাড় নড়ে,
পালাই খেঁচে উভরড়ে।

ভল্লুক। শোন—শোন—শোন—
(সব) পালিও গিছে যে যার খেঁচে
(জানি খুব) দৌড় দিতে জান'।
বাক্যে দড়, দম্ভে বড়, কার্য্যকালে ভ্যাকা।
মেগের কাছে পেগের বড়াই, পরের কাছে ন্যাকা॥
এক হোলে সব, রাজ্যি নিলে, চণ্ডীর কাছে মেগে।
কেউ রাজা কেউ পাত্তর হোলে কেউ বা মরছ রেগে॥
পেতে না পেতে, দলে দলে দল, ঢং ধোরেছ ঠিক্।
আত্মশাসন সং সেজে, রং ক'ত্তেছ ছি—ধিক্॥
ব্যাধের বাণে ম'র্‌তেছ তাই এক্‌লা এক্‌লা হ'য়ে।
বাঁচবে যদি, এক দলে হও, রাজ্যি যাবে রয়ে॥
তোমাদের রাজ্যি যাবে রয়ে॥

বানর। খুড়ো বলেছ ঠিক্।
এক এক দলের এক এক ছলা (অথচ) সব দলই নৈষ্টিক।

সিংহ। দল বুঝি না—ছল বুঝি না, রাজ্য দেছেন চণ্ডী।
বনের ভেতর ব্যাধ না আসে, মেরে দিয়ে যান গণ্ডী॥

পশুগণের গীত।

ব্যাঘ্র ইত্যাদি পশুগণ।—ওমা এইটি কর তারা।
আমরা যেন মার্‌তে পারি যাইনে যেন মারা ॥

সিংহ।— ন'ড়তে চ'ড়তে হয় না যেন মা—
এমনি কর ধারা।
বোস্‌বো শোব খাব দাব বাক্যি ঝাড়ব থারা ॥

ব্যাঘ্র ইত্যাদি।—ওমা এইটি কর তারা।
আমরা যেন মার্‌তে পারি যাইনে যেন মারা ॥

সিংহ।— দলে দলে ঘোঁট পাকাব মা—
হ'ব না হেরেও হারা।
আপন গণ্ডা বুঝব' নেব'—পর কেঁদে হ'ক্‌ সারা ॥

ব্যাঘ্র ইত্যাদি।— ওমা এইটি কর তারা।
আমরা যেন মার্‌তে পারি যাইনে যেন মারা ॥

সিংহ।— সাম্য স্বাধীনতার কথা মা—
প্রাণকে আঁখি ঠারা।
যে যার আপন ভাংব চুর্‌ব' গড়্‌ব' আপনাপারা ॥

ব্যাঘ্র ইত্যাদি।— ওমা এইটি কর তারা।
আমরা যেন মার্‌তে পারি যাইনে যেন মারা ॥

বানর। পালারে—পালারে—পালা, ঐ—ঐ—ঐ এলো কেলো।

[পলায়ন।

ভা। ভাল, ভাল, ন্যাজ গুটিয়ে লম্বা দি সব চল।

[পশুগণের পলায়ন।

(বনপার্শ্ব হইতে কালকেতুর প্রবেশ।)

কাল। (স্বগত) মাগো! কি কল্লি মা! জীব দিলি যদি ত' পোড়া পেট দিলি কেন? পেটই যদি দিলি ত' তাব খিদে দিলি কেন মা? আবার খিদেই যদি দিলি ত' তা মেটাবার মত আহার দিলিনি কেন মা? তুই কি আমায় জব্দ কচ্চিস? না এই পোড়া পেটের খিদে কমাচ্চিস? তা কমাতে পারিস তো কমা;—কিন্তু তোর কৃপায় আমারই যেন কম্‌লো—আমার কুঁড়ে ঘরে যে দুঃখিনী আলো ক'রে ব'সে আছে,—যাকে আমাব প্রাণের সঙ্গে গেঁথে দিয়েছিস, খিদের জ্বালায় যার প্রাণ কাঁদলে যে আমার সুমুখে কখনও চক্ষের জল ফেলেনি, তার কি হবে মা? তাকে কি করে বাচাব'? এমন ক'রে আর ক'দিন যাবে মা? বনে পশু নেই খাব কি? দুঃখিনীকে খেতে দেবকি? ক্ষুদ্রো আমার প্রত্যাশে দাঁড়িয়ে আছে—আমি শুধু হাতে কি ব'লেগে তার কাছে দাঁড়াব? আমার যেমন তোতে নির্ভর—সে বেচারি তেম্নি যে আমার উপর নির্ভর করে আছে! কি হবে মা কি হবে!

কালকেতুর গীত।

ওমা আমি যে তোর ভিখারী ছেলে।
কেন নিলিনা কোলে, দিলি চরণে ঠেলে,
ভব ভাবিনী ভাবালি ভব পাথারে ফেলে ॥
চিতে চেতনা দিয়ে,
দিলি নিলি চিনিয়ে,
এবে চাহিতে চাহিলে দুটী নয়ন মেলে ॥
কেন আলোকে লুকাস কালী আঁধার ঢেলে ॥

(গীত শেষে একান্তে স্বর্ণ গোধিকার ধীরে ধীরে প্রবেশ।)

কালকেতু। এ কি অলক্ষণ! মাগো! আজ অনশনই কি আমার অদৃষ্ট লিখন? ভাল তাই হোক্। সমস্ত দিন গেছে—পশুপাখীর চিহ্নমাত্র পাইনি—যাত্রাকালে এই অলক্ষুণে গোধাই তার মূল, একে আজ জীয়ন্ত পোড়াব!

[গোধিকা ধনুগুণে বন্ধন করিয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কালকেতু ব্যাধের কুটীর প্রাঙ্গণ।

(কুটীর হইতে ফুল্লরা ও পার্শ্ব হইতে বিমলার মার প্রবেশ।)

বি-মা। ও সই আমি এসেছি।

ফুল্ল। এসেছ সই! বেস্ করেছ। ব'স! আমি কি হালে র'য়েছি একবার ভাল ক'রে দেখ।

বি-মা। তাই'ত! একি? দেখি (কুটীরের দিকে চাহিয়া) ওমা! আজ কি সই তোর হাঁড়ি চড়েনি?

ফুল্ল। আজ্ শুধু কি সই! আজ তিন দিন চড়েনি!

বি-মা। সেকি! কেন সই!

ফুল্ল। কেন আর কি ব'লব সই! আমি যে গরিবের ঘরণী, আমার সোয়ামি যে দীনের দীন ভিখারীরও ভিখারী, ভিখারী তার ভিক্ষা রোজ পায়, আমার ভিখারী যে তাও পায় না! যে দিন পায় হাঁসি মুখে খায়, যে দিন না পায় সে দিন এসে আমার গলা ধ'রে হাপুস নয়নে কাঁদে! সই! ঠিক্ ছেলে মানুষের মত কাঁদে! নিজের উপোস গ্রাহ্য করে না। আমি অভাগী যে না খেতে পেয়ে শুখিয়ে যাব এই ভাবনায় তার বুকের ভিতর যেন জলে জলে উঠে। আমিই কি সেই শুষ্ক মুখ দেখে থাক্‌তে পারি? তখন প্রাণ ভরে কাঁদি আর ভাবি—হে মা ভগবতী! আমার এমন সোণার স্বামীকে কাঙ্গাল কল্লে কেন?

বি-মা। আহা! এতো দুঃখ সই! তা আমরা কি তোর পর! একবার আমাদেরও তো খবর দিতে হয়, দুকাটা চাল না হয় ধার দিতুম, আর বেম্‌লা এসে কিছু আনাজ কোনাজ দিয়ে যে'ত।

ফুল্লরা। আহা সই! তা কই? তাও কি আমার করবার যো আছে! ধার ক'ত্তে দিতে কিছুতেই চায় না। যদ্দিন ঘরে জিনিসটে পত্তরটা ছিল, তদ্দিন একে একে গোলা-হাটে সে সব বিক্রি ক'রে খাওয়া পরাটা চ'লেছে, শেষে তরস্থ দিন বাকি ছিল মেটে পাথর খানা. সেখানা বেচে

এক ব্যালা চলেছে, তারপর এই তিন দিন কিছু ধার কোরে আনি বোলে কত সেধেছি কত বলেছি কত পায়ে ধরেছি কিছুতেই নয়। বল্‌তে গেলেই টানাটানা দুই চক্ষু জবা ফুল হোয়ে ওঠে! আর দর্ দর্ কোরে জল পোড়তে থাকে।

বি-মা। তা হ্যাঁ সই! সয়ার আমার এমন দশা হলো কেন? আগেত' খুব রোজগার পাতি হতো!

ফুল্ল। বনের পশু মেরে আর কদ্দিন চলে সই? তাও একরকম কষ্টে শ্রেষ্টে চ'ল্‌তো, কিন্তু গণক ঠাকুরের কথা শুনে ওঁর ছেলেবেলা থেকে পণ, তিনবার তিনটি তীর ছুঁড়্‌বেন, তাতে না হলে শুধু হাতে ফিরে আস্‌বেন। তা তাতেই বেস্ চল্‌'তো! এখন বলেন অবলা জানয়ারদের বিনা দোষে মাত্তে যেন প্রাণ ফেটে যায়।—

বি-মা। ঐ যে তোমার বীর আস্‌চে! সই আমি এগুই, আজ আর যেন উপোসি থাকিস নি, আসিস্—মাথা খাস্।

[প্রস্থান।

ফুল্ল। তাই তো! আজও যে শুধু হাতে! হা। কপাল!

(কপালে করাঘাত)

(স্বর্ণ গোধিকাকে বন্ধন
অবস্থায় ধনুহস্তে লইয়া কালকেতুর প্রবেশ।)

ফুল্ল! আজও কিছু পাও নি!

কাল। কিছু না—

ফুল্ল। তবে কি হবে। আজও না খেয়ে থাক্‌তে পার্‌বে কি ?

কাল্। ম'রেও যদি পাত্তে হয় তো পা'র্‌ব, কিন্তু তুমি যে আমার এখনি শুষ্ক লতার মত নতিয়ে পড়্‌বে, এ কথা ভাবতেও সাহস হচ্ছে না! আজ আমি আমার বাঁচন মরণের ভিখারী নই! কাঙ্গালের বাঁচনেও সুখ নাই মরণেও দুঃখ নাই, কিন্তু তোমার কি হবে ?

ফুল্ল। আমার কি হবে ? আমি তোমার মুখ দেখে আরও একদিন থাক্‌তে পারব, কিন্তু এমন করে আর কতদিন যাবে ?

কাল। মার মনে যা আছে তাই হবে! খাওয়াও তিনি, না খাওয়াও তিনি। খাওয়াতেও তিনি, না খাওয়াতেও তিনি। তাঁর জীব, না খেয়ে যদি বেঁচে থাক্‌তে পারি, তাঁরই জয় জয়কার, কাঙ্গালদের একটা গতি হয়, তারা আর কাঙ্গালী থাকে না, মার কোলে শুয়ে সুখে নিদ্রা যায়; পেটের দায়ে পরমার্থ ফেলে পশুর মত ঘুরে বেড়াতে হয় না। আহা! ফুল্লরা, মা কি আমার সে দিন দেবেন্ ? ওহো মা গো! (মস্তকে হাত দিয়া ভূমিতে উপবেশন)

ফুল্ল। তাই'ত! কি করি মা ? এ বুকভাঙ্গা যাতনা আমি কেমন ক'রে চক্ষে দেখি ? দেখ তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ততক্ষণ ঐ বেতবনের পুকুর ঘাট থেকে হাত পা ধুয়ে এসো। আমার সইয়ের কাছে আমি পেতুম—সেই দু কাটা চাল সে আজ দেবে বলেগেছে, আমি নিয়ে আসি, তোমার গা ছুঁয়ে বল্‌ছি আমি ধার কত্তে যাচ্ছি না।

কাল। পেতে? আনবে? যাও। শক্তি তুমি! শক্তিহারাকে শক্তি দাও!

[উভয়ের উভয় দিক দিয়া প্রস্থান।

(অকস্মাৎ স্বর্ণ গোধিকার ষোড়শী
রমণী বেশে পরিবর্ত্তিত হওন ও কুটীর দ্বারে উপবিষ্ট হইয়া গীত।)

এ যে আমায় বেঁধে এনেছে।
গুণে বেঁধেছে।
কত কেঁদেছে মা ব'লে আমি আসিনি,
ভাল বাসাতে চেয়েছে ভাল বাসিনি,
শেষে ভক্তি গঙ্গাজলে, দাস্য পুষ্পদলে,
প্রাণ ঢেলে পূজা করেছে।
আহা! সাধনা সঙ্গীতে সাধু ডেকেছে॥

(চাউল হস্তে ফুল্লরার প্রবেশ।)

ফুল্ল। একি! দেবকন্যা নাকি? (অগ্রসর হইয়া) তুমি কে মা আমার ভাঙ্গা কুঁড়ের দোর আলো করে বসে আছ!

ষো। আমি বামুণের মেয়ে, পাহাড়ে মেয়ে আমার ডাকনাম।

ফুল্ল। তোমার বাপের বাড়ী কোথা!

ষো। গিরিপুর!

ফুল্ল। শ্বশুর বাড়ি?

যো। শ্বশুর বাড়ি জান না? যেথায় বাঘে গরুতে এক ঝরনায় জল খায়, মলয় বায়ু দিবা রাত্তির বয়, ফুলের গাছে ফুল ফুটে যেথায় দেবতার মাথায় আপনি ঝ'রে পড়ে, যেখানের ভাণ্ডারের ধন অফুরন্ত, দশহাতে বিলিয়ে আমি ফুরুতে পারিনি—যে যায়গায় রোগী ভোগী যোগী সবারই সমাদর। যে ঠাঁয়ে রুষ্টে প্রলয়অগ্নি জ্বলে, বিরাট মেঘে বিদ্যুত খেলে, বাজের উপর বাজ পড়ে, অথচ তুষ্টে—আশু—বিল্বদলে। যেথায় মোহ টুটে, প্রাণ্ ছুটে আশার অধিক ফল ফলে। যেথা ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, আশা নাই, নিরাশা নাই, দীন দরিদ্র গৃহস্থ ধনীর সমান মান, যেথায় হা হুতাশের সাড়া নাই, ভালবাসায় বিচ্ছেদ নাই, বিচ্ছেদের বুক ভাসান' কান্না নাই, সেই পাহাড়ের গায়ে আমার শ্বশুর বাড়ি।

ফুল। তোমার স্বোয়ামী আছেন?

যো। খুব আছেন, এ কাল সে কাল তিনকাল ধরে আছেন! অজর অমর দেহের বড়ায়ে আপনাকে দেবতার দেবতা ব'লে বলান। আমায় গালাগাল দেবার সময় তাঁর পাঁচমুখ বেরয়, তাঁর সে গালাগাল ত নয় যেন গানের ছড়া। একবার একটি কালকোল বামুণের ছেলেকে সেই ছড়া শুনিয়ে, মাটী করা ছেড়ে জল করে দিয়েছিলেন। স্বামী আমার যেমন গালাগালি দিতে মজবুত, তেমনি গাল খেতেও মজবুত। ভাঙ্গড় বল, নেসাখোর বল, শ্মশানের মুদ্দফরাস বল, কিছুতেই দ্বিধা নাই। একদিন নন্দী বোলে একটা ছোঁড়া কতকগুলো ছাই মাখিয়ে দিলে,

কানে দুই ধুতরার ফুল গুঁজেদিলে, মাথার চুলে জটা বানালে, মটকায় ছিল গোখ্‌রো সাপ—ঝুপ্‌করে সেই জটায় প'ড়ে কুণ্ডলি পাকিয়ে রইলো, কতকগুলো ভূতপ্রেতকে সঙ্গে দিয়ে, একটা ষাঁড়ে চড়িয়ে, তাড়িয়ে দিলে, তাতেও মিন্সে রাগলেনা। রাগ নেই ত নেই, রাগলে আর রক্ষা নেই।

ফুল্ল। তিনি দেখতে কেমন ?

ঘো। নেংটা নাগার মত, অথচ তাঁর রূপ ধরেনা।

ফুল্ল। তবেত বেশ! তা জিজ্ঞেস করি, এমন বড় ঘরের মেয়ে এমন বড় ঘরের বউ হয়ে, একলা এ বনের ভিতর কেন এসেছ ?

ঘো। এসেছি কি সাধে! আমার সকল ভাল অথচ কিছুই ভাল নয়, আমার সকল আছে অথচ কিছুই নাই। আমি কুলিনের মেয়ে পড়েছি মহা কুলিনের হাতে, কুলিনের মেয়ের জ্বালা জান ত'? বে—হ'যেছে ভাল, কিন্তু সতীনের জ্বালায় বরাবর জ্বলছি! সতীন আবার যে সে সতীন নয়, তার তরঙ্গ কত? হেলে দুলে যান্, রূপের গরবে স্বর্গ থেকে ধরাতল—ধরাতল থেকে তলাতল পর্য্যন্ত ছুটে বেড়ান। কম বয়সী হ'য়ে স্বোয়ামীকে মুটোর ভিতর করেছে—ঝাপটা মেরে মাথার উপর উঠে বসে! ঠাকুর-টীও আমার মাথা থেকে নামাতে চান্‌না—হতভাগী তাঁর ধ্যান জ্ঞান জীবন স্বরূপিণী হয়েছে। আমার বেলা গালাগাল, আর তার বেলায় আদর একি মেয়ে মানুষ হ'য়ে কেউ সইতে পারে? তাই সতীনের সঙ্গে ঝগড়া

না ক'রে স'রে এসেছি—এখন দুই চক্ষু ছেড়ে তিন চক্ষু যা'র ক'রে যে দিকে মন চায়, সেই দিকে চ'লে যাব। এ সোণার রং কালি ক'রে, এই বনবাসে থেকেও আমি অনেক সুখী হ'ব।

ফুল্ল। আহা সতীনের জ্বালায় চ'লে এসেছ? এম্নি হয়ই বটে! কিন্তু মা সতীনই যেন তোমার পর—স্বামীত পর নয়। অবলা আমরা—আমাদের যে স্বামীই সর্ব্বস্ব। স্বামীই গতি; স্বামীই সতীর বিধাতা সুখ মোক্ষ দাতা! স্বামী ছই আর আমাদের কে আছে? তা হ্যাঁমা! এতোটা কি ক'ত্তে আছে! আমরা ছোটো জাত্, স্বামীর উপর রাগ ক'রে কুলের বাইরে যেতে আমরাই ভয় পাই, তুমি মা ভাল জেতের মেয়ে—তোমার অঙ্গে রূপ ধরে না—তোমার গা সোণায় মোড়া, তোমার কি এ কাজ ভাল হ'য়েছে? দশে যে অপযশ ঘুষবে মা।

যো। দেখ, আমি কুলের মেয়ে কুলের বউ, আমার ভাল মন্দ আমি ভাল জানি। অপযশের ভয় রেখে কি কেউ বাড়ির বার হয়?

ফুল্ল। তা হবে না, আজ রাগ হয়েছে, কাল রাগ পড়ে যাবে, তখন যে মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে হবে? তা হবেনা মা তা হবেনা—তুমি বাড়ি যাও, ঘরের লক্ষ্মী ঘর আলো ক'রে থাকগে।

যো। ও কথাটি বলো না, সে বাড়ীতে আর সেঁধোব না—বিশেষ এখানে এই বনের ভেতর আমি আমার মনের মত ধন পেয়েছি! একলা বসে কাঁদছিলেম, তোমার

বীর স্বামী আমায় নিজগুণে বেঁধে এনেছে? তুমি যতই বলনা কেন, আমি বীরকে ছেড়ে আর কোথাও নোড়ব না। তার দুঃখ দেখে আমার বড় মায়া হ'য়েছে! আমার ধন তাকে দেব, এই কুঁড়েঘরে সোণার অট্টালিকা তুলব', এই বন কেটে নগর বসাব, তোমার স্বামীকে রাজা কব্‌ব', আর তুমি তার পাশে রাণী হবে।

ফুল্ল। আর তুমি, তুমি কি ক'র্‌বে?

যো। আমি তোমার স্বামীর আশেপাশে থাকব', বুকের ভেতর বাসা নেব'—প্রাণের দুটি চোক ফোটাব—আব তোমায় ফেলে দিবা রাত্তির আমায় যাতে নিয়ে থাকে তারি চেষ্টা ক'র্‌ব!

ফুল্ল। সব্বনাশ! ও মা! তোমার পেটে পেটে এতো? আপনার ছেড়ে পরের নিয়ে টানাটানি? আবার বল্‌ছো তিনি ডেকে এনেছেন, আচ্ছা দেখি দিকিন, তিনি কেমন করে তোমায় নিয়ে ঘর করেন। পেটের জ্বালায় মরি তার উপর আবার সতীন গেঁথে দেবেন! গলায় দড়ি দিয়ে না মর্‌'ব।

[বেগে প্রস্থান।

যো। (স্বগতঃ) সংসারী যোগী হ'য়ে যোগেশ্বরের ধ্যান করে।· সেই যোগেশ্বরের যোগের যোগিণীর পূজা কি হবে না! স্বর্গ আমায় চেয়ে ছিল—স্বর্গ আমায় পেয়েছিল, মর্ত্ত চায়—মর্ত্ত কি আমায় পাবে না? কে এমন পাষাণী মা আছে যে সন্তানের কান্নায় টলে না? সন্তানের শুষ্ক

মুখপানে ফিরে চায় না? শিশুর প্রথম কথা মা, প্রবীণের শেষ কথাও মা, মায়া মমতায় মা নামের জন্ম, প্রাণ ভ'রে যদি আমায় এ মধুর মা ব'লে কেউ ডাকে, আমি ত ঠৈক থাক্‌তে পারি না। আমি যে এই ছুটে আসি। ছেলে কোলে ক'রে তার মুখ চুম্বন করায় যে কি সুখ তা যার আছে সেই জানে, যাকে দশে মা বলে সেই বোঝে। মা ডাকে পাতকী তরে যায়, যমদূত ছুটে পালায়, শিব-দূত কাণ পেতে শোনে—আর প্রাণ ভ'রে হাসে, বিষ্ণুদূত বৈকুণ্ঠে নিয়ে যায়। আজ পৃথিবীকে সেই মধুমাখা মা নাম ডাক্‌তে শেখাব'। মায়ের কোল পেয়ে জগতের জীর্ণ জরা আজ নিশ্চিন্তে ঘুমাবে।

(একান্তে ফুল্লরা ও কালকেতুর প্রবেশ)

ফুল্ল। ঐ দেখ, দেখচো তো, এখনও বল—না।

কাল। তাই তো! ইনি কে।

ফুল্ল। আহা! যেন কিছুই জানেন না! আকাশ থেকে পড়্‌লেন আর কি! লজ্জা করে না? ভয় নেই? পরের মেয়ে পরের বউ ঘরে এনেছ'—মাথার উপর কলিঙ্গের রাজা আছে জান নাই? নিজেও মজ্‌লে আমাকেও মজালে।

কাল। আহা আমি কি মিথ্যা বল্‌ছি। এই দেখ (অগ্রসর হইয়া) তুমি কে মা? আমি সামান্য ব্যাধ, আমার ভাঙ্গা কুঁড়ের চারিদিকে পশুর হাড়—পশুর নাড়ি—পশু মাংসের ছড়া-ছড়ি—এ শ্মশানের মতন জায়গায় কে তুমি ঠাকুরুণ।

যো। আমায় তুমি এনেছ তাই এয়েছি।—

ফুল্ল। (কালকেতুকে) আর ঢাক্‌চ’ কি, ধরাত পড়্‌লে ?

কাল। আহা শোন না। হ্যাঁগা ঠাক্‌রুণ! মিছে কথা কয়ে কেন আমায় রাগাচ্চ! না বুঝে যদি ঘরের বার হ’যে এসে থাক, ভেঙ্গে বল, সন্ধ্যে না হ’তে হ’তে তোমায় ঘরে রেখে আসি। ফুল্লরা তোমার সঙ্গে চলুক্, আমি পিছনে ধনুর্ব্বাণ নিয়ে যাই। এ অবস্থায় কেউ দেখ্‌লে নানান্ কথা শুন্‌তে হবে। পুরান কাপড় আর অবলার জাত অনেক যত্নে রক্ষা পায়, ব্রাহ্মণ কন্যা তুমি এ কথাত তোমার জান্‌তে বাকি নেই।

যো! আমায় হাজার বল হাজার ভোলাও আমি তোমায় ছেড়ে কিছুতেই যাচ্চি না! তোমার বুকে আসন পেতে তবে আমার সোয়াস্তি হবে।

কাল। পাপিণি! সুর্পণখার মত এখনি তোব নাক্‌কান কেটে দেব! শিগ্‌গির এখান থেকে পালা।

যো। কিছুতেই যাব না।

কাল। তবে আব নিস্তার নাই (বাণ ত্যাগের উদ্যোগ ও স্তম্ভিত হওন।)

ফুল্ল। আ-হা-হা কর কি ? স্ত্রীহত্যা ক’রোনা! (ধনু ধারণ)

যো। সাধ্য কি আমার অঙ্গস্পর্শ করে, ঐ দেখ তোমার হাতের ধনু হাতেই রইল। বাণত্যাগের ক্ষমতা নাই।

কাল। তাই তো! একি! বালকের চেয়েও যে এ বাহু দুর্ব্বল হ’লো, ফুল্লরারে আমার সে অমানুষী শক্তি কোথায় গেল ?

যো। আদ্যাশক্তি আমি বীর! তোর ডাকে কাতর হ'য়ে তোকে বর দিতে এসেছি। ধনুঃশর ত্যাগ কর। আর তুই দরিদ্র ন'স্ আজ হ'তে তুই রাজরাজেশ্বরের চেয়েও বড় হলি। ধর্—অঞ্জলি পেতে বর নে! এই মাণিকের আংটী সাত রাজার ধন, এই ভাঙ্গিয়ে এই গুজরাট বন কাটা, নগর বসা', প্রজা স্থাপনা কর, আর প্রতি মঙ্গল বারে আমার পূজা করিস্। এই ধর! (অঙ্গুরী প্রদান)

ফুল্ল। না-না-না-নিওনা, ওকথা শুনোনা! ওতে জাতও যাবে পেটও ভ'রবে না!

যো। ভাল না হয় আর সাত ঘড়া ধন দেবো, আমার সঙ্গে চল!

কাল। মা, আমি অতি নীচ জাত, বুদ্ধি-শুদ্ধি-হীন, আমার এ কুঁড়ে ঘরে কি মা চণ্ডীকা আস্‌তে পারেন? আমার বিশ্বাস কত্তেও যে ভরসা হ'চ্চে না!

ফুল্ল। আমিও মনে কচ্ছিলেম ঐ কথা বলি!

যো। ভাল, কি হ'লে তোমাদের বিশ্বাস হয়? ভক্তের বিশ্বাসের আসনেই আমার অধিষ্ঠান! বল্‌রে ভক্ত দম্পতি! কিসে তোদের বিশ্বাস হয়।

কাল্। মা! যদি তুমি সেই বিশ্বজননী আদ্যাশক্তি হও, তা হ'লে মা! শারদে! শরতে তোমার যে রূপের পূজা হয়, এক বার সেইরূপ ধর! আমাদের জীবন সার্থক হ'ক্।

যো। ভক্ত প্রাণে আমার রূপ! ভক্তরে! প্রাণ ভ'রে যেরূপ এঁকেছিস্, সেই রূপই দেখ।

(অকস্মাৎ ষোড়শীর দশভুজা রূপে পরিবর্ত্তন হওন।)

(ফুল্লরা ও কালকেতুর অবনত জানু হইয়া জোড়করে স্তব গীত।)

উমা এলি মা আয় মা দেখি মা।
ওমা আলো কোরে এলি—
তোরে ভাল কোরে দেখি মা॥
দেখি আঁখি খুলে পুনঃ আঁখি মুদে দেখি মা।
ভিতরে বাহিরে তোরে চারি ধারে দেখি মা॥

তৃতীয় দৃশ্য।

(বন মধ্যস্থ পথ)

(গোসাই ওঝা ও বিমলার মার কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ।)

বি-মা। ওগো হ্যাগো পুরুঠাকুর! আমি কি মিছে বল্‌চি! তুমি ক'দিন ছিলে কোথা?

গোসাই। গেছলেম একটু নিজের কাজে মা। তা তোমার গে—তারপর কি হলো!

বি-মা। তারপর বাবু দেবতা ছুঁড়িটে আবার মানুষের মতন হ'য়ে এগিয়ে এগিয়ে চল্লো, কালকেতু ঠাকুরপো ধনুর্ব্বাণ হাতে ক'রে তার পেছনে পেছনে চ'ল্লো, আমিও লুকিয়ে লুকিয়ে পাছু নিলুম; ঐ যে বেতবনের ভেতর এঁদো

ডোবা আছে, জানত পুট্ ঠাকুর! সেই তার ওপারে সেই যে ডালিম গাছ আছে, সেই গে গো, যার তলায় বেম্মদত্তি আছে ব'লত, সেইখানে না গিয়ে, জান গা পুট্ ঠাকুর! সেইখানে সেই দেবতা ছুঁড়ি না গিয়ে, ঠাকুর পোকে বাবু কি বল্লে! বাবারে! গা যেন শিউরে উঠলো! জান গা পুট্ ঠাকুর! তারপর বাবু ঠাকুর পো সেই খান্‌টা না খুঁড়ে, সাত ঘড়া ধন পেলে! ভারে ভারে ক'রে বাড়িতে রেখে গেল, একটা ঘড়া ভারে আঁট্‌লো না ব'লে, জান গা পুট্ ঠাকুর! দেবতা ছুঁড়ি কাঁকে ক'রে বোয়ে দিলে।

সো। বটে, তার পর? তোমার গে তারপর?

বি মা। তার পর বাবু কি সব কথা হলো, দেবতা ছুঁড়ি ঠাকুর পোর কানে কানে কি ব'লতে লাগলো, সই হাঁসি মুখে ছুঁড়ির পায়ে ধত্তে গেল, অম্নি কোথাও কিছু নেই, জান গা পুট্ ঠাকুর! অম্নি হুস্ করে ছুঁড়ি যেন উপে গেল! আমার গাটা কাঁটা দিয়ে উঠল'। আমি ছুট্টে বাড়ি পালিয়ে গেলুম! তারপর, এ কদিন ধো'রে কত কি হ'চ্ছে যাও না, দেখ না। তুমি পুট্ ঠাকুর! তোমার কাছে কি আর কিছু লুকুবে?

[প্রস্থান।

(অপর পার্শ্ব হইতে মুরারী পোদ্দারের কোঁচা ধরিয়া জগপত্নীর প্রবেশ।)

মু-পত্নী। দে হতভাগা দে, আমার পাওনা গণ্ডা হিসেব ক'রে দে, নইলে এখনি এক টান দিয়ে তোকে পাঁচ জনের সাম্‌নে এ করে ফেল্‌বো!

মুরা। আহা হা হা হা! খুলে যাবে, খুলে যাবে, দিচ্ছি দিচ্ছি!

মু-প। কৈ! দে?

মুরা। দেব অথন ঘরে গিয়ে—

মু-প। ফের এ কচ্চিস্? এথনি দেখ্‌বি পোড়ার মুখো! এক হ্যাঁচ্‌কায় এ ক'রে ফেল্‌'ব?

মুরা। আহা হা হা হা—দিচ্ছি দিচ্ছি।

মু-প। কৈ দে! ভালমুখে দে!

মুরা। এই চ'না আমি আস্‌ছি। এসে—হাত পা ধুয়ে—দুদণ্ড ব'সে—হিসেব পত্তর ক'রে—খাতায় তুলে তার পর আজ দিলেও যা কাল দিলেও তা, আমিও দিলুম তুইও পেলি! কেমন পেলিত? আমি একটি পয়সা কারু ঠকাইনে, তেমন বাপে আমায় জন্ম দেয়নি।

মু-প। তোর ও ছেঁদো কথা রাখ্‌ তো! এই খানে আমায় দিবি, তবে তোর কোঁচা ছাড়ব'! দে বল্‌ছি দে, নইলে সত্তি বল্‌ছি এবারে এ ক'রে ফেল্‌ব!

মুরা। আহা হা হা হা, দিচ্ছি, দিচ্ছি, ছাড়্।

মু-প। এই ছাড়লুম, কৈ দে।

মুরা। দেবো? তোকে আমি দেবো? নাকের জলে চোকের জলে কোরে যদি দিই! দেবই না ত'! দি যদি, তা তোর বাপের ভাগ্যি!

মু-প। বটে! দেখবি! আবার কোঁচা ধরব?

মুরা। ধর্ দিকিন? এবার ধরতে এলে, চুলের মুটী ধরে, ঘাড় ফিরিয়ে, গদ্দানার উপর বিরেসি সিক্কের ওজনে না গদাম্ গদাম্ কোরে দুই কীল ঝাঁক্‌বো।

সো। ওহে মুরারী! কর কি! মুখে হ'লনা—তোমার গে মুখে হ'ল না—স্ত্রীলোকের গায় হাত তুল্‌তে পর্য্যন্ত যে এগুচ্চ

মুরা। আজ্ঞে সাঁইমশাই! আমার এই ইস্ত্রীটিকে ইস্ত্রিলোকের তালিকা থেকে কেটে দিন্! ও আজ বড় গ'রগেছে! আচ্ছা রকম ঘুষা না ঝাঁকতে পাল্লে আর থাম্‌চে না। আরে মাঝে মাঝে যে এটা ক'ত্তে হয় মশাই। না হলে কি এই সিঙ্গিনীর বাচ্ছা পাঁড় বাঘিনীকে পোষ মানিয়ে রাখা যায়?

মু-প। ও হতভাগা! মার্‌বি ত মারনা! সাঁইমশাই ঠাকুর! তুমি এর বিচের কর। আমার পাওনা গণ্ডা আমায় দেবে না, তার উপর আবার মার্‌বে? ওর হাতে যে কুড়ি-কিষ্টি হবে, ওর হাত যে পোচে যাবে, গ'লে যাবে, খ'সে যাবে, ধ'সে যাবে।

মুরা। খ'সে যাবে যাবে আমার যাবে, ধ'সে যাবে যাবে আমার যাবে! তা ব'লে তোর কথায় আমি বুকের রক্ত টাকা, মিছিমিছি তার ভাগ তোকে দিয়ে ব'সে থাকবো?

মু-প। মিছিমিছি? হ্যাঁরে চোক্‌খেগো! মিছেমিছি? হ্যাঁ সাঁই মশাই ঠাকুর! তুমিই এর বিচের কর।

সো। কি? হয়েছে কি? তোমার গে কিসের পাওনা?

মু-প। পাওনা কিসের জানগা সাঁইমশাই ঠাকুর —

মুরা। আহা হা আমি বল্‌চি—শোন না সাঁইমশাই—

মু-প। তুই তো তোর দিকে টেনে বল্‌বিরে হতভাগা! আমি বলি। দ্যাখোগা সাঁইমশাই ঠাকুর! ঐ যে ধম্ম-কেতর পত্তর কালকেত. আজ কদ্দিন হ'লো এক

দিন একটা মাণিকের আংটী ভাঙাতে আসে। সে হরিণ মাসের দরুন্ মিন্সের কাছে দু পোণ কড়ি পেতো, মিন্সে মনে কোল্লে বুঝি তাই চাইতে এয়েছে,—অম্নি তার সাড়া না পেয়ে দেছুট, খিড়্কী দোরের পাশে গিয়ে লুকুলো! আমি বাইরে যেতেই কালকেতু আমায় আংটীটী দিলে! তার পর আমি সেই আংটী নিয়েগে, ওকে দেখাতে, তবে এসে, অনেক ক'সে মেজে কেঁদে কোকিয়ে, এক গাড়ী টাকা দিয়ে সেইটে কিনলে! তা হ্যাগা সাঁইমশায় ঠাকুর, আমারই ইস্ত্রী-ধনের টাকা থেকে কি আমি কিনতে পাত্তুম না?

সো। বেস্তো, তা কি হয়েছে? তোমার গে কি হয়েছেই বল না?

মুরা। হয়েছে আর কি সাঁইমশাই! সেই আংটীটে আমি দু-পাঁচ টাকা লাভে সহরে বেচে এয়েছি! ওকে তারি অর্দ্ধেক ভাগ দাও। আপনিই বলুন—এ কি কেউ কাউকে দিয়ে থাকে?

মু-প। ও হতভাগা মিছ্‌কতুরি গলায় ছুরি,—সে তোমার দু-পাঁচ টাকা? সাঁইমশাই ঠাকুর! বল্‌ব কি, এক গাড়ী টাকা লাভ হয়েছে! দুটো গাড়ী ক'রে এনেছে জানে না।

(নেপথ্যে অশ্ব, হস্তী, গো, শকট ও বহুলোকজনের কোলাহল করিতে করিতে গমন।)

সো। এ আবার কি? তোমারগে এ সব আবার কি?

মুরা। ও বুঝি জান না সাঁইমশাই! ও ওই ধর্ম্মকেতুর—ছেলে কালকেতু। চণ্ডীর বর পুত্তুর হয়েছে, বন কাটাচ্চে,

রাজ্যি কোর্বে। তাই সহর থেকে রাজ্যি করবার সাজসরঞ্জম কিনে নিয়ে যাচ্ছে! ঐ যে মস্ত হাতীটের উপর ঐ যে তোমার কালকেতু চেপে চলেছে! ঐ বুঝি তোমায় দেখতে পেলে,—ঐ যে দণ্ডবৎ কচ্চে। ঐ হাতছানি দিযে ডাক্‌চে! যাও ঠাকুর যাও, তোমারও কপাল ফির্‌লো।

[গোসাই ওঝার প্রস্থান।

মুরা। আমিও যাই! এ সব লোক লস্কর জিনিস পত্তর হাতী ঘোঁড়া সব কোথায় রাখে একবার দেখে আসি।

[প্রস্থানের উদ্যোগ।

মু-প। আমার এটা, এ না কোরে কেমন এ দেখ্‌তে যাবে যাও দেখি? এখনি এটা ধোরে না এ ক'রে ফেল্‌বো।

[পলায়নপর-মুরারীর কাছা ধরিতে ধরিতে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

(বৃক্ষ-শূন্য বিস্তীর্ণ প্রান্তর পার্শ্বস্থ একটীমাত্র বৃক্ষতল।)

(ফুলালঙ্কারে সুসজ্জিত ব্যাধ ও ব্যাধিনীগণের নৃত্য ও গীত)

(আমরা) ভালবাসি ফুল-বাস, ফুলহাস,
ফুলনিশ্বাসে বিলাস।
ফুল-কলিটি ধরিলে ফিরে চাই-তাই—
আধ' ফোটা মুখখানি আল্‌তো ফেরাই,—

পাছে ব্যথা পায় কলি,
পাছে ঝোরে যায় কলি,
তাই ছুঁতে পাইগো তরাস ॥
ক্রমে কলি ফুটে ওঠে,
ফুলরাশি বাস ছোটে,
তুলে এনে তোড়া কেউ, মালা গেঁথে পরি কেউ,
নাচি গাই মিটাই পিয়াস ॥

(সোমাই ওঝা, কালকেতু, ফুল্লরা ও বিমলার মার প্রবেশ)

কাল। না—পুরুত্ জ্যাটা! তুমি স্বপ্নে আরও কি দেখেছ বল।

সো। আরে পাগল ছেলে—তোকে কি আর আমি মিছে কথা বোল্লেম? তোমার গে মিছে কথা কি আমি কই? তুই যজমান রাখবি মান, আমি পুরোহিত তোর থাক্'ব সুহৃৎ, দেখব' হিত, এই তো বুঝি বাবা!

কাল। তা তো সত্যি, তা জ্যাটা, মা কি ব'ল্লেন?

বি-মা। (জনান্তিকে সোমায়ের প্রতি) বল না সেই কথা!

ফুল্ল। (জনান্তিকে ঐ) বলুন না—কথা'ত মিথ্যে নয়।

সোমাই। হ্যাঁ বাবা! তাই ব'ল্‌চি, বেটী যেন তোমাব গে মাথার শিওরে এসে দাঁড়াল! তেমন রূপ ত বাবা' কখনও দেখিনি! শুনেছি কোন রূপ দেখলে তোমারগে ভালবাস্‌তে হয়, কোনো রূপ দেখ্‌লে তোমার গে আদর ক'ত্তে হয়, কোনো রূপ দেখ্‌লে তোমার গে শুনেছি চোক দুটো তাতে ডুবে যায়, রূপের তেষ্টা

পায়, তাতে তোমার গে স'ঙ্গে থাক্‌তে ইচ্ছা হয়। কিন্তু বাবা এ রূপ সে রূপ নয়,—এ দেখে চোক্ ঝল্‌সে যায়, প্রাণে একটা ভক্তি ভয়ের উদয় হয়। প্রাণের ভিতর থেকে তোমার গে মা বলে ডাক্‌বার জন্য যেন আপনা আপনি একটা ইচ্ছা উঠে, মুখ দে বেরিয়ে পড়ে! এরূপ সেই রূপ! এ মূর্ত্তি সেই মাতৃ-মূর্ত্তি! ভাবতে প্রাণ শিউরে উঠে বাবা!

কাল। হ্যাঁ জ্যাটা! মার আমার ঐ মূর্ত্তিই বটে! ঐ আনন্দোজ্জ্বল মূর্ত্তিতে আমাকেও দেখা দিয়েছিলেন! তার পর কি বল্লেন?

বি-মা। (জনান্তিকে) বল না গো বল না!

সো। তার পর ব'ল্লেন,—তোমার গে খুব ভালই ব'ল্লেন! ব'ল্লেন—তোম্‌রা ওদের বরাবর পুরুত, কালকেতুকে আমি দীক্ষা দিয়েছি, সে পবিত্র হ'য়েছে, তুমিও আজ পবিত্র হলে, তোমার গে বুঝলে বাবা! আমায় ব'ল্লেন, তুমি আর বেদের বামুন রইলে না, তুমি বামুনেরও বামুন হলে, বেস্ ক'রে আমার পুজাআচ্চা ক'র্‌বে, আর—আর—তোমার গে আর ব'ল্লেন (জনান্তিকে) তবে বলি মা?

ফুল্লরা। (জনান্তিকে) হুঁ হুঁ বলুন বলুন!

সোমাই। আর ব'ল্লেন, কালকেতু যেন খুব বুঝে সুঝে রাজ্যিপাট চালায়, যেন দিবারাত্তির আমার পূজায় মত্ত থেকে তোমার গে সাংসারিক্ কাজটাজ না ভোলে!

বি-মা। তা বেস্ ত! মা ত, বেস্ বলেছেন।

কাল। বেস্ ব'লেছেন, আমার মাথা আর মুণ্ডু। আমি অমূল্য নিধি পেয়ে হারাব? দিবারাত্রির তাঁর চরণতলে ব'সে থাকতে পাব' না? ছাই রাজ্যিপাট নিয়ে উন্মত্ত হ'ব? পোড়া সংসারের ভিতর ঘোর সংসারী হয়ে হয় ত তাঁকে ভুলতে আরম্ভ কর্‌ব? এ সব ত আমার মনের মত নয়! আমি চাই, আমার আমিত্ব ভুলে গিয়ে সর্ব্বস্ব তাঁর চরণে সঁপে, তাঁর আমি হ'য়ে, তাঁর জন্যেই এ জীবন যাত্রায় সিদ্ধিলাভ ক'রব। জ্যাঠা মহাশয়! এমন পাগল কি কেউ আছে, যে সুপথ পেয়ে বিপথে চলে যায়। আলোক পেয়েও অন্ধকারে ফিরে যায়।

ফুল্লরা। হ্যাঁগা! তোমার যদি মনে মনে এই সব ছিল, তবে মাণিকের আংটীই বা নিলে কেন? সাত ঘড়া ধনই বা নিলে কেন?

কাল। ফুল্লরা। সে কেবল তোমার দুঃখ মোচনের জন্য! তোমার বিরস মুখে সরস হাসি দেখব ব'লে, ও ছাই অর্থের লালসা করেছিলেম। তা না হলে যাঁকে দেখতে পেলে রাজরাজেশ্বর রাজ্য ছেড়ে পেছনে পেছনে ছুটে যায়, তাঁর কাছে কি আমি তুচ্ছ অর্থ যাচিঞা ক'র্তেম? কেবল তোমার মুখ পানে চেয়ে তা করেছি; তুমি রাজ্যিপাট কর, সোণার সংসার নিয়ে থাক, আমায় আর ও জঞ্জালের ভেতর রেখো না!

ফুল্লরা। রাজ্যিপাট হবে কি ক'রে? কত কেঁদে কোকিয়ে বন বাদাড় কাটালুম, তোমার কত হাতে পায়ে ধ'রে— রাজ্যি করবার সাজ সরঞ্জাম কিনে আনালুম, কিন্তু শুধু

তাতে তো হবে না! রাজ্যি বসাতে হলে, হাট, বাজার, ঘর, বাড়ি, দেউল, জাঙ্গাল; এসবত তৈয়ারি হওয়া চাই।

বি-মা। তা—তার ভাবনা কি সই? কাল ত কালকেতু ঠাকুরপো মার কাছে নগর বসাবার বর চেয়ে নিয়েছেন; মা এতো দিলেন, আর ঘর বাড়িগুল কোয়ে দেবেন না কি?

ফুল্লরা। যদি নাই দেন—তা'হলে যেমন করে হ'ক, লোকজন আনিয়ে বাড়ি ঘর দোর তৈয়ারি করাতে হবে। তা সেদিকে এঁর গা কই? কাল অবধি যখনই ওঁকে ব'লেছি, তখনই আমায় হাস্তে হাস্তে ব'লেছেন ও সব আপনা আপনি হবে। কৈ আপনি হোক দেখি? এই ত সমস্ত রাত কেটে গেল, কোথায় বা বাড়ি? কোথায় বা ঘর? আর কোথায় বা সহর? বন কাটা মাঠ ঐ তো ধু ধু ক'চ্চে! আমি আরো, সকাল সকাল এই সব পাড়াপড়সীদের এথানে এসে আমোদ-আহ্লাদ নাচ-গান ক'ত্তে ব'লে দি'ছিলেম্। সহরটী যেমন হবে আর অমি ওদের নিয়েগে সেঁধুবো! তা ত দেখচি সবই হ'লো।

কাল। সেকি ফুল্লরা! তুমি কি আমার মাকে মিথ্যাবাদিনী বল? তিনি যা বলেছেন, আমার ধ্রুব বিশ্বাস এখনি তা হবে! এই সূর্য্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তোমায় বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত সোণার রাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'ত্তে এগুতে হবে। মা দয়াময়ি! ফুল্লরার কামনা পূর্ণ কর মা!

সো। ওকি! ওকি! দেখ, দেখ, চোখের পলক না প'ড়্তে প'ড়্তে ঐ শূন্যভূমি যে পূর্ণ হ'য়ে উঠ্লো? প্রান্তর লুকাল! আপনা আপনি মহানগরী স্থাপিত হ'লো!!

(আকাশে সূর্য্যোদয়।)

(পট পরিবর্ত্তনে প্রান্তরে মহানগরীর দৃশ্য প্রকাশ হওন।)

সো। আর কেন? সবাই মঙ্গল সঙ্গীতের লহরী তোল। মায়ের নাম করে, চল সবাই মহামায়ার এই স্বর্ণ পুরীতে প্রবেশ করা যাক্।

(সকলের নৃত্য গীত।)

ব্যাধিনীগণ।—(আমরা) ভাল বড় ভাল বাসি ভালর ভাল
দেখলে ভাল রই।

ব্যাধগণ।— ভালর ভাল আলোর ছটায় মন্দ ভাল
বাছাই করে লই॥

ব্যাধিনীগণ।— দেখ্‌তে ভাল, শুন্‌তে ভাল,
বল্‌তে ভাল যে,
যার ভালতে, জগৎ ভাল,
বাসলে ভাল সে;—

ব্যাধগণ।— দেখি ভাল আর শুনি ভাল আর
ভালর ভাল কই।

ব্যাধিনীগণ।— গাই ভাল তাই নাচি ভাল—
ভাল বাসি না ভাল বই॥

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(কলিঙ্গ—ভাঁড়ুর অন্তঃপুর।)

(ভাঁড়ু চিন্তিত ভাবে আসীন।)

দুর্ম্মুখার প্রবেশ।

দুর্ম্মু। ওগো!? ওগো? শুন্‌চো! ওগো শুনচো? তাই'ত কানের মাথা খেয়েছ দেখছি!

ভাঁ। (সচকিতে) অ্যাঁ কি?

দুর্ম্মু। এ যে যেন ঘুম ভেঙ্গে উঠ্‌লে!. তা বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে!। তুমি যেমন কুকুর তোমার মাথায় তেমনি মুগুর প'ড়েছে? এখন ভেবে মর, জ্বালার চোটে ছট-ফটিয়ে ছুটে বেড়াও, উনুনের হাঁড়ি সিকেয় উঠুক্, দুটি অন্নের জন্যে লোকের দোর দোর ফেরো। যেমন আমায় মেরেছ এখন তেমনি আপনি মর।

ভাঁ। ঠিক বলেছ! বড় গিন্নি! ঠিক ঠাউরেছ। মরাই এখন আবশ্যক! কিন্তু আমার একলা মোলে ত চ'লবেনা, সহমরণে যাবে কে? তোমার মত এমন মিষ্টিভাষী মধুমুখী অল্পবয়সিনী মেয়ে মানুষকে সঙ্গে কোরে না নিয়ে গেলে যমরাজের সিংদরজা পেরুব কি ক'রে? বুঝেছ

বড় গিন্নি, ভূত পেরেতের মুখে তোমায় এগিয়ে দেব আর আমি আঁচল ধোরে পিছু পিছু যাবো, আমারও মরা হবে তোমারও মারা হবে।

হু। তাই তো! এতো কেন? ম'ত্তে হয় নিজে মরগে, আর তোমার মেয়ের যুগিগ মালসামুখী ছোট্‌কি ছুঁড়িকে সহ-মরণে নেযাও।

ভঁা। ভাল তাই যেন হ'ল। কিন্তু তোমার দশা কি হবে? রাজ্যেত আর শ্যাল কুকুর নেই কাঁদ্‌বে কে?

হু। আমার ভাবনা কি? রাজা মনিব, দুহাতে খাব দশহাতে বিলুব! আর মাঝে মাঝে তোমার জন্যে সুর তুলে বিনিয়ে বিনিয়ে লোক দেখানে এক আধবার কাঁদব। তুমি চুরি কোরে ধরা পোড়েছিলে, আমিত আর ধরা পড়িনি? রাজা মনিব আমায় পুষতে পারবেন।

ভঁা। রাজা মনিব? খেতে দিলে ত এতক্ষণ? আর দেবে কোত্থেকে? ও রাজায় আর আছে কি? ওকেত এখন দেউলে ব'ল্লেও হয়—কাঙ্গাল বল্লেও হয়। এত বড় রাজ্যিখানা বন্যায় ডুবে ছারখার হয়ে গেল, ওরি পাপে'ত? দেশশুদ্ধ লোক কাঙ্গাল হলো, ওরি পাপে'ত! এমন নিক'ড়ে রাজ্যের রাজাই বা কি আর পাত্তরি বা কি!

হু। এখন তাড়িয়ে দেছে কিনা, তাই রাজা বড় মন্দ হ'য়েছে! তা বেশ হ'য়েছে! দেবেনা! একেত' এপর্য্যন্ত যত পেরেছ চুরি করেছ, ধরা পড়েছ আবার করেছ, তার ওপর এই বুড়ো বয়সে কাজ কর্ম্ম ছেড়ে ঐ প্যাঁচামুখী ছুক্‌রি

মাগ নিয়ে দিন রাত উন্মত্ত হলে তার কি আর ভালাই আছে? আমি তখনই বোলেছিলেম এতো তোমার বে করা হচ্চেনা, ঢেঁকি রাখা হচ্চে! কেমন! আমার কথা'ত ফল্লো? আমার সাঁগ হাড়ে হাড়ে'ত বিঁধলো?

ভঁা। তা খুব বিধেছে! তুমি আমার পয়মন্ত পরিবার কি না! সাঁপের শু'তোয় বন্যে এলো, বাড়ী-ঘর ভেঙ্গে প'ড়লো, গোলার মাল ভেসে গেল,খাতক ফেরার হ'ল! ভরসা ছিল রাজা, তা তারও দশ্যিদশা, পেটের জ্বালায় খেঁকি কুকুরের মত খেঁক্‌খেঁকিয়ে আম্‌লা ফয়লাদের কামড়াতে স্থরু কল্লে। তাড়াবার আর তর সই'ল না, দুর্ভিক্ষ-অবতার রাজা বাহাদুরকে দূরে থেকে দণ্ডবৎ ক'রেই সরতে হ'ল। তা হ'য়েছে ভাল, সকল দিকেই স্থবিধে, এখন কেবল লক্ষ্মী পুজোর দিন এই অলক্ষ্মীটি বিদেয় ক'রে, এ দেশ ছেড়ে পালাতে পাল্লেই বাঁচি।

দুর্ম্মু। অলক্ষ্মী বিদেয় দেবেকি? তোমার এমন সোনার সংসার ভেঙ্গে চুরে যাবে, বাড়ি ঘর ধু ধু ক'রে জোলবে, তুমি পাগলের মত ছুটে ছুটে বেড়াবে, তোমার আদরের ঢেঁকি পেটের জ্বালায় পেছু পেছু ঝাঁটা নিয়ে তাড়া ক'রবে, আমি না থাক্‌লে দু পা ছড়িয়ে ব'সে এ সব দেখবে কে?

ভঁা। তা দেখাচ্চি, রাজ্যিটা আগে ছাড়ি!

দু। ছেড়ে যাবে কোথা?

ভঁা। কেন? অন্য রাজার দরবারে যাব।

দুর্ম্মু। অন্য রাজা তোমায় নেবে কেন? এক জনকে ফকির ক'রে মেরে ফেলে পালাচ্চ সে জান্‌তে পারবে না?

ভঁা। রাজার পাপে রাজ্যি ধ্বংশ, আমাদের এই কলাটা! আমরা চাকর, মৌমাছির জাত, তোমার চাকে মধু থাকে—মৌমাছি ঝাঁকে ঝাঁকে এসে জুটবে, নোড়বে না! কিন্তু ও ও যতক্ষণ! ও ও ততক্ষণ! ফুরুলে কৈ রাখ দেখি! মধু ফুরুলে কৈ থাকুক্ দেখি? ফুক্ করে উড়ে যাবে!

দুর্ম্মু। তা ব'লে মৌমাছি ত আর মানুষ নয়! মানুষও তোমার মৌমাছি নয়।

ভঁা। আরে মাগি! ওটা দিষ্টান্ত! দিষ্টান্ত! রাজা গরিব হ'লো ত আর রইলো কি? ক্ষীর প'চ্‌লে কি খাওয়া যায়? কাজেই পলায়ন।

দুর্ম্মু। পালালে ত আর পেট ভ'রবে না!

ভঁা। না হয় আধ্‌পেটা খাব। এখন তুমি স'রে পড় দিকি!

দুর্ম্মু। কেন উথলে উঠলো নাকি? ছোট্‌কি বুঝি হাম্‌লেছে? আজকে আমার পালা তা জানো?

ভঁা। পালা ফালা বুঝিনে, বোম্বের ঠ্যালায় সব উল্‌টে গেছে! আজ থেকে বাইরে শয়ন।

দুর্ম্মু। (যাইতে যাইতে) তা বুঝেছি! ঝাঁটা গাছটা গোবরের গাম্‌লায় বুড়িয়ে রাখিগে! আজ দেখ্‌ছি শুধুতে হবে না!

ভঁা। আমারও বোঝা আছে! নতুন কটুকে চটি যোড়াটাও এসে আজ পৌচেছে! বউনি হবে এখন।

[দুর্ম্মুখার প্রস্থান।

ভঁা। (স্বগত) ভাল আপোদ! মরবেও না, মর্‌তে দেবেও না!

(শিবা ও ধূমকেতুর মারামারি করিতে করিতে প্রবেশ।)

ধূমকে। শালার ব্যাটা শালা গোদা আমি আগে—

শিবা। ওরে শালা ল্যাংড়া আমি আগে—

ধূম। তোর গোদ কামড়ে ছিঁড়ে ফেল্‌বো! কৈ বল্ দেখি—

শি। তোর খোঁড়া হাত পা পেটের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে কীচক বধ ক'রে ফেল্‌বো! কৈ তুই আগে বল দেখি!—

ভাঁ। আহা হাহা! তোরা করিস্ কি? ভাল কাজে পাঠিয়েছিলুম! যে হয় বল্ না, দাঙ্গা কোরে মরিস্ কেন?

শি। তাই তো বো'লচি আমি আগে বল্'ব।

ধূম। তা হবে না আমি আগে!

ভাঁ। ভাল তাই হোক্! ওরে শিবা! ওকেই বাবু বোল্‌তে দে না।

শি। বেশ দাদা! এই বুঝি তোমার বিচার হলো! আমি মায়ের পেটের ভাই—আমি বেটা আগে বল্‌তে পাবো না, আর ও মেগের ভাই সম্বন্ধী ঐ শালার জেদই বজায় রইলো?

ভাঁ। আরে তাইতো! ও যে বড় কুটুম! গুছিয়ে বল্‌তে পারে বলুক না।

শি। তা বলুক—বুঝেছি! তোমায় বোন না দিলেতো তুমি কথা শুন্‌বে না! শালা বাবু! আর কেন? পালা সুরু কর।

আগে শালা পিছে ভাই।
বোনাই বাবা বলে তাই॥

ভাঁ। তুই বড় ত্যাঁদোড়! তুমি বল ত ভাই!

ধূম। তা ব'লব না! ও আমায় ছুড়া বোলে গাল দিলে কেন?

আমায় উতোর শিখিয়ে দাও, ওকে ব'লে তবে বল'ব। না হ'লে রস্‌বোও না—কইবোও না—কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে দিদির কাছে গিয়ে নালিশ ক'র্‌ব—সে আমার মার পেটের বোন্ জানত ? তোমায় কলা দেখিয়ে তাকে বার ক'রে নিয়ে যাব।

শি। শালা বাবু তাই কর—তাই কর ! তা হলেই আমার উতোর দেওয়া হবে।

ভাঁ। তুই থাম্‌তো পাজি। তুমি কিচ্ছু ক'র না—ও কথা শুনো না—বল।

ধূম। কক্ষনও বলবো না ! ও আবার আমায় গাল দিলে। উতোর শিখিয়ে দাও তো দাও। তা নইলে এখনি মজা দেখাব। এক্ষুণি দিদিকে গিয়ে বেগড়াব।

ভাঁ। ভাল জ্বালায় ত পড়লেম। এখন ছড়া পাই কোথা !

শি। দাদা ! আমি না হয় একটা র'চে দিচ্ছি। শালা বাবু বল—

শালা বল্লি বেস্ কল্লি বদ্যিনাথের এঁড়ে।
কখনও শালা কখনও বোনাই সকল ভেড়ের ভেড়ে॥

চোরার মত দাঁত খামটী মেরে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বল, তা হ'লেই আমায় খুব গালাগাল দেওয়া হবে। আমার গায়ে—বড় বড় ফোস্কা হবে এখন দেখো !

ধূম। বোনাই বাবু ! বলি ? ঐ কথা বলি ?

ভাঁ। আর বলে কি হ'বে ? ও যখন তোমার হ'য়ে আপনা আপনি ভেড়ের ভেড়ে বলে গালাগাল খেলে, তখনি

তোমার উতোর দেওয়া হ'লো। এখন ছড়া কাটাকাটি ছেড়ে, যেখানে গিছলে সেখানের কি হলো বল।

ধুম। তাই'ত বলছি! বোনাই বাবু! মস্ত রাজ্যি গো মস্ত রাজ্যি—ত্রৈলোক্যে এমন কেউ কখনও দেখেনি—দেখ্‌বে না! মস্ত বড়! যেন কত বড় কি একটা বিরদ ব্যাপার। বড়র চেয়েও বড়—তার চেয়েও বড়—আবার তার চেয়েও বড় বল্যে তবু কুলোয় না—এতো বড়!

শি। বস্—বলাতো হোয়েছে! না আরো কিছু বাকি আছে?

ধুম। বাকি থাকবে কেন? এক কথায় সব'ত ব'ল্লুম! হ্যাঁ বোনাইবাবু! সব্ বল্লুমনা।

ভাঁ। হ্যাঁ ব'লেছ! বুঝেছি, এখন যাও; তোমার দিদিকে খবর দাওগে। সেপথ চেয়ে বোসেআছে।

ধুম। এই যাই! দিদির কাছে নাহ'লে আমার মুখ ফোটেনা! ন্যাংচাব বল্‌ব! বল্‌ব ন্যাংচাব! ন্যাংচাব বল্‌বো, বল্‌বো ন্যাংচাব—

[বলিতে বলিতে প্রস্থান।

ভাঁ। শালা গর্দ্দভ আরকি! যেমন বুঝেছে তেমনি বোঝালে এখন কি ব্যাপার তুমি বল ত ভাই? এবার তোমার বে দেবই দেব। কুলিন না হলোতো বয়েগেল কি? মৌলিকের ঘরেও নিদেন দেবো!—বলত ভাই কিহলো।

শি। হলো ভাল, যা শুনেছ সবই ঠিক! বন কেটে রাজ্য বসিয়েছে বটে! সে ব্যাধের ছেলেও বটে! সাতঘড়া ধনও পেয়েছে বটে! তারপ্রতি চণ্ডির কৃপাও হয়েছেবটে।

ভাঁ। ভ্যালা মোর ভাইরে! তারপর?

শি। তারপর—খুবসহর বানিয়েছে! হাট বসিয়েছে, বাজার কোরেছে, দেউলতুলেছে, জাঙ্গাল দিয়েছে, রাস্তা, ঘাট, বাগান, বাগিচা, ঘর বাড়ি, দোতালা তেতালা চৌতালা খাপরেল খোড়োয় ছয়লাপ! কিন্তু লোক নেই, সব খাঁ খাঁ কচ্চে।

ভাঁ। বটে! বটে! বেস্, বেস্! এক এক জন এক এক খানা বাড়িনিয়ে বস্‌বো, চাকর বাকরদেরও এক এক খানা দিযে দেব! তারপর?

শি। তারপর—রাজা হয়েছেন ভেড়া, তারপাত্তর হয়েছেন ম্যাড়া, কালু ব্যাধের ডানহাত হয়েছেন মেয়েন্যাক্‌ড়া সোমাই ওঝা! রাজ্যিবসাবার লোক্‌খুঁজছে! কড়ি পাতিদেবে, ঘর দোর দেবে, যায়গা জমিদেবে, যাও—মেপেনেও—চেপে বোসো—বাস্।

ভাঁ। তবে ত বেস্ হয়েছে! এ দাঁও ছাড়া হবে না! কালই চল, ভুভেয়ে গিয়ে পড়া যাক্। হবচন্দ্র রাজা আর তার গবচন্দ্র মন্ত্রীকে পেটে পুরতে কতক্ষণ? কিন্তু দেখো খুব চুপি চুপি যেতে হবে, কেউ না যান্‌তে পাবে!

শি। এতো শিগ্‌গির কে যান্‌তে পারবে। আর কেউ জান্‌লেই বা কোরবে কি?

ভাঁ। জান্‌লেই ভাগ বসাবে, একা খেতে দেবে না!

শি। তুমিও যেমন দাদা কে জানবে?

ভাঁ। জানবার ঢের লোক আছে! রাজ্যি শুদ্ধ কাঙ্গাল, টের পেলে কি আর রক্ষা থাক্‌বে? বিশেষ সন্দকরি ঐ

মোড়ল ব্যাটাকে! ব্যাটা বরাবর জ্বালিয়ে এসেছে, টের পেলে এখানেও কাগড়াতে কি ছাড়বে?

শি। টের পাবে কি ক'রে! সবার আগে যাব, মুখ্য রাজার কাছে সবার আগে পৌঁছোবো, আগ গণ্ডাটি আমরা তুলে খাব! শেষে যে ব্যাটারাই যাক্ না কেন নৈবিদ্যের কলাটা মুলোটা বই আর তাদের কপালে কিছু ঘটবে না!

ভঁা। তা হলেই ত বাঁচি! আচ্ছা রাজাটা কেমন! দেখে এযেচিস ত।

শি। উঁহু—উঁহু—দাদা ঐটে পারিনি।

ভঁা। কেন পারিসনি!

শি। পারিনি—পারিনি—এই পায়া ভারি বোলে, এই গোদা-পায়ের লজ্জা ত তুমি দাদা ঢাক্‌লে না!

ভঁা। ও! তা বটে! ভাল চ—তো দেখাযাক্! যদি কাজ হাসিল হয়, তা হলে সত্ত সত্ত তোর ঐ গোদ চেঁচে দেওয়াব, না হয় সোনাদে মুড়িয়ে বেঁকী কটাতে জহরত বসিগে দেবো! কেমন?

শি। অমি সেই সঙ্গে বে—টাও দাদা ভুলে না যাও।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(ভাঁড়ুর অন্তঃপুর—দুঃশীলার কক্ষ।)

(ধূমকেতু ও দুঃশীলা।)

দুঃশী। তা তোর উপর ওর এত রাগ্ কেন?

ধূ। রাগ্ দিদি? রাগ শালার সেই তোর বের দিন থেকে! সেই যে আগে তোর সঙ্গে ওর বের সম্বন্ধ হ'য়ে ছেলো কি না! তার পর বোনাই বাবু সেই তোকে দেখ্‌তে গেল! দেখে শুনে বোনাই বাবুর বড্ড পছন্দ হ'ল। আমরা বোলেছিলেম এগার, কিন্তু তোর বয়েস তখন চোদ্দ বছর হ'য়েছিল কি না? বোনাই বাবু লোভ সাম্‌লাতে পাল্লে না, ভাইকে ভাঁড়িয়ে নিজেই তোকে বে কোরে ফেল্লে! এই ভার গোদা শালা কোথায় আছে! রেগে কাঁই হয়ে উঠ্‌লো! ভেইয়ের কিছু কত্তে না পেরে যত রাগ শালা আমার ওপরে ঝাড়তে লাগ্‌লো! মনে কল্লে ওটা আমিই ঘটিয়ে দিয়েছি!

দুঃশী। ওঃ তাই বটে? তা তুই যাবার সময় ওকে সঙ্গে কোরে নিয়ে গেলি কেন?

ধূ! ও শালা যে বাঘ ভাল্লুকের ভয় দেখালে! চোর ডাকাতের ভয় দেখালে! ভূত পেরেতের ভয় দেখালে!

দুঃ। তা তোকে যে কোথাও পাঠাচ্চি সে কথা বল্লি কেন?

ধূ। বাঃ সে বুঝি আমি—আমি বুঝি শালার গলা ধোরে বল্‌তে গেছলুম?

হুঃ। তবে তাকে কে বোল্লে?

ধূ। যেই বলুক না! শুধু বোল্লে বুঝি? আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়ে তবে ছাড়্‌লে।

হুঃ। কে? কর্ত্তা? না—

ধূ। বোনাই বাবুর বাবার সাধ্যি ছিল কি পাঠাতে? সে তো তোর হুকুমে ওঠে বসে। পাঠিয়েছিল তোর সতীন! গুওটীর দেওরের সঙ্গে যে ভারি পিরীত; বেটীর বুড়ো বুড়ো চার ছেলে, হস্তিনীর মত আটটা মেয়ে, ষণ্ডামার্ক ছ' জামাই, দেখিস্‌নি তবুও বেটী ভাতারের জন্যে তোর সঙ্গে ঝগড়া লড়াই ক'রে মরে!

হুঃ। তা, ওর কথায় তুই সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলি কেন?

ধূ। আবার বলে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলি কেন? ওকি খোকা, যে ওকে হাঁটি হাঁটি পা পা করে না নিয়ে গেলে যেতে পারবে না? বোনাই বাবুর সঙ্গে আমি কথা কচ্চি, তুই যা শিখিয়ে দিয়েছিলি—সেই বেদিনী যা বোলে গেছল—সেই সব বল্‌চি, এমন সময়ে কোত্থেকে অমনি রায়রাঘিনীর মত ওটী ছুটে এলো! গোদা শালাকে আমার সঙ্গে দেওয়ার কথা নিয়ে বোনাই বাবুতে আর তাতে অম্নি ঝটাপটি লেগে গেল! বেটী ভাদ্দর মাসের তালের মত গদাম গদাম করে কীল মাত্তে লাগলো, বোনাই বাবুও চটাচট্ চড় হাঁক্‌রাতে লাগলো! শেষকালে কীলেরি জিত হলো! গোদা শালা অম্নি আমার সঙ্গ নিলে।

দুঃ। তা নিগ্, আমি যখন প্রথম খবর দিয়েছি, তখন যাবার সময় ওদের ভাসিয়ে দিয়ে না যায় তো, ও বুড়োরি একদিন, কি আমারি একদিন। এতদিন গায়ে হাত তুলিনি, এইবার হাত ছেড়ে পা পর্য্যন্ত—

(ভাঁড়ু দত্তের প্রবেশ।)

ভ। পা পর্য্যন্ত—তা বেশ—লাথিটে পর্য্যন্ত মার্‌বে ?

দুঃ। গোদা পায়ের লাথি তুলে রেখেছি, এখনও ফেলিনি ! এবার আমি যা ব'ল্‌বো যদি না শোন, আমার কথা মত যদি না চলো, তা হলে পা ফেলা ছেড়ে তোমায় থেঁতলে রেখে—ভাইটীর হাত ধ'রে—দোর দোর ভিক্ষে ক'রে খেয়ে বেড়াব ! আর বাবু-ভেয়েদের কাছে গিয়ে তোমার ঐ কালামুখে ভাল ক'রে চুণকালি মাখাবো।

ভাঁ। দেখ, ও কথাটি বোলনা, তোমার কথামত না চল্‌চি কই ? তোমার কথায় দেওয়ানখানার চাক্‌রি ছেড়েছি, এত বড় সংসারটাকে এ ক'মাস এক রকম না খাইয়ে, না পরিয়ে রেখেছি। যা বল্‌ছো তাই কচ্চি !

দুঃ। চাক্‌রি কি আর আমার কথায় ছেড়েছ ? প্যাযদায় ছাড়িয়েছে ! রাজার আর কিছু নেই, নিজেই সরার্ত্ত, না হয় সোরে পড়েছ ! কিন্তু আদৎ কথার কি করেছ ? চাক্‌রিটি যেতেই আমি বল্লুম—আমাকে, আমার মাকে, আর ধুমোকে ছাড়া আর সকলকে দূর ক'রে দাও, তা দিলে কই ?

আপনার, তত কি আর আমি ওদের ভাবি! ও মাগ বল, মেয়ে বল, ছেলে বল, ভাই বল, নাতি নাতনি বল, সবাই খাবার কুটুম! ও দল্‌কে দল তাড়িয়ে দিলুম আবার যে যার এসে জেঁকে জুঁকে ব'সলো, এখন তার করি কি বল দেখি?

হুঃ। তারও ত উপায় তোমায় ব'লে ছিলুম, তা শুনলে কৈ?

ভঁা। কবে? কি উপায়?

হুঃ। সেই যে—যে দিন বন্যের জল কমে গেল, আট দিনের পর প্রথম রান্না হলো! সেই যে—আমার ধুমোর পাতে বোড়কি মাগী এক থাবা উনুনের পাঁস ফেলে দিছ্‌লো? সেই আমি রাগ করে ঘরে দোরদে শুয়ে রইলুম্? তুমি এসে কত কাঁদাকাটি কোত্তে, তবে দোর খুলে দিলুম, তুমি তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠ্‌তে এলে—আমি অম্নি গলা ধাক্কা দিয়ে নাবিয়ে দিলুম! তারপর সেই যে—মনে নেই? তিন সত্যি কোরে যা কোত্তে চাইলে?

ভঁা। কৈ কি বল দিকি। আমার তো মনে নেই!

ধু। বোনাই বাবু! তোমার মনে নেই, কিন্তু আমার মনে আছে! আমি সেই যে কোনাচ থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে আড়িপেতে সব শুন্‌লুম। দিদি বোল্লে, হয় ওদের বাড়ি থেকে বার কোরে দাও। না হয় দল্‌কে দল বিষ খাইয়ে মেরে ফেল।

ভঁা। হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে! তা তেমন বিষ পেলুম কৈ? তা হলেত সেই রাগের মাথায় যা হয় একটা হয়ে যেত।

হুঃ। আহা! কি আমার রাগি পুরুষ গা! বিষ পাওয়া

গেল না! তুমি কি আমায় কচিখুকী পেয়েছ তাই ঐ বোলে বোঝাচ্ছ? এত বড় সহরে বিয়ের আবার ভাবনা!

ধু। বোনাই বাবু! আমায় একবার হুকুম দাওনা, বাজার ঝেঁটিয়ে তোমার ঘরে বিষের কাঁড়ি এনে বোঝাই কচ্চি!

ভাঁ। তা বলি—তা বলি! বিষ ছাড়া কি অপর উপায় নেই?

দুঃ। উপায় নেই কেন? তুমি রাজি হও ত এক্ষণি উপায় হয়।

ভাঁ। কি বল!

দুঃ। ঐ যে নতুন রাজার রাজ্যি হোয়েছে, সেইখানেত' চাকরি কোত্তে যাবে? কাউকে কিছু না ব'লে ক'য়ে—মাতে, আমাতে, ধুমোতে, আর তোমাতে, চল সেইখানে লুকিয়ে গিয়ে পড়া যাক্। ওরা এখানে মরুক আর বাঁচুক, সে খবর না রাখলেই হবে।

ধু। আর দিদি, ব্যাটাবেটীরে যদি গন্ধে গন্ধে গিয়ে ধোরে ফেলে?

দুঃ। ধোরবে কি? একত যেতেই পারবে না। যদি যায়, তখন ওরা কেউ নয় বোলে তাড়িয়ে দিলেই চোল্‌বে! নতুন রাজা, সে কিছু আর অত খুঁটীয়ে খবর নেবে না!

ভাঁ। হ্যাঁ এ কথাটা পাকা বটে! কানে ঠিক্ লাগল। এই মতলবই ঠিক! তাই চল আর দেরি কোরে কাজ নেই, আজ রাত্তিরেই সরে পড়া যাক্।

দুর্ম্মু। তাই চলো, মার ঘরে গিয়ে বেস কোরে পরামর্শ এঁটে ঠিক্ ঠাক্ করা যাক্‌গে—ধুমোও আয়।

[একদিকে সকলের প্রস্থান।

(অন্য দিক হইতে শিবা ও দুর্মুখার প্রবেশ।)

শি। পাজি বেটীর পরামোশ দেওয়ার ঘটাটা শুন্‌লি বউ।

দুর্মু। হতভাগা মিন্সেরও পরামোশ নোয়ার রকমটা দেখলি ঠাকুরপো।

শি। দাদা তো বয়ে গেছে বউ। ও সব ভাগ্যানি ছোটো লোকের মেয়ে দাদাকে কি আর আস্ত রেখেছে? হাঁকোরে গিলে বসে আছে! শাউড়ি বেটী ডাইনী, বসে বসে মন্তর ঝাড়ছে, ন্যাংড়া ছেলেটাকে পাছু লাগিয়ে রেখে দিয়েছে, মেয়ে গুয়োটী এদিকে আমার ম্যাড়াকান্ত দাদার নাকে দড়ি দিয়ে যেদিকে ইচ্ছে সেই দিকে ফেরাচ্ছে।

দুর্মু। তাতো ফেরাচ্ছে, এখন আজ রাত্তিরে যে ফেলে পালাবে তার কি? এতো বড় সংসার নিয়ে যে আমি আথান্তরে পোড়ে যাব!

শি। সে কি বউ, তবে তোমার শিবে ঠাকুরপো রয়েছে কি ক'ত্তে? উনি মাগ নিয়ে সোরবেন কোথা? যেথায় যাবেন আমি যে সেথাকার হাড়হদ্দ সব জেনে এয়েছি! উনিও পালাবেন—আমরাও পাছু নেবো! দলবল নিয়ে গিয়ে ঠিক হাজির থাক্‌বো। বলি শোন—হাঁউমাঁউ কোরে গোল কোরো না। ভেতরে ভেতরে সবাইকে তোয়ের হয়ে থাকতে বল। উনিও সদরের চৌকাটে পা দেবেন, আমরাও দলবল নিয়ে খিড়কি দিয়ে লম্বা হবো। বয়েলের গাড়ি ডুলিটুলি সব যোগাড় আমি এখনি কোরে রাখিগে—কেমন?—

দুর্ম্মু। তার পর ঐযে বোল্লে—সেখানে গিয়ে যদি বলে ওরা আমার কেউ নয়?

শি। কেউ নয়ত একবার বল্লে হয়! তা হ'লে উনিই সেখানে ফানুস হয়ে যাবেন! ভাঁড়ুদত্ত আমার ভাই, এ কথা আমি তাদের সোমাই পণ্ডিতকে বোলে এয়েছি। আর সেই হলো সেখাকার হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। একবার কেউ নয় বোল্লেত হয়? তা হলে উনিই জাল ভাঁড়ুদত্ত হয়ে যাবেন! আর আমি তখন রাজার দাওয়ান খানা থেকে, ওঁর মত আর একটা মাতব্বর লোককে ভাই সাজিয়ে নিয়েগে, সেথায় দাওয়ানী কাজে লাগিয়ে দেব। গোঁপে চাড়া দেবো, গোদে হাত বুলুবো, আর ঘরে বসে তার কাছ থেকে মাসহারা খাব। কিন্তু বউ তোমার জন্যে এতো ক'রব্, এর বদলে তোমার কাছে কিছু না নিয়ে ছাড়চিনি! ধন দৌলত নয়, পোষাক আষাক নয়, খাওয়া দাওয়া নয়, তুমি যা দিতে পার, আর যা দিতে তুমি লুকিয়েও পার—জানিয়েও পার—যা দিলে তোমার বদনাম হবে না—এমন কিছু তোমার ঠেঙে নেব।

দুর্ম্মু। কি বল্! কি দিতে হবে!

শি। আগে তিন সত্যি কর দেবে!

দুর্ম্মু। ওরে দেবরে দেব—তোকে দেব না? তুই কি আমার পর? এখন বল দেখি কি দিতে হবে!

শি। আমার একটি বে দিয়ে দিতে হবে। দাদা ত দিলে না—বরাবর ফাঁকি দিলে—এখন তুমি ভরসা, তুমি না দিয়ে দিলে এবার আমি গলায় দড়ি দিয়ে মোরব।

দুর্ম্মু। এই কথা! তা তার জন্যে ভাবনা কি? আমার নন্দাইয়ের মেয়ের সইয়ের জায়ের ভাইয়ের ভায়রা ভেয়ের বেস্ একটি টুকটুকে মেয়ে আছে। এ গোল মিটুক, সদ্য সদ্য তোমার বে দিয়ে দেবো—কেমন?

[প্রস্থান।

শি। (স্বগতঃ) আঃ তা হলে ত বেঁচে যাই! টুকটুকে ছেড়ে একটা কেলেটেলে পেলেই—বাস্—

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

(কলিঙ্গ—দেবালয় সম্মুখ।)

(বন্যা-প্লাবিত-গৃহ ও কুটীর সকলের ভগ্নাবশেষ পরিদৃশ্যমান।)

(বুলাম মণ্ডল ও সাধনা উপস্থিত)

(সাধনার গীত)

আমার মা কেন গো কথা শোনে না।
শুন্তে পায় না—কি চায় না,
কি পেয়ে কথা কাণে তোলে না॥
কত চুপে চুপে প্রাণে প্রাণে ক'হেছি,
কত মা মা বোলে হেঁকে ক'হে ডেকেছি,
কত আশা বলী দিছি,
তৃষা ভুলে গিছি,
লালসার ফাঁসি খুলেছি,

বুক ভরা প্রীতি ঢেলে দিছি পায়,
সেধেছি—কেঁদেছি—ফিরে চাহে না।
কত নির্জ্জনে কেঁদেছি কথা কহে না॥

বুলা। সাধনা! সত্যি সত্যি কাঁদ্‌লি যে মা?

সাধনা। কাঁদ্‌বো না? এমন ক'রে কথা না শুন্‌লে—কদিন আর না কেঁদে থাক্‌তে পারি? মায়ের মেয়ে সমস্ত দিন মায়ের পায়ের পানে চেয়ে প'ড়ে থাকি, প্রাণ ভোরে ঐ গাঁলভরা নাম ডাকি—পাষাণী ফিরেও দেখে না। তাই মনে হয়—বুঝি এ জন্মে মা আমায় দেখা দেবে না—কথা কবে না—এ জীবনের সাধনায় বুঝি কুলোবে না! বুঝি মরণের পর দেখা দেবেন। আমার সে মরণ কবে হবে তাই ভাবি আর কাঁদি! কান্না বইতো তুমি বাবা আর আমায় সাধনার কিছু শেখাও নি! লোকে বাঁচ্‌বার জন্যে কাঁদে—আমি মরণের জন্যে কাঁদ্‌চি—এতেও কি মার মন পাব না?

বু। সাধনা! মরণের পথ দিয়ে তো সকলেই যেতে পারে—যাচ্চেও অনেকে! কিন্তু আস্‌বার সময় যখন তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে মাতৃগর্ভে প্রবেশ ক'রেছিলে,—ঘোর অন্ধকারে বোসে যখন জোড় করে তাঁরই ধ্যানে মত্ত ছিলে, তার পর ভূমিষ্ঠ হোয়ে সেই মহামায়ার কোলে শুযে কেঁদে ছিলে, তখন ত ম'রে পাবার আশা করনি?

জীয়ন্তে পাবে বোলে তোমায় ত মা সংসার-চাকায় ঘুরতে দিই নি। তুমি যদি জ্যান্তে না পাবে, এই নির্ম্মল বালিকা বয়সে তোমার আধ আধ মধুর বোলে যদি তিনি দেখা না দেবেন, তা হলে আমাদের মত সংসার কীটের কি হবে? সাধনা! দয়াময়ী উনি! তোর চোখের এক এক ফোঁটা জল, ওঁর বুকে শেলের মত হোয়ে ফুট্‌চে।

সা। তা আর ফুট্‌তে হয় না, ফুট্‌লে পরে মাতো বাবা এক বারও নিদেন শিউরে উঠ্‌তো! সান্ত্বনা করা চুলোয় যাক্,—চাহনিটা নিদেন একবার আমার দিকে'ত ফেরাতো? তা কই? এতো কাঁদ্‌চি—কিন্তু ঐ দেখ বাবা! পাষাণীর পাষাণ দেহ যেমন তেমনি রোয়েছে। চক্ষে পলক নেই—ঠোঁটের হাসি ঠোঁটেই মেশানো রোয়েছে—মুখের ভাব একটুও ফেরে নি! দশ হাতের অস্ত্রশস্ত্র দশ হাতেই রোয়েছে—নড়েনি! মস্তকে মহা-কাল যেমন নীরব নিশ্চল মহাযোগে স্থির—মাও আমার তেমনি অচল অটল। এমন কোরে মরা কোলে কোরে আর কত কাল কাটাবো!

মু। ক্ষুদ্র বালিকা তুই মা—অগাধ সমুদ্রের মত তোর সুমুখে এখনও অনন্তকাল প'ড়ে রোয়েছে—পর পার বহুদূর! পারে পৌছবার তোর অনেক সময় বাকি। এখনি এতো উতলা কেন মা?

সা। উতলা হোতে যে তুমিই শিখিয়েছ! দেহের পিপাসা যত পরিমাণে নিবৃত্তি হোয়েছে, প্রাণের পিপাসা তত

পরিমাণে যে বেড়েছে বাবা! এ কথা তো তোমাধি—আমার নয়—জলপাত্র স্বমুখে রোয়েছে অথচ সে পিপাসা মেটাতে পাচ্চি না—এ জ্বালার চেয়ে জ্বালা কি আর ভূভারতে আছে?

বু। তা নেই বটে! কিন্তু মা সকল কাজের সবুর আছে। এ পৃথিবীতে যে কাজটা এক দিনে এক জনের দ্বারা হয় না—সে কাজটা পাঁচ দিনে পাঁচ জনের দ্বারা সহজে হোয়ে যায়! কাজ হয়—কোন কাজই পড়ে থাকে না। তবে অসময়ে না হোয়ে সময়েতেই হয়। সেই সময়টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।

মা। সময় আর কবে হবে বাবা! হাঁটিতে শিখে পর্য্যন্ত তোমার হাত ধোরে সহরের সর্ব্বত্র ঘুরেছি। যেখানে যত ঠাকুর আছে সব দেখে বেড়িয়েছি! কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম যেখানে যাঁর অধিষ্ঠান—এই ক্ষুদ্র প্রাণটুকু নিয়ে সেখানে তাঁর পায়ে ধোরে দিতে গেছি, এ পোড়া মন কোথাও ওঠেনি—কাকেও দেওয়া ঘটে নি। জাগ্রত দেবতা সব যেন আমায় দেখে ঘুমিয়ে পোড়তেন! হাসি মুখে যেতেম, কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ফিরে আস্‌তেম। শেষে আমার মাকে এই থানে দেখ্‌লেম্—এই থানে পেলেম। আহা বাবা! এ রূপ তো কোথাও দেখিনি। মাতৃহীন সন্তান—ছুটে গিয়ে ঐ রাঙ্গা চরণে লুটিয়ে পোড়লেম! আমার জিনিস আমি চিনে নিলেম—কিন্তু মা তো আমায় কৈ চিন্‌লে না? আমায় জাগালে—নিজে তো জাগলে না।

বু। চেনা দাও মা! আরও ভাল ক'রে চেনা দাও! আরও ভাল হিসাবে জাগাও! মা মেয়ে কি কেউ কারুর পর হয়?

সা। পর কি আপনার আজ একবার ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'র্‌ব। আজ গাছ ভোরে ফুটেছে দেখেছি—আঁচল পেতে এক রাশ সেই রাঙ্গা জবা তুলে এনে ঐ রাঙ্গা পায়ে সাজিয়ে দিয়ে দেখ্‌ব—মাকে মজাতে পারি কিনা!

(সাধনার গীত।)

রাঙ্গা চরণ দুটী চাইব মায়ের সাজাব জবায়।
রাঙ্গা টুক্‌টুকে জবায়,
রাঙ্গা টুকটুকে দু-পায়,
সাজাব আর দেখ্‌ব ফিরে চায় কি না চায় মায়।
নয়ন কোণে চায় কি না চায় মায়॥

[গাইতে গাইতে প্রস্থান।

বু। আহা! সাধনা আমার মাতৃমায়ার ভিখারিণী! ভিখারিণীর দারুণ পিপাসা! শান্তিময়ী—এ দারুণ পিপাসার শান্তি ক'রবেন্‌। সংসারের কোলাহল ছেড়ে কবে ওকে কোলে ক'রে শান্তিপথের পথিক হব? ওতো আমার মেয়ে নয়, ও যে সব জ্ঞানের কথা বলে—ও আমার গর্ভধারিণী। ওর হাতে আমার মোক্ষ। দেখি—তা লাভ ক'ত্তে আর কত দিন কাটাতে হয়। মা জগদম্বে! সংসারে সুখ দিলি কই? বিপদের পর বিপদ—তার ওপর বিপদ—এই সইতে সইতেই তো এগিয়ে যাচ্চি! আরও কি বিপদ আছে—এনে দে মা! সইতে শিখেছি

সইব! যতবার সইব ততবার শিখ্‌ব—অথচ সম্পদে হয় তো পাছু ফিরে চাইব না—এই ভয় হয়।

(রোস্তমের প্রবেশ।)

রো। মড়ল মশায়! এ দিহি সব ঠিক হৈয়েছে। সাত গ্যারামের পেব্‌জা জড় হৈয়েছে। গাংয়ে—ছিপেতে, লাতে, ছড়েতে, একশোখানা বোঝাই হৈয়েছে। চড়ন্দার সব ভর্ত্তি হ'তি লেগেছে! অ্যাহনে ক্যাবল আপনি আর আমার সাধনা মা ঠারুণ আলি পর—লা খুলি রওয়ানা হতি পারি। গণ হৈয়েছে!

বু। আমি তো খাড়া রয়েচি বাবা! আমার ঐ সাধনার ভাব্‌নাই ভাবনা! ও এদেশ ছেড়ে, এই ঠাকুর ছেড়ে, কিছুতেই যেতে চায় না। অথচ না গেলেও নয়। সাত্‌ গেরামের মোড়ল হ'য়ে, সাত ছেলের বাপ হ'য়ে, অন্নাভাবে মরিই বা কি ক'রে? আর যারা আমার মুখপানে চেয়ে আছে তাদের মারিই বা কি ক'রে?

(জবাফুল অঞ্চলে সাধনা ও পশ্চাতে সিদ্ধিনাথের প্রবেশ।)

সিদ্ধি। জয় দুর্গে! জয় দুর্গে! জয় সর্ব্বস্বরূপে! জয় জয় চণ্ডী! মাতঃ চণ্ডি! করুণা কুরুমে! (প্রণাম) আহা মরি! এ মূর্ত্তি যে দেখেছি! কাল্‌ কালকেতুর দেবমন্দিরে—মা তোর্‌ ঠিক্‌ এই মূর্ত্তি যে দেখেছি!

বুলা। সাধু পুরুষ! কোথায় দেখেছেন? কালকেতুর নূতন নগরে?

সিদ্ধি। হাঁ।

সা। হ্যাগা! সে মন্দিরে কি ঠিক্‌ এই রকমের মা দেখেছ?

সিদ্ধি। ঠিক্‌ এই মূর্ত্তি! তবে ইনি কিছু প্রভাহীন মলিন—

তাঁর প্রভায় মন্দির আলোকিত! আহা! তৃপ্তিময়ী তেজস্বিনী মূর্ত্তি!!!

সাধ। তবে বাবা! আর আমার সেথানে যেতে কোন বাধা নেই! আমি যে ভেবেছিলেম, আমি যে ব'লেছিলেম—মা আমার এখানে নেই—কোথাও গেছে—সে কথা ঠিক্—মা আমার এখানে নেই! এস এ জবায় আর এ প্রতিমার পা পূজ্‌ব না! প্রাণভরে পূজ্‌ব ব'লে তুলেছি। আমার মানস-প্রতিমা যেথায় গেছে সেথায় গিয়ে এই শত জবার অঞ্জলি দিয়ে পূজা করিগে চল। ইনি সাধু পুরুষ,—এঁর দৃষ্টি ভ্রমের নয়। আমার প্রাণ ব'ল্‌চে—মা আমার সেথায় গেছেন, প্রাণে প্রাণে আমায় ডাক্‌ছেন্! আমি আর থাক্‌তে পারি না যে! বাবা! আমায় নিয়ে চল।

বু। চল মা চল'! এ জন্মের মত এ দেশ ছেড়ে চ'লে যাই চল। রাজা পিতা, বন্যার পর প্রজা বোলে তিনি যখন কোন সংবাদ নিলেন না, তখন হে মা কলিঙ্গ অধিষ্ঠাত্রী দেবি! আমার কোন অপরাধ নিও না! (প্রণাম)

•. সাধু! আপনি এখানে থাক্‌বেন্ না যাবেন?

স.। আমার থাকা যাওয়া আমার নয়! যার আমি, সেই নিয়ে যায়! যেথা ইচ্ছা নিয়ে যায়! মন হ'লেই হ'ল, দুই চক্ষু অমনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।

মা। তা উনি কেন আমাদের সঙ্গে আসুন না। আমরা তো কালকেতুর রাজ্যেই যাচ্চি! সেথানে বেস মা দেখ্‌বেন—আমরা মা দেখ্‌ব! মা দেখ্‌তে মন্‌কে তো দৌড়ুতে আছে?

বু। সাধু! তাই আসুন!

সি। চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

—oo—

(গুজ্‌রাট রাজসভা।)

(সিংহাসনে রাজবেশে কালকেতু-চতুর্দ্দিকে সভাসদ্‌বেশে)
অন্যান্য ব্যাধগণ উপস্থিত।

(সকলের গীত)

সংসারে এ সং সাজা,
কাল ভিখারী আজ রাজা,
ঢং ধরা চাই, রং করা চাই, নাই ছুটি।
(যখন যেমন তখন তেমন)
ঢং ধরা চাই, রং করা চাই, নাই ছুটি॥
কেউ ট্যানা কেউ পোষাক পরা সং,
কান্না হাসি দুঃখ সুখের রং,
এই লোটে পায় চোক পাল্‌টে এই লুটি।
মুখ বুজে সই-ওল্‌টালে ফের মুখ ফুটি॥

বি-মা। (পার্শ্ব কক্ষদ্বারের যবনিকা ঠেলিয়া আসিয়া) ওগো! তোমরা যে গলা ছেড়ে গান লাগিয়ে দিয়েছ? একি বন? এযে রাজসভা! সইরাণী ব'ল্যে।

কা। তোমার সইরাণীকে বলগে—রাজসভা এখনও বসেনি!

[বিমলার মার প্রস্থান।

খেল্‌ছি ভাল ওঠন পড়ন খেলা,
খাচ্চি ঠেলা-যাচ্চি ফিরে ঠেলা ;
স'চ্চি কত-ক'চ্চি কত ভিরকুটি।
দিচ্চি কারেও-খাচ্চি কারুর কান্‌মুটি ॥

সোমাই। (প্রবেশ করিতে করিতে) আরে কর কি? থাম' থাম'! একেবারে যে তোমারগে ষাঁড়ের চীৎকার স্থরু ক'রে দিয়েছ?

কা। জগঠাগশাই! এই থামলুম্! কিন্তু বাবা—তোমার এ রাজসভা সাঙ্গ হ'তে আর কত দেরি? এই ছাই ভস্ম গুলো গায়ে দিয়ে, এ জবড়জঙ্গ হ'যে যে আর থাকৃতে পারি না! কি বল হে সভাসদ্‌গণ?

স-গণ। (সমস্বরে) হাঁ—হাঁ—গো মহারাজ! থাকৃতে পারিনা গো মহারাজ!

সো-মা। ওরে বাবা একটু ক্ষেমা দে, সহর থেকে সব প্রজা লোক আসচে, তোমারগে তাদের জন্যে খানিকক্ষণ সভ্য ভব্য হ'য়ে চেপে চুপে থাকৃলেই বা? এ রাজ্যটাকে বসিয়ে দিতে দেনা! বেস রাজারাজড়ার মত ব'স—হাঁ অমনি ক'রে! আহা হা! পা দুটো অমন ফাঁক ক'রে রেখ না! হাঁ—বেস ঐ রকম বুকের ছাতি তুলে—ঘাড় সোজা ক'রে—তোমারগে দুই উরুতে দুই হাত দিয়ে—জমাট হ'য়ে বোস! তোমরা কি? ওরকম যে যার মতলব মত হ'য়ে ব'সলে চ'ল্‌বে না! এ বন বাদাড় নয়! ঠিক হ'য়ে পায়ের ওপর পা দিয়ে মানুষের মত ব'স'।

স-গণ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—গো—সাঁই পণ্ডিসাঁই! মানুষের মত বসি।

সোমা। এ ব্যাটাদের এ আবার কি ঢং?

কা। ওরা যে সভাসদ্! ওদের ঐ রকম ক'রে কথা কইতে হয়। পোদ্দার খুড়ো শিখিয়ে দিয়েছে!

সোমা। আর কথা কয় না! সব ঠিক হ'য়ে ব'স'! ঐ মোড়ল আস্‌চে! সাতশো আটশো ঘর প্রজা ওঁর তাঁবে। দেখ, ওঁকে যা ব'লতে কইতে হয় সব আমি কই'ব, 'তুমি মাঝে মাঝে কেবল এক একবার হুঁ দিয়ে যেও! আর কিছু বলবার দরকার হয়ত আমি শিখিয়ে দিলে ব'ল'।

কা। খুব বোল্‌ব? ব'লে পালাতে পাল্যে বাঁচি!

(মুরারী পোদ্দারের প্রবেশ।)

মু। মোড়ল এয়েছে! হাজার দুহাজার প্রজা এনেছে! ঢাক ঢোল বাজাতে বাজাতে আস্‌চে। ঐ মাঃ-সাঁই মশাই! তুমি মন্ত্রীর টুপিটা পরনি?

সোমা। অ্যাঁ! তাইতো? তোমারগে বড্ড ভুল হ'য়ে গেছে।

(বুলান মণ্ডলের প্রবেশ।)

বুলা। (সিংহাসনতলে কিছু নজর রাখিয়া) নবীন মহারাজের জয় হোক! অধীনের নাম বুলান মণ্ডল, নিবাস কলিঙ্গ, হুজুরের দরবারে আশ্রয়প্রার্থী।

কা। (ঘাড় নাড়িয়া) হুঁ! হুঁ।

সোমা। (জনান্তিকে কালকেতুর প্রতি) গোড়ায় শুধু হুঁ হুঁ ব'ল্লে চ'লবে না! ওঁর আসাতে বেস সন্তুষ্ট হ'য়েছ এই কথা বল!

কা। বেস সন্তুষ্ট হ'য়েছি! (সোমাইর প্রতি) আর কিছু আছে না পালাব'?

সোমা। (জনান্তিকে) আহা-হা! একটু থাম না। আচ্ছা মণ্ডলমশায় আপনার অভিপ্রায় কি বলুন?

বুলা। অভিপ্রায় মহারাজের রাজ্যে বাস করা। চণ্ডীর কৃপায় উনি নবরাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন, চণ্ডীর দরিদ্র তনয় আমরা, ওঁর অধীনে বাস ক'রে সেই ব্রহ্মময়ী মার নামের জয়পতাকা ওড়াব এই বাসনা।

কা। হুঁ! হুঁ!

সোমা। মণ্ডলমশাই বেস ব'লেছেন!

মুরা। বেস ব'লেছেন!

কা। (সোমাইর ইঙ্গিতে) বেস ব'লেছেন। কি বল হে সভাসদ্‌গণ? (সভাসদ্‌গণকে ইঙ্গিত।)

স-গণ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—গো—বেশ ব'লেছেন!

সোমা। ভাল, মণ্ডলমশাই! তোমরা তা হ'লে এসে বাস কর। শুনেছি বন্যায় তোমার গে তোমাদের সর্ব্বস্ব ভেসে গেছে। এই নগরে বাড়ি ঘর আছে বাস কর। এখনকার মত কিছু কিছু সম্বল স্বরূপ অর্থ নাও!

মুরা। (জনান্তিকে) আহা-হা! অর্থের কথাটা আগে কেন?

সোমা। (জনান্তিকে) ব'লে ফেলেছি আর কি হবে!

মুরা। (জনান্তিকে) হবে আর কি, আর এক কল্‌সী ধন ভাঙ্গাতে হ'বে।

সোমা। তা হোক! (বুলানের প্রতি) দেখ, এক এক জন তোমারগে যত ইচ্ছা ভূমি চাষ কর, তিন সন বই রাজাকে কর দিও! র'য়ে ব'সে দিও! দেশে ডিহিদার থাকবে না! সেলামী—কি বাঁশগাড়ি—কি কোন বাবেবরাতে

টাকা কড়ি নেওয়া হবে না। ব্রাহ্মণ সজ্জন নিষ্কর বাস ক'রবে। (জনান্তিকে কালকেতুর প্রতি) এইবার বল্‌ আমি সকলের সম্মান নেব—সকলকে সম্মান দেব।

কা। (জনান্তিকে) না, জ্যাঠা! সম্মান নিয়ে কাজ নেই দেওযাই ভাল!

সোমা। ভাল, তাই বল!

কা। সম্মান দেব—সম্মান দেব! (সভাসদ্‌গণের প্রতি) কি বল হে সভাসদ্‌গণ?

স-গণ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—গো—মশাই, সম্মান দেবগো মশাই।

সোমা। ভাল জ্বালা, এরা করে কি? তা—তার পর মণ্ডল মশাই! এতে তুমি যদি সম্মত হও, তা হ'লে তুমিই প্রধান মণ্ডল স্থির হবে। তোমার দুই কাণে তোমার গে রাজদত্ত দুই সোণার কুণ্ডল পরান হবে। আর যেখানে যে রকমে যত প্রজা বসাতে হবে, সে সমস্তের তদ্‌বির তোমাকেই ক'রতে হবে।

বুলা। যে আজ্ঞা, আমি এতে স্বীকৃত। চণ্ডীর কৃপায় আর আপনাদের আশীর্ব্বাদে, আমার সাতটী পুত্র সন্তান, সাতদিনে সতেরখানা গ্রাম তারা বসাতে পারে। সকল জাতের সঙ্গে তাদের সদ্‌ভাব।

কা। বাস্‌ জ্যাঠা! এইবার ভাগি। কি বল হে সভাসদ্‌গণ?

স-গণ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—গো—আমরাও ভাগি।

সোমা। আহাহা! আর একটু থামনা!

কা। এদিকে যে সর্দ্দিগর্ম্মি হ'ল। আমরা ব্যাধ মানুষ, আমাদের কি অভ্যাস আছে? কি বল হে সভাসদগণ?

স-গণ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—গো। কি অভ্যাস আছে?

(কাঁচকলার কাঁদি হস্তে ধূমকেতু ও পশ্চাতে দেওয়ানজী বেশে
(ভাঁড়ু দত্তের প্রবেশ।)

ভাঁ। (সিংহাসন তলে কাঁদি রাখিয়া) মহারাজ! (দেখিয়া) একি? কালু খুড়ো না? ও খুড়ো! তুমি রাজা হ'য়েছ বাবা? আমায় চিন্‌তে পার কি? সেই যে আমি তোমার ঠেঙে গণ্ডারের কোশাকুশী, বাঘের নখ, ভাল্লুকের রোঁয়া, সিঙ্গির সেই—সেই যে—আরবছরে ষষ্টিবাটার দিন জামাই ব্যাটাদের জন্যে আদখানা হরিণ—এই যে পোদ্দার পিসেও যে? তবে তো সব আপনা আপনি দেখ্‌তে পাচ্চি! ইনি? এঁকে কি চিনি না?

মু। না চিন্‌বেন না! ইনি এঁর পুরোহিত—মন্ত্রী—যাই বলো!

ভাঁ। ব্রাহ্মণ? উনি তো পিতার তত্তুল্য! প্রাতঃপ্রণাম মহাশয়! দাসকে কিঞ্চিৎ পদধূলি দিন্—(পদধূলি মস্তকে ও বক্ষে দিয়া) আঃ! আঃ! পবিত্র হ'লেম! কি জানেন্ ধর্ম্মাবতার—আমরা জাত্‌কাট্—চাষাভুষো নই—ব্রাহ্মণকে প্রণাম ক'রে—উটি না নিয়ে ছাড়া—আমাদের কুল-কুষ্ঠিতে লেখে না।

সো। সাধু! সাধু! আপনি কায়স্থ বুঝি?

ভাঁ। শুধু কায়স্থ? কায়স্থের রাজা ঠাকুর! নিজে খাজা মৌলিক, আমলহাড়ার দত্ত। ঘোষ বোসের দুই মেয়ে ক'রেছি বিয়ে—নিজের মেয়ে দিয়েছি মিত্তিরকে। গঙ্গার দুধারি যে যেথা কায়স্থ আছে—আমার ঘরে সকলকেই পাত পাড়্‌তে হয়। সেরা মুখ্যিরাও স্বহস্তে

পাক হবার যো নেই। বহু পরিবার নিয়ে ঘর করি ঠাকুর! এই দেখ না (অঙ্গুলিতে গণনা) দুটী পরিবার, তিনটী শালা, বড় পক্ষের দুটী, আর ছোট পক্ষের একটী, এক পক্ষের একটী শাশুড়ী,—তা ছাড়া দেখুন গে, রাঁড় ভগিনীটি আছেন—চার রকমের ছেলে চারটি আছেন—আটটী মেয়ে আছেন—তার ছটী পার ক'রেছি, সুতরাং ছটী জামাইও আছেন,—তাঁদের কারুর কারুব নেঙী-গেঙীও আছেন, তার পর দুটী গাই আছেন, দুটি বলদ আছেন, দুটী বলদে আছেন,—ছোট গিন্নি গো-দুধ খান না, তাই দুটী পাঁটীও পালা আছেন। তা ছাড়া আউতি যাউতি, কুটুম কুটুম্বিতে তো আছেই—এই বহু গুষ্টী নিয়ে তোমার কাছে এসে প'ড়েছি খুড়ো!

কাল। হুঁ হুঁ।

সোমা। বহু গুষ্টী বই কি?

মুবা। বাবা! বহু গুষ্টী নয়? যেন রাক্ষুসে রাবণের পুরী! এতো গুষ্টী পুষ্‌তে হ'লে আমি তো বাবা গলায় দড়ি দিয়ে মরি।

ভাঁ। তা খুড়ো! তুমি রাজরাজেশ্বর হও বাবা! আমার ভার তোমাকে নিতে হবে। বন্যের সর্ব্বস্ব গেছে, বাড়িঘর থেকে—ঢেঁকিকুলো থেকে—কাপড় চোপড় গয়না গাঁটি টাকা কড়ি পর্য্যন্ত সমস্ত তোমায় নতুন কোরে দিতে হবে।

কাল। হুঁ হুঁ।

সো। এতো আমরা আপনাকে তোমাবগে দেবই।

ভাঁ। আর তা ছাড়া দেওয়ানীটি মুড়ুলীটি, এদুটী আমার চাই। হাজার ঘর কায়স্থ ব্রাহ্মণ নিয়ে সহর ভেঙ্গে আমি আনবো!

মু। তুমি আন্‌বে কি বাবা? এই মণ্ডল মশাই হাজার ঘর প্রজা এনে হাজির ক'রেছে! মুড়্‌লিটী আপনি আস্‌বার কিছু আগে ওঁকেই দেওয়া হ'য়েছে, বিশেষ উনি একজন ও সহরের পুরোণ মোড়ল!

ভাঁ। কে? কে? কলিঙ্গের পুরোণো মোড়ল তো এখানে কাওকে দেখিনা!

বু। সেকি ভাঁড়ু দত্ত মশাই! বুলান্ বেচাবাকি নজরে পোড়্‌চেনা? ও রাজার কাছে মুড়্‌লীর লড়াইটে নিজেও গায়ের জোরে ভুলেছ', আমায়ও ভুল্‌তে বল নাকি? ছ'মাস যে মুখ দেখান ভার হোয়েছেল' মনে নেই বুঝি?

ভাঁ। যাও! যাও! তোমার সঙ্গে কথা ক'চ্চিনা! ও হুজুর! এই তোমাদের পুরোণ' মোড়ল? ওতো চাষাভূষোর মোড়ল পাড়াগেঁয়ে মোড়ল, কায়স্থ ব্রাহ্মণ নিয়ে সহরে মুড়্‌লী সে বড় শক্ত ছাতির কথা!

বু। দত্তজা! গরিব সাতপুরুষে মোড়ল, গাঁয়ে মানে জান তো? সহরই বল, গাঁ বল, সেথা মানে না—হেথা অথচ আপ্‌নি মোড়ল হ'তে আসিনি!

কাল। জ্যাটা! আর পারি না বাবা পালাই! কি বলহে সভাসদ্‌গণ? (উত্থানোদ্‌যোগ)

স-গণ। হ্যাঁ হ্যাঁ গো মহারাজ! আমারাও তাই! (উত্থানোদ্‌যোগ)

সো। (বসাইয়া) উঠো না। উঠো না! আর একটু থাক। এই হুকুমটো দিয়ে যাও! বল মুড়্‌লী এঁর দেওয়ানী ওঁর।

মু। আর আমারটা অমনি!

সো। তোমার তো পোদ্দারি আছেই! (কালকেতুর প্রতি) বল!

কাল। তাই তাই তাই! এখন ছেড়ে দাও পালাই! এযে বাড়্‌ছেই বালাই!

স-গণ। হ্যাঁ হ্যাঁ গো মশাই সাঁই—আমারাও ভেগে যাই!

(বিমলার মাতার যবনিকাভ্যন্তর হইতে বেগে প্রবেশ)

বি-মা। ওগো! এখন যেন সভা ভাঙ্গে না! সইরাণী বোল্যে পুরের ছেলে মেয়েরা একটা মঙ্গল গান গেয়ে তবে সভা ভাঙ্গ্‌বে।

কাল। ওরে বাপরে বাপ! আবার গান? আমি কিছুতে আর থাক্‌বো না (উত্থান)

স-গণ। হ্যাঁ হ্যাঁ গো রাজা! আমরাও না (উত্থান ও গোলযোগ)

সো। আহাহা,আর একটু থাক্‌লে ভাল হ'ত। সব মিটে যেতো!

বি-মা। ওগো থাক না! একটু থাক না! সইরাণী যে বল্‌ছে গো!

ভাঁ। আজ্ঞা হাঁ আমারও বিষয়টা বিবেচনা ক'রে দিন। শুধু দেওয়ানীতে পোষায় না!

মু। তা বই কি শুধু পোদ্দারিতে আমারও মন উঠচে না।

সো। আহাহা! থামো—থামো—থামো—একটু থাক!

কাল। আরথাকি? পাখী পিঁজরে খোলা ফুড়ুক ক'রে উড়ে যাই!

স-গণ। হ্যাঁ হ্যাঁ গো! ফুড়ুক করে উড়ে যাই!

সোমা। আহাহা থাম' থাম' থাম' একটু থাক'।

(কালকেতু ও সভাসদ্‌গণের পলায়ন।

বি-মা। ওগো থাক না! একটু থাক না! সইরাণী যে বলচে গো! গান হবে যে গো—

(পটক্ষেপণ)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

—oo—

গুজরাট চণ্ডীর মন্দির পশ্চাৎ ভাগস্থ উপবন।

সাধনা ও অষ্ট কুমারীর নৃত্য ও গীত।

আমরা শুধু ভাল বাস্‌তে এসেছি।
নেব বোলে আসিনি প্রাণ দিতে এনেছি॥
ভালবাসা ফুটে-ওঠা-ফুল,
বাসে করে গো আকুল,
ঢেলেদেয় মধুবাস শুধু নেয়নাতো মূল—
প্রেমে বেচা-কেনা লেনা-দেনা তাই ভুলেছি।
শুধু ভালবাসা ভাল ব'লে ভাল বেসেছি॥

সাধ। এমনি ক'রে মন্দিরের সুমুখে, পিছনে, চারিদিকেই ভাল বেসে বেসে বেড়াব! ভালবাসা সেধে সেধে বেড়াব, ভালবাসা ভিক্ষে ক'রে বেড়াব। কেমন লো তোরা সব পারবিত?

১ম-কু। হ্যাঁ ভাই! খুব পারবো! এযে ঠাকুরের ভালবাসা, আমাদের মা, বাবা, ভেয়েরা সব্বাই এ ভাল বাসা বাসতে

আস্‌তে দেয়। হ্যাঁ ভাই! এ ভালবাসা পূজো করা? না?

সাধ। চোক্ বুজে বিড়্ বিড়্ ক'রে শাঁক ঘণ্টা নেড়ে এ পূজো নয়—ক'রতে হয় কল্লুম, তারপর ভুলে গেলুম। আমাদের ছোট্ট খাট্ট প্রাণ ব'লে যে জিনিষটুকু আছে, এ পূজোয় তারি একটু দরকার। ভাল বাস্‌তে হ'লেই—যে ভাল বাসা সত্যি ভালবাসা—বাবা বল্লেন যে ভালবাসা মায়ে পোষে, বাপে বেটায়, ভেয়ে ব'নে, সোয়াগী স্ত্রীতে স্বপ্ন ডোরে বেঁধে রাখে, সেই ভালবাসা বাস্‌তে হ'লে—প্রাণের তেষ্টা বাড়ান চাই। আমার মাকে যে সত্যি ভাল বাস্‌লে সব ভুলে আর কাউকে না ভাল বেসে—মায়া, মমতা, ভক্তি, ভালবাসার মালা গেঁথে, আমার মার গলায় যে পরাতে পাল্লে, সেত ত'রে গেল। ভালবাসা ফিরিয়ে না নিতে চেয়ে ভাল বাস্‌তে চাইলে, পথের পথিক ফিরে চায়, মাকি চুপ্ ক'রে থাক্‌তে পারবেন? তোদের বল্‌ছি শোন্—ঐ মরা মাকে জিয়ন্ত ক'র্‌বো, ঐ পাষাণীর মুখে মানবী মায়ের মুখ ভরা হাঁসি দেখ্‌বো।

সাধনার গীত।

আমি আপন ভেবে ভালবাসি মায়।
মহামায়ায়-মমতায়,
না দেখে না থাক্‌তে পারি
(দুটী) চক্ষু খুঁজে চায়॥

মুখ দেখে মার মনে পড়ে মা,
মুখে ফোটে নাকো রা,
চোখের বাঁধন ঠেলে জলে বুক ভাসায়ে যায়।
শেষে কান্নায় জানাই মাগো কোলে নে আমায় ॥

(ধূমকেতুর গলা ধরিয়া সিদ্ধিনাথের প্রবেশ ।)

সিদ্ধি। এই সন্ধ্যা বেলা পাঁচিল টোপ্‌কে পোড়ে' পাঁচ বেটাতে কি কুমত্‌লবে এসেছিলি বল্‌ ?

ধূম। আজ্ঞে সন্ন্যাসী ঠাকুর! আমি তো আসিনি ? আমি খোঁড়া মানুষ, নুলো মানুষ—আমি কি পাঁচিল টপ্‌কাতে পারি ?

সিদ্ধি। তবে এলি কি কোরে ?

ধূম। আমি তো আসিনি—মাইরি আসিনি—আমায় যে তারা ধরাধরি ক'রে পাঁচিলের ওপর দে নাবিয়ে দে গেল !

সিদ্ধি। ফের মিছে কথা ? এখনি ঐ নদীর জলে তোকে ছুঁড়ে ফেলে দেবো জানিস !

ধূম। আজ্ঞে না সন্ন্যাসী মোশায়! আমি সাঁতার জানি না—মায়ের এক ছেলে—টুপ্‌ কোরে ডুবে যাব আর উঠ্‌তে পার্‌ব না !

সিদ্ধি। হয় বল্‌—না হয় এই দিলুম ফেলে !

সাধ। ওকে অমন কোচ্চো কেন ? ওও তো মার ছেলে ! ওকে অমন কোল্লে মা যে মনে ব্যথা পাবে ভাই !

সিদ্ধি। তবে ও বলুক ও কে ? অমন লুকিয়ে চোরের মত কেন এসেছিল ?

ধুম। তা বোল্‌ছি, তা বোল্‌ছি! আমি দরজার—না, না, দরজা আমার——

(কালকেতুর প্রবেশ)

সিদ্ধিনাথ কর্ত্তৃক ধুমকেতুর হস্ত মোচন ও সাধনার ইঙ্গিতে ধূমকেতুর পলায়ন।

কাল। ও বাবাজী! তুমি এই যে হেথা? মার আরতির সময় হয়েছে শিগ্‌গির এস। তোমরাও—

সিদ্ধি। চলুন, আমি যাচ্ছি।

(কালকেতুর প্রস্থান।)

সিদ্ধি। ঐ যাঃ—খোঁড়া ছোঁড়াটা পালিয়েছে?

সাধন। হ্যাঁ' আমি তাকে পালাতে বল্লুম। আহা সে ব'ল্লে তার মা আছে! যার মা আছে, হ্যাঁ ভাই সিদ্ধিনাথ, তাকে কি কেউ মাত্তে পারে? মার মায়া অক্ষয় কবজ হোয়ে না তাকে রক্ষা করে?

সিদ্ধি। সাধনা! এ পৃথিবীতে সুই শিখে এয়েছ! কু-তো শেখনি মার ছেলে মেয়ে সবাই ভাল, এ ভ্রম তোমার আছে, আমার তো নাই! কাল-সাদা, ভাল-মন্দ, মিষ্টি-টক্ এই-নিয়েই জগৎসংসার! পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঘুরেছি, যেখানে গেছি, সেইখানেই এই দুয়ের অস্তিত্ব! মন্দের জ্বালায়, মন্দ দেখতে পারি না,—মন্দ সইতে পারিনা বোলে পৃথিবী ত্যাগ কর্ত্তে চেয়েছিলেম! শেষে শুন্‌লেম আমার মায়ের নূতন রাজা নূতন রাজ্য হোয়েছে! ছুটে এলেম্! এসে দেখ্‌লেম ব্রহ্মময়ী মা আমার বিরাজিত; ভাব্‌লেম্ মায়ের এ নূতন রাজ্যে পুণ্য থাক্‌বে,পাপ যাবে, ধর্ম্ম রবে, অধর্ম্ম পালাবে!

পরম ভক্তের হাতে মহামায়া আমার রাজ্য সঁপেছেন্, তাঁর রাজ্যে আমি এতোটুকু মন্দ থাক্‌তে দেব না। কাল্‌-ভৈরব আমার সহায়, পাপের গন্ধ যার গায়ে থাক্‌বে, তাকে ঐ বড় নদীর পরপারে পাঠিয়ে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হব!

সাধ। তুমি বড় রাগী ভাই! পেটের ছেলে পাপী তাপী হয়ে মার পায়ে ধোরে কাঁদ্‌লে তিনি তো স্থান দেন্।

সিদ্ধি। আহা সাধনা! সে অনুতাপের কান্না এ পৃথিবী ভুলে গেছে। জ্ঞানপাপী প্রেতের প্রতিমূর্ত্তি, পাপ কোত্তে তাদের দেহের একটী শিরাও কম্পিত হয় না। পাপ কোরে এক বারের তরেও তাদের প্রাণ কাঁদে না। পবিত্রোজ্জ্বল জীবাত্মাকে তারা নির্ব্বাণোন্মুখ কোরে রাখে। অথচ বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে হাসে খেলে! হাস্‌তে হাস্‌তে খেল্‌তে খেল্‌তে আপনার জনকে পর ভেবে, সেই পরের সর্ব্বনাশ কোরে বসে। সাধনা, তুমি জাননা—তাদের জন্য এ জগৎ সৃষ্ট হয় নি। মহাশক্তি মা জননী সেই সব দুর্জ্জন-দলনীরূপে এ জীব-জগতে আবির্ভূত হোয়েছেন। জ্ঞানপাপী কুষ্ঠরোগী—তাকে স্পর্শ কোল্লেও পাপ আছে।

নেপথ্যে মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি।

সাধ। ঐ চল আরতি আরম্ভ হ'ল! আয় ভাই তোরাও সকলে আয়।

সকলের গান করিতে করিতে প্রস্থান।

গীত।

মায়ের কোলে শুয়ে ঘুমিয়ে প'ড়ে স্বপন দেখি সব।
স্বপ্নে জনম স্বপ্নে মরণ শুনি স্বপ্নে মাভৈঃ রব॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—oo—

গুজরাট্—ভাঁড়ুর বাটী।

দুঃশীলা ও ভাঁড়ুর প্রবেশ।

দুঃ। তা হবে না! মাসে মাসে লক্ষি টাকা জমান না হোলে আমার মন উঠ্‌বে না! মন না উঠ্‌লে জানো তো? তাই ক'র্‌বো! কর্‌ক'রে লক্ষি টাকা ক'রে আমার হাতে এনে দেবে, আমি ঝনাত্ ক'রে অম্‌নি মায়ের পায়ের কাছে ঢেলে দেবো; মা অম্‌নি গণ্ডা গণ্ডা ক'রে ভাগ ক'রে তুলে রেখে দেবে। মা আগে গুণ্‌তে জান্‌তো না, এখন্ কেমন টাকা গুণ্‌তে শিখেছে দেখেছো তো?

ভাঁ। তা হবে! তা হবে! নানা রকমে টাকা ঘরে আস্‌ছে ঠিক্ গুনে গেঁথে রাখ্‌তে পাল্লেই হবে। বেদের ছেলের রাজিত্ব করা আর খোঁড়া ভাঙ্গড়োর পাহাড় ডিঙ্গানো দুই সমান, এও পারে না ওও পারে না! নিয়েচি! সব শালার গালে চড় মেরে সব ক্ষমতা হাতে ক'রে নিয়েচি। জানো তো রাজ্য এখন আমার হুকুমেই চল্‌চে! আমি মারি

ধরি, কাটি, লোকের উড়িয়ে পুড়িয়ে দিই, ঘর জ্বালিয়ে দিই আর যা ইচ্ছে তাই সর্ব্বনাশ করি, কারো সাধ্যি- নেই যে এককথা বলে। কেবল ডরাই ঐ মোড়ল ব্যাটাকে! ব্যাটা বাগে পেলেই বড় কুট্ কুট্ ক'রে কামড় দিয়ে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বলে আর আমার পাকা মতলব সব ফাঁকা ক'রে দেয়। ঐ বুড়ো ভুঁড়ো বেটাকে দেশ ছাড়া ক'ত্তে পাল্লে তবে আমার স্বোয়াস্তি হয়। গায়ে ফুঁ দিয়ে ব'সে ব'সে ভাণ্ডার লুটী, কোন ব্যাটাকে চোকে কানে দেখ্‌তে দিইনা।

দুঃ। তা তোমার এতো ক্ষমতা তুমি কেন ওকে তাড়িয়ে দাওনা?

ভা। তাড়াতে পাত্তুম কিনা দেখ্‌তুম—কি বোল্‌বো—গোদা ভাই শালাই আমার মাথা খেয়েছে! ওই গিয়ে সেই আস্‌- বার দিন চাষা বেটাকে খবর দিয়ে আমার আগে এনে পৌঁছে দেছ্‌লো! তা না হ'লে ওর মোড়লী পাওয়া ঘোরাতুম্। আর তাড়াতে পাত্তুম কি না দেখ্‌তুম।

দুঃ। ওই গোদাই তো যত নষ্টের মূল, বাড়ী থেকে দূর ক'রে দেছো, যে যার সব আলাদা হ'য়ে আছে, ওর কি দরকার যে বোড়্‌কীকে সঙ্গে ক'রে এনে আমার বাড়ীতে ঢোকে? বোকেছি গাল্ দিইছি ঝেঁটা দেখিয়েছি কিছুতে কিছু না? মাগী অম্‌নি খেঁকী কুকুরের মত খেঁক্ খেঁক্ ক'রে আসে আর গোদা পোড়ার মুখোর গালে হাঁসি ধরে না।

ভাঁ। আরে ওটা বেহায়া—বেহায়া! ওতো আমার ভাই নয়, ও আমার শালা—

(শিবার সহিত দুর্ম্মুখার প্রবেশ।)

শিবা। কি দাদা! ভাই শালা? তা বেশ! এখন এ মাগ শালীর কি ক'রবে বল দেখি? ওকি এর দোর তার দোর ক'রে বেড়াবে, আর তুমি ছুক্‌রী মাগ নিয়ে দেওয়ানী ক'রবে?

দুঃ। আবার আমায় নিয়ে টানাটানি? উনি বলুন আর না বলুন, আমি তবে বলি—বুড়ো বয়সে ভাতার নিলেনা, যাদের দরদ্ বেশী তাদের ঘাড়ে গিয়ে পড়ুক না; যাদের বিয়িয়েছে তারা নিয়ে গিয়ে খাওয়াক্ না?

দুর্ম্মু। শিবু ঠাকুর পো! তুই হেথা কোন কথা কইতে বারণ ক'রেছিলি, কিন্তু আমি তো আর থাক্‌তে পাচ্ছিনে! ওরে বেটী বুড়ো সোহাগী! ও বুড়োকে তুই পেটে—না তোর মা পেটে—

শিবা। বউ! একটু থামোনা! তোমার খোরাকী আমি গলায় আঙ্গুল দিয়ে বার ক'রে নেব। উনি যাবেন কোথা? সহজে না হয়, এ গোদা শিবা ওপোরওলাদেরও চেনে, যেখান দে টাকা বেরোয়্ সেখানেও গতায়াত আছে।

ভা। আমি যদি এক পয়সা না দিই তুই কি কর্‌বি?

শিবা। কি আর ক'র্‌বো? তোমায় প্রতি পায়ে হোঁচোট্ খাওয়াব। সোজা পথে তো চলোনা, তুমি যে বাঁকা পথ ধোর্‌বে সেই বাঁকা পথ গিয়ে আগ্‌লাবো, তোমায় উঠ্‌তে বস্‌তে খেতে শুতে স্বোয়াস্তী পেতে দেবনা।

দুর্ম্মু। শুধু তাই, হতভাগা মিনসের রাজার কাছে যাব, রাণীর কাছে যাব, মন্ত্রীর কাছে যাব, সেনাপতির কাছে যাব সব্বারই কাছে যাবো, গিয়ে ওকে চোর ছ্যাঁচোড়্—

জোচ্চোর—দাগাবাজ—জালিয়াত ব'লে গোরুচে পাড়বো, আর বোল্‌বো দেওয়ান হ'য়ে পর্য্যন্ত মাগ ছেলেকে খেতে দেয় না, বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, আর একটা ছুলের মেয়েকে বার ক'রে এনে তাকে সপরিবারে পুষ্‌ছে, কেমন? কেমন রে অনামুখো, হতচ্ছাড়া মিন্‌সে? এই হ'লে তোর মুখের মত হবে? আসল মাগকে অন্ন দিবি, নকল মাগের ভেড়া হওয়া এড়াবি? কেমন?

ভাঁ। রাজবাড়ীতে গেলে দরোয়ানে দূর ক'রে দেবে।

ছুঃ। আমরাও এই বাড়ীতে কাল অবধি দরোয়ান বসাবো।

শিবা। কেন? লেংড়া ভেয়ে আঁটেনা, এবারে কি দরোয়ান পাহারা চাই?

(ধূমকেতুর প্রবেশ।)

ধূম। বোনাই বাবু! রাজবাড়ী থেকে সাঁই পণ্ডিত এয়েছেন।

ভাঁ। অ্যাঁ, কেন? এত রাত্রে? কৈ চ দিকি দেখি।

[ধূমকেতুর সহিত ভাঁড়ুর প্রস্থান।

ছুঃ। ওগো! এরা এখানে থাকবে নাকি?

দুর্ম্মু। থাক্‌বো না তো কি র্যা ছুঁড়ী ডাইনি, থাক্‌বো না? শুধু থাক্‌বো? ছেলে মেয়ে ডেরিডাবরি সব নিয়ে এসে জেঁকে ব'স্‌বো, তোকে আর তোর মাকে আর তোর একঠেঙ্গে ভাইকে কোণঠাসা ক'রবো, তবে ছাড়বো। হাততোলা দুটী দুটী খেতে দেবো, ছেলে মেয়ের অকল্যাণ করবোনা, কিন্তু তাও ধানে ভাতে।

তুঃ। তাইতো? বুড়ো প্রাণে আম্বা কত? এই দিচ্ছি ঝিকে ডেকে, ঘরের জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে, নাচদোর পার ক'রে দেবে অখন।

[বেগে প্রস্থান।

শিবা। বউ, বড় বেগতিক; ওকে না তাড়িয়ে বড় তাল ফাঁদ্‌তে পাচ্ছো না।

দুর্ম্মু। কেন? খুব গলা ছেড়ে কেঁদে, সাতবাড়ীর লোক এক বাড়ীতে জড় ক'রে, পোড়া মিন্‌সের গলায় কাপড় দে টান্‌লে হবেনা?

শিবা। উঁ হুঁ বউ! তাতে কোন কাজ হবে না।

দুর্ম্মু। তবে এই সময় ঐ সাঁই পণ্ডিত এয়েছে, ওর সমুখে গড়াকে খুব সট্টে পট্টে ধরিগে?

শিবা। যাবে যাও! কিন্তু হাউ হাউ ক'রে যেন কতকগুলো বোকোনা! ঐ বকাই তোমার কু—

[দুর্ম্মুখার প্রস্থান।

ধুমো শালা এলো আর গেল নাকি? শালাকে লোভে ফেলে আসল কাজটা করাতে পাল্লে যে বাঁচি। এই যে ভেড়ো যায়নি।

(ধূমকেতুর প্রবেশ।)

ধূম। ছি বাবা ছি! এমন সময়ও বোলে দিয়েছিলে, গিয়ে মাবের চোটে হাড়্ ভেঙ্গে আস্‌তে হ'ল, পাঁকে বড়বড়িয়ে পাও বোসে গেল, পদ্মফুলও তোলা হ'লো না।

শিবা। তুই যে ভাই নিজের কাজ আগে বাজাতে গেলি, কাজেই ঠ'কে এলি! আমি ব'ল্লেম মুরারী এতো ক'রে ধ'রেছে, তার এটা ক'রে দে, আমিও তোর ওটা ক'রে দিই। সাধনাকে পাইয়ে দিই!

ধূমল সে তো করাই আছে হে! এই আজ সকালে—দিদি আপ্‌নাআপ্‌নি বোল্‌ছিলো—মুরারী যদি একলাক টাকা দেয়, তা হ'লে—

শিবা। সে তাই দেবে! তা হ'লে ঠিক কর্, তোরও আমি ঠিক ক'রে দিচ্ছি।

দুর্ম্মু। (নেপথ্যে।) ওরে, হতভাগা মিন্‌সে আমায় লাথি মেরে চোলে গেল রে, ওরে আমায় ফেলে দিয়ে গেল রে, ওরে আমায় মেরে ফেলে গেল রে!

শিবা। অই! চ'—চ' দেখি চ'—

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজবাটী—ফুল্লরার উপকক্ষ।

(পত্নীর কেশাকর্ষণ করিয়া মুরারী পোদ্দারের প্রবেশ।)

মু-প। ওরে ছাড়্ ছাড়্! ছাড়্ মিন্‌সে ছাড়্।

মুরা। বল্ ভাগ দিবি কি না? আপনার বেলা আঁটিসুঁটি, পরের বেলা দাঁতকপাটি। আমার রোজকারের ভাগ

নেবার জন্যে হাঁ ক'রে ব'সে থাক্‌বি, আর তোর রোজ-কারের বেলা বুঝি আমায় কলা দেখাবি ঠাউরেছিস্‌? বল্‌ ভাগ দিবি, তবে তোর চুল ছাড়বো।

মু-প। তুই গোছা গোছা ক'রে চুল ছিঁড়ে আমায় নেড়া ক'রে ফেল্লেও দেব না।

মুরা। তবে তোকেও আমি ব'ল্‌তে দেবনা! আমার কাছে খবর নিয়ে তবে তো তুই বল্‌তে এয়েছিস্‌? আমার খবর দেবার দাম না দিলে কিছুতেই ব'ল্‌তে দেবনা, এই চুলের ঝুঁটি ধ'রে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। তার পর আমি এসে, বউ রাণীমাকে ব'লে, তোর পাওনা গণ্ডা নিয়ে নেব, তখন ফ্যা ফ্যা ক'রে মর্‌বি।

মু-প। (হঠাৎ হাত হইতে চুল ছাড়াইয়া) ওগো রাণী বৌমা গো, রক্ষা করগো।

[বলিতে বলিতে প্রস্থান।

মুরা। (স্বগতঃ) এহেহে, বড্ড ফস্কে গেছে, শালীর গায়ে জোরই কি কম। যাক্‌, আমিও বাবা ওৎ ক'রে রই-লেম, টাকা নিয়ে ফিরেছে কি ধ'রেছি চুলের গোছা। ঐ বই আর কিছুতেই শালীকে কাবু করতে পারি না, এবার আচ্ছা ক'রে বাগিয়ে ধ'রব, যাতে পিছলে না পালাতে পারে। ধ'রে—কেড়ে নিয়ে—দে দৌড়। ঐ যে বৌরাণীমাকে সঙ্গে ক'রে এদিকে আসছে। কি বলছে না? ঐ যে শালী হাত পেতে কি নিলে, ঐ যে তাড়াতাড়ি পেট্‌কোঁচড়ে বেঁধে রাখলে।

ফুল্লরা ও মুরারী পত্নীর প্রবেশ।

মু-প। এই মিন্‌সেকে জিজ্ঞেস কর বৌমা! এই মিন্‌সেকে জিজ্ঞেস কর।

মু। হ্যাঁ মা বৌরাণী! আমার মাগী যা ব'লচে সব্‌ ঠিক্! আমিই তো গিয়ে খবর আন্‌লুম্—মেয়েটা হ'চ্চে মোড়-লের, তা কেউ বলে পেটের মেয়ে—কেউ বলে পালিত মেয়ে। আর ঐ যে আর আট্‌টা ছুঁড়ি জুটেছে ও কটাই বামুণের মেয়ে।

ফু। কে জানে খুড়ো মশাই! কি যে হ'চ্চে আমিতো কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চি না! আমি এতো সাধ ক'রে সোণার সংসার সাজালুম, আমার সকল যে বৃথা হয়! যাঁর জন্যে এতো, সেই যদি এ সব ফিরে চেয়ে না দেখ্‌লে, তবে আর কি নিয়ে, কাকে নিয়ে, রাজ্যিপাট করি।

মু-প। তা বৈ কি মা! শুধু পাটরাণী হ'য়ে পাটের শাড়ী প'রে বেড়ালেই তো রাণীগিরি হ'ল না? রাজার রাণী রাজা বিনে যে কাঙ্গালিনীর চেয়েও অধম!

মু-প। তা হ্যাঁ বৌ রাণী মা! রাজা তো মাঝে মাঝে ঠাকুর বাড়ী ছেড়ে আসেন, তখন তুমি দুকথা বেস গুছিয়ে ব'ল্‌তে পার না?

ফু। আসেন বটে খুড়িমা! কিন্তু সে কেবল নেম্ রক্ষে করা। একে তো হপ্তার ভেতর যে দিন খুসি সেই দিন আসেন্—তাও সঙ্গে নিয়ে আসেন একদল নাগা সন্ন্যাসী! দণ্ড খানেক্ গিয়ে সিংহাসনে ব'সে কাচারি করেন; তারপর আমার সঙ্গে দেখা হোক্ ভাল, না হোক্ ভাল, হেঁড়ে

গলায় চীৎকার ক'রে মার নাম ক'ত্তে ক'ত্তে আবার সেই ঠাকুর বাড়ীতে ফিরে যান্! তাই বলি, যদি মা'কে নিয়েই তুমি চব্বিশ ঘণ্টা থাক্‌বে, তবে এ সব কেন? আমাকে এ জব্দ করবার দরকার কি? আর এমন ক'রে দ'গ্ধে মারাই বা কেন?

মু-প। সেকি বৌমা! যে দিন আসেন্—সে দিন রেতে থাকেন না?

মৃ। রেতে থাকা মা সেই কুঁড়ে থেকেই ঘুচেছে! সে কথা আর বল কেন? আমি যাই মেয়ে—তাই মুখ্ বুজে স'য়ে থাকি! অন্য হ'লে ঐ দুঃখে দড়ী কল্‌সী নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ম'ত্তো।

মু-প। আহা! তাইতো গা! তা তোম্‌রা সব কাছে থাক কিছু ব'ল্‌তে পার না?

মৃ। আরে মাগী কাছে থাকি কতক্ষণ? থাক্‌তে পাই কত ক্ষণ? হপ্তার মধ্যে দণ্ড খানেক বইতো নয়! তা তাও কি তাকে একা পাই? পাঁচ জনের পাঁচ কথাতেই কাবার। হুপ্ ক'রে আসেন, হুপ্ ক'রে জান্!

মুপ। তা বৌমা! এর এখন উপায় কি?

মৃ। আম্‌রা মেয়ে মানুষ—আমরা আর উপায় ক'র্‌বো কি মা? আমরা দুঃখ হ'লে কাঁদ্‌তে জানি, সুখ হ'লে হাঁস্‌তে জানি! কিন্তু কি ক'রে যে কি হয়, তাতো কিছু বুঝতে পারি না। সেই জন্যেই বিধাতা মেয়ে মানুষের পুরুষ বই আর গতি রাখেন নি! তা আমার পুরুষ তো আর আপ্‌নার হ'লনা—কাজেই আমাকে কেঁদে বেড়াতে হ'চ্চে!

মুপ। তা-মা! শুধু কেঁদে কেটে আর কদ্দিন্ কাট্‌বে? যে রকমে হোক্ ওঁকে সংসারী করাই এখন তোমার কাজ। লোকে পূজাআশ্রাও করে সংসার ধর্ম্মও দেখে! উনিও যাতে তাই করেন্—তারি একটা পরামর্শ কর মা তারি একটা পরামর্শ কর।

খু। হ্যাঁমা! সেই জন্যেই জ্যাটামশায়কে দিয়ে দেওয়ানজিকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছি! খুড়োমশায়ও এখানে আছেন,—কজনে পরামর্শ ক'রে—আমায় এ দায় থেকে উদ্ধার কোত্তে পারেন ভালই, নইলে এই বাড়ীঘরদোর সোণাদানা সব ফেলে আমিও বিবাগী হ'য়ে চ'লে যাব।

(সোমাই ও ভাঁড়ুর প্রবেশ।)

ভাঁ। খুড়িমা! সাঁইমশাইর কাছে তো সকলই শুন্‌লেম্ এর ভেতরের আদৎ কথাটা কেউ বুঝেছেন্? আমরা সেই ছেলেবেলা থেকে সহুরে রাজসভায় ঘুরে ঘুরে পায়ের গোড়ালী খোইয়ে ফেলেছি! কোন একটা কার্য্য হ'তে লাগ্‌লে তার একটা কারণ বার করা বরাবরই আমাদের অভ্যেস,—এর ভেতরেও একটু সূক্ষ্ম কারণ আছে মা জননী!

সো। আমারও যেন তাই বোধ হয়! তা না হ'লে-তোমারগো এতোটা হবে কেন?

খু। আমার পোড়া কপালে কারণের অভাব নেই! এই শোনোনা খুড়ির ঠেঁয়ে।

সো। কি গা? বলতো?

মুপ। ওকি জান সাঁইমশাই ঠাকুর! ও সেই ঠাকুর বাড়ীর

কথা! সেথায় সেই যে চোক্ ডেব্‌ডেবে বুনো মেয়েটা তারির কথা।

ভাঁ। ওগো খুড়ি মা! আমিতো সেই কথাই ব'ল্‌চি! ওটা এই বুলান্ মোড়লের কু'ড়নো মেয়ে! এ সব্ চাল্ ঐ চাষা বেটার! কোন গতিকে মেয়েটাকে দিয়ে খুড়োর আমার মুণ্ডুপাত ক'ত্তে পাল্যেই রাজ্যিপাট্ বল—ধনী দৌলত বল—হুকুম হাকাম বল—সকলই ওর হাতে এসে পড়্‌লো তখন তুমিই বা কে? আমিই বা কে?—আর এই সাঁইমশায়ই বা কে? সকলকেই নাকের জলে চোকের জলে হ'য়ে এ দেশ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে!

মু। তা কি হ'তে পারে? মোড়ল কি এতো নেমক্‌হারামী ক'ত্তে পারে?

ভাঁ। পারে কি না পারে তা তুমি কি বুঝ্‌বে বাপু! পরের ধনে পোদ্দারি করে বেড়াও বইতো নয়! একটা রাজ্যি চালাতে হ'লে—তার চারদিকে নজর চাই। বিশেষ ও চাষা বেটার চাল্‌চোল্ আমি গোড়া থেকেই দেখ্‌চি খারাপ। ঐ যে মিষ্টিমুখ্ ও বড় সহজ নয়! ওর পেটে পেটে ক্ষীরের ছুরি। এই গোড়া থেকে ওকে দমন ক'ত্তে না পাল্যে এর পর ওকি কিছু' রাখ্‌বে? সমস্ত চিবিয়ে খেয়ে পেটে পুরে হজম ক'রে ফেল্‌বে! তখন আবার ঐ চাষার বিক্রম দেখ্‌বে। আমি কায়েৎ বাচ্ছা, আমি ও বেটাকে চিনি না?

ক্ষু। তবেই তো! কি হবে বাবা? তুমি আমার পেটের ছেলে

এর যা হয় একটা উপায় ক'রে—আমায় এ দায় থেকে বাঁচাও!

ভাঁ। উপায়? উপায় খুড়ি? উপায় এই ভাঁড়ু দত্তর মুটোর ভেতর! ওকে একেবারে দেশছাড়া ক'ত্তে পারি, তা হ'লেই সব দিক্ রক্ষা হয়।

সো। তাই বা কি ক'রে হয়? ও'র তাঁবে হাজার দুহাজার ঘর প্রজা র'য়েছে।

ভাঁ। আহাহা! আপ্নি বুঝ্লেন্ না। তাড়ানো কৌশলে চাই। কারুর গায়ে আঁচও লাগ্বে না, অথচ ও ব্যাটা পালাতে পথ পাবে না!

ফু। তা কি হবে?

ভাঁ। খুব হবে খুড়িমা! ঐ যে মেযেটা, ওটার জন্যে বুড় মরে ওটাকে কোন গতিকে সরাতে পাল্যেই বুড়োও স'র্বে—রাজাও ভাল হবে।

ফু। তা তাই বাবা! যা-ভাল হয় কর। তোমার ওপরই আমার সর্ব্বস্ব ভার!

ভাঁ। ভারতো? সে ভাল! চলুন্ তবে-কিসে কি হয়, কেমন ক'রে কি করা যাবে, তার একটা বিশেষ পরামর্শ করা যাক্গে!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বুলানের বাটীর সম্মুখে বটবৃক্ষতল-পার্শ্বে ভগ্ন শিবমন্দির।
বৃক্ষতলে বুলান ও রোস্তম উপস্থিত।

রোস্ত। কওতো কত্তা, ওর বাড়ী উঠুয়ে নদীর মোহানায় ভাসায়ে দিতে পারি, ওরে থাপ্‌কা ধ'রে আনে ওর বুকি বাঁশ ড'লে ছাড়্‌তি পারি। চোকির পালটে ওর গোণা-গুষ্টিরি জাহান্নমে পেটিয়ে খুড়িলাপ খাতি পারি। হাজার জোয়ান মোর পাছে, তোমার লেগে হরদম্ মজুত্। তুমি গরিবির বাপ দাদা কত্তা! তোমার কি ডর?

বুলা। ডর্ করতে হয় বই কি বাবা রোস্তম! কুমীরের সঙ্গে বাদ ক'রে জলে বাস করা বিড়ম্বনা বই আর কি ব'লতে পারি। হয় ওকে জল ছাড়্‌তে হবে, না হয় আমাকে ডেঙ্গাতে পালাতে হবে। সব গাঁ হ'তেই অত্যাচারের খবরাখবর পাচ্চি, নতুন নতুন নায়েব পাঠাচ্ছে, এক এক বেটা যেন মূর্ত্তিমান্ যমদূত, প্রজার রক্ত শোষণের ঠিক্ ব্যবস্থা ক'রছে। এ রাজধানীতেও যথেষ্ট উপদ্রব চ'লছে যত সব অকর্ম্মার দল, কলিঙ্গ থেকে এসে জুটেছে—রাজা সদাশিব সংসারের কোন খবর রাখেন না,—তারা যা কোচ্চে তাই হোচ্চে। আর ভাঁড়ুদত্ত হ'য়েছে তাদের সর্দ্দার, দাওয়ানীতে সর্দ্দারিটা চোল্‌ছে খুব। টাকাটা সাঁকেব করাতে ফেলে আস্‌তে যেতে কাটছে।

রোস্তম। অত্যিচার তো ক'র্‌তিছে কত্তা? টাকাওতো লুট্‌তিছে

এদিকে তুমিও সইতেছ দেখ্‌ছি। কিছু কর্‌বাও না, কত্তি দেবাও না ; এ সমিস্তিডে মুই সমজাতি নারলাম।

বুলান। ওরে বাবা! এর পর বুঝ্‌তে পারবি, আমার মত বয়েস পা, আমার মত সংসারসাগরের ঝড়ঝাঁটি সইতে শেখ, দুঃখ দারিদ্র ভোগ করতে জান, শোক তাপ স'য়ে স'য়ে পাষাণ হ'য়ে যা, তবে আমার মত সকল দিক্ বুঝে সাবধানে কার্য্য ক'রতে শিখ্‌বি।

রোস্তম। তবে কি বোঝব' কত্তা, ঐ পাগলা এঁড়েটার রশি তুমি আরও ঢিল দিয়ে দ্যাখ্‌বা? অত্যিচারটা আরও পেকিয়ে তুল্‌তি দেবা? ও গাই বাছুর ধোরে আগে টান দেবে, লাঙ্গল ব্যাচ্‌পে, গরু ব্যাচ্‌পে, গোলার ধান লুটিয়ে দেবে, তারপর লাঠির চোটে মরদগার মাথা ফেটিয়ে চোখির সাম্‌নে জরু ছাওয়ালরে বেইজ্যত করবে, এই গুলো না ঘট্‌লেই আর তোমার চ্যাতন হ'চ্ছে না, কেমন কত্তা, এই তো বুঝি না কি?

বুলান। তা নয়রে বাবা! তা নয়, এতো বড় পুণ্যবান্ রাজা, দেখ্‌ছি ওঁর পুণ্যের তেজে পাতকীকে আপ্‌নাআপ্‌নি পালাতে হয় কি না? ভাণ্ডার লুটছে, মাথার ওপর ধর্ম্ম, রাজ্যের বুকে চণ্ডীর আসন, গুটীপোকা একদিন আপ-নার জালে আপনি বাঁধা পোড়বেন। রোস্তম! আমি শুধু সেই দিনের প্রতীক্ষায় চুপ্ করে বসে আছি।

বোস্তম। ক্যাবল তা না কত্তা! মুই এর একটা হদিস্ বার করেছি, তুমি আর এহনে সোজায় হ্যাঙ্গামা কোত্তি চাও না, দুকথা জোরে কতি গেলে তোমার রা হরে যায়,

নিজির জেদ্ বজায় কোত্তি এগোনের মত মামলা কোত্তি কি দরবারে লড়াই কোত্তি তোমার আর মন সরে না। মুই এর অণ্ডেরা পেয়েছি কর্ত্তা, গোসা হোও না, তোমার ঐ দিবেরাত্তির ধম্ ধম্ করে ছুটে বেড়ানো টা।

বুলান। রোস্তম! তুই ঠিক্ বলছিস্ বাবা! আর এই সংসারের মিছে কাজের জন্যে মিছে হ্যাঙ্গামা কত্তে প্রবৃত্তি হয় না। এখন আর এক পথের পথিক হ'তে সাধ হয়েছে, সে পথ দিয়ে যেতে হলে—পৃথিবীর যত কিছু কাজ, সমাজের যত কিছু বিধি, কাঁটা খোঁচার মত পায়ে বিঁধে, পাশ কাটিয়ে যেতে পারাই সমজ্দারের কাজ। সাতসাত্টী উপযুক্ত ছেলে আমার, আমাকে তো তারা এ কার্য্য থেকে এই জগতের ঘানিগাছ থেকে ঘাড়ের জোয়াল্ খুলে নে এক রকম অবসর দিয়েছে, তবে যতদিন বাঁচবো সংসারে থাক্‌বো, দুঃখীর অশ্রুজল, পীড়িতের কাতরতা, আতুরের যাতনা, পাপীর অনুতাপ, অভাগার হাহুতাশ, এ সব দেখে নিশ্চিন্ত থাক্‌ব না! ভগবান্ যত দিন এ দুর্ব্বল দেহে বিন্দুমাত্রও শোণিত রাখ্‌বেন, ততদিন সেই শেষ বিন্দু দিয়েও যতটুকু উপকার কত্তে পারবো করবো। অত্যাচার প্রবল হ'লে, আমি কি রোস্তম নিশ্চিন্ত থাক্‌ব?

(শিবার প্রবেশ।)

শিবা। যোড়ল দাদা! তোমার সাধনা এখনও ঠাকুরবাড়ী যাইনি তো?

বুলান। না, কেন ভাই শিবু?

শিবা। কারণ আছে দাদা! কারণ আছে, চল বাড়ীর ভেতর উঠে চল বলি। কথাটা দাদা তোমার গোপনীয়।

[সকলের বাড়ীর ভিতরে প্রস্থান।

(ধূমকেতুর সহিত দুঃশীলার প্রবেশ।)

ধূম। (প্রবেশ করিতে করিতে।) হাঁ্যা দিদি! তার হাতে লোয়ার সিন্দুকের চাবি, সে যাকে দেবে সেই পাবে। বোনাই বাবুকে শুদ্ধ তার হাত দিয়ে টাকা নিতে হয়, অমনি নয়! পোদ্দার মশায়ের মান্ কত?

দুঃশী। লাক্ টাকা আন্‌বে তো?

ধূম। আন্‌বে বৈ কি দিদি। আন্‌বে না? না হ'লে এদিকেও যে না,—জানে না? ঐ. ঐ মন্দিরের ভেতর গিয়ে তুই একটু ব'স্, এল বলে।

[দুঃশীলার মন্দির মধ্যে গমন।

(বাড়ীর মধ্য হইতে শিবার প্রবেশ।)

শিবা। এয়েছিস্? এনেছিস্?

ধূম। আনিনি? ঐ ভাঙ্গা মন্দিরে এনে মাল মজুত করেছি। মরদ্ কি বাত্, হাতি কি দাঁত, আমি বাবা আমার কথা রাখলুম্, এখন তোমার কথা রাখ।

শিবা। দাঁড়া! আগে মুরারী এসে ওকে নিয়ে যাক্, তারপর দাদার মতলব তো শুনেছিস্? সেটার নিষ্পত্তি হ'ক্ তারপর তোর জিনিষ তোরই আছে।

ধূম। হাঁ্যা দাদা! বোনাই বাবু শালাকে না ঠকাতে পাল্লে তার গ্রাস্ থেকে আজ্ পাওয়া দুষ্কর। শুনেছি সব

লোকজন চারপাশে লুকিয়ে রেখে সেজেগুজে আস্‌বে, ঠাকুরবাড়ী যেতে পা বাড়ালেই সাধনাকে লুফে নিয়ে চ'লে যাবে।

শিবা। দাদাকে তুই সে কথা ব'লেছিস্‌তো ?

ধুম। তা বলিনি ? বলিচি, রাজী হয়েছে, আমার সঙ্গে এসে এই মন্দিরে লুকিয়ে থাক্‌বে, আমি বাইরে থাক্‌ব; সাধনা বেরুলেই আমি ওকে ব'লে লোকজনকে নিয়ে খবর দোব, তারা ধোরেনে যাবে, উনি শেষে গিয়ে মজা মারবেন, এই মতলব আঁটা হ'য়েছে।

শিবা। তা বেড়ে হ'য়েছে, শেকল টেনে দিয়ে তোতে আমাতে যেমন কথা আছে তুই শেষ নিয়ে সরে প'ড়বি। এখন যা, আমি মুরারীকে-দিয়ে এদিক্ কাবার করি, তুই দাদাকে এগিয়ে আন্‌তে যা।

[ধুমকেতুর প্রস্থান।

শিবা। (স্বগতঃ) যা শালা যা! আমি আজ্ এক ইটে দুই পাখী মারবো।

(মুরারী পোদ্দারের প্রবেশ।)

মুরা। ঠিক হে ইয়ার। ব'লে এলে'তো, এখন লুকুই কোথা ? আমি কি বাবা এ সব কাজ ক'ত্তে পারি ? গেরস্তর মেয়েটাকে লেটেল দিয়ে ধ'রে আনা ? ভাঁড়ুদত্তর মত-লবেই তো এইটে ঘটল, শেষ দেখি সঙ্গে না এলে নৌরাণী মা রাগ করবেন, কাজেই আস্‌তে হ'ল, এখন কর্ ভাই, আমায় পরিত্রাণ কর্, কোথাও লুকিয়ে চুরিয়ে রাখ, ওদের কাজ হ'য়ে গেলে, শেষে দলে গিয়ে মিস্‌ব।

শিবা। তোমার জন্যে ইয়ার জায়গা তো ঠিক্ ক'রে রেখেছি, ঐ ভাঙ্গা মন্দির দেখ্‌চ, ওরির ভেতর সেঁধিয়ে থাক, জনপ্রাণীতেও সাড়া পাবে না।

মুরা। আঃ, বাচালি ইয়াব! বেশ যায়গা!

শিবা। শিগ্যির যাও, শিগ্যির যাও! লোক জন নে দাদা এসে পোড়্‌লো।

[মুরারীর মন্দির মধ্যে গমন।

রোস্তম মিয়া।

(বাটীর মধ্য হইতে রোস্তমের প্রবেশ।)

এই ডান দিকের কোনে একদল, আর বাঁদিকের কোনে একদল। তুমি পাঁচ সাত জন নিয়ে তাড়া দিলে সব বেটা ভোজপুরে ছুটে পালাবে। তুমি যাও, আর দেখি ক'রো না, মোড়ল দাদার মান বাঁচাও।

রোস্তম। তা হবে এহনে কত্তা! কও তো মুই এদের সাথে ক'বে অমনি অমনি গাঁয়ে চলে যাব। মোর স্যালাম্‌ডা দিও।

[রোস্তমের প্রস্থান।

শিবা। এই যে শালা ছুটে আস্‌ছে।

(ধুমকেতুর বেগে প্রবেশ।)

ধুম। দিদি আর পোদ্দার্ চোলে গেছে তো?

শিবা। হ্যাঁ হ্যাঁ! এই মাঠের এই দিক্ দিয়ে—

ধুম। বোনাই বাবু আস্‌ছে! আমি তবে নিয়ে আসি—

শিবা। (স্বগত) এইবারে রং বাধ্‌ল, আমি একটু গাছের আড়ালে গাঢাকা হই।

[বেগে পুনঃ প্রস্থান।

(বৃক্ষান্তরালে অবস্থান ও ধুমকেতুর সহিত ভাঁড়ুদত্তের প্রবেশ।)

ধুম। এই যে, এই মন্দিরে তুমি ঢোকনা বোনাই বাবু! আমি দোরের পাশে দাঁড়িয়ে চৌকী দিই। যেমন বেরুবে, অমনি ছুট্টে গিয়ে খবর দোব।

ভাঁড়ু। দেখিস্! যেমন তাল ফাঁক দিস্‌নি!

(ভাঁড়ুর মন্দির মধ্যে প্রবেশ।)

শিবা। (বৃক্ষান্তরাল হইতে বাহির হইয়া।) দে শালা দে, শিক্‌লি এঁটে দে!

ধুম। তা আর ব'ল্‌তে। (মন্দিরের দ্বারের শিক্‌লি বাহির হইতে আঁটিয়া দেওন।)

শিবা। এইবার আসুন, আমি ততক্ষণ লেংড়া বেটাকে ধরি। (ধুমোকে ধারণ।)

ধুম। এ কেন দাদা?

শিবা। চোপ্ শালা।

(বুলানের দ্বার হইতে প্রবেশ।)

(নেপথ্যে লোকজনের পরিত্রাহি চীৎকার ও দাঙ্গা হেঙ্গামার কলরব।)

বুলান। ওকি শব্দ ভাই?

শিবা। রোস্তম মিয়া একধার থেকে সব ব্যাটাকে দোরস্ত ক'রে খেদাচ্চে তারির শব্দ, ওদিকে তুমি কাণ দিও না দাদা। এদিকে তোমার সিংভাঙ্গা ষাঁড়কে দেখো। (ধুমোর প্রতি।) খোল শালা, শিকল খোল।

ধুম। একি ভাই শিবা।

শিবা। চোপ্ শালা। ফের্?

(ধুমো কর্ত্তৃক শিকল খুলন ও দুঃশীলার প্রবেশ ও প্রস্থানোদ্‌যোগ।)

যাও কোথা? দাঁড়াও ঐ খানে, ইনি দাদা আমার ভাঁড়ু দাদার দ্বিতীয় পক্ষের পুণ্যি! লাক্ টাকার লোভে পোদ্দারকে জাত দিচ্ছিলেন। এই শালা ভাই এর ঘটক, পোদ্দার বেচারি এর কিছু জানে না, আমার কথাতে এসেছে, ওহে ইয়ার! বেরিয়ে এসনা।

(মুরারীর প্রবেশ।)

মুরা। হ্যাঁ হে ইয়ার! এক হ্যাপা থেকে বাঁচাতে গিয়ে আর এক হ্যাপাতে ফেলে দিচ্ছেলে, এটা কি উচিত? হ্যাগো মোড়ল মশায়?

শিবা। তা হোক্। একটু পাপে তো ছিলে? তা সে কথায় আর কাজ কি? এখন তোমার গায়ে তো আঁচও লাগ্‌লো না, অথচ ইয়ারের একটু কাজ হ'ল। এখন যাও, সোরে পড়, দাদাকে একবার টেনে বার করি।

মুরা। আচ্ছা ইয়ার! একবার দেখা কবিস, সমিস্যেটা বড় বোঝা গেল না।

[প্রস্থান।

শিবা। ডাক্ শালা তোর বোনাই বাবাকে ডাক্। গলায় কাপড় দে টেনে নিয়ে আয়। মেয়ে বার ক'ত্তে এয়েছে জানে না? লুকিয়ে থাক্‌লে কি যমে ছাড়্‌বে?

ধুম। বোনাই বাবু বেরিয়ে এসো, না হোলে গলায় কাপড় দে টেনে আন্‌তে ব'ল্‌ছে।

(অবনত মস্তকে ভঁাড়ুর প্রবেশ।)

শিবা। দাদা বুঝলে? পরের কুলে দাগা দিতে এয়েছিলে, এখন নিজের সাম্‌লাতে পার্‌লে কি? নষ্ট মেগের ভাতার ভিখারী হ'লেও যা আর দেওয়ান হ'লেও তা। বিশেষ বুড়ো বয়সের মাগ। আহা! দাঁড়িয়ে আছেন দেখো, যেন ভাজা মাছটী উল্‌টে খেতেও জানেন না। মোড়ল দাদা! ঘরে যার এই, সে যে মহা অনাচারী হবে তার আর অসম্ভব কি?

বুলান। দত্তজা, ছিঃ! তোমায় আর ব'ল্‌বো কি? ছিঃ!! যে জন্যে এয়েছিলে, তাতে আর তোমায় ব'ল্‌বো কি? ছিঃ!!!

শিবা। তবে আর কি? এখন যাও! ঐ কুলের ধ্বজা কাঁদে ক'রে ঘরে ফেরো। আর এই কুকুরের কুকুর তস্য কুকুর বহিনকা ভাই শালাকে পুষ্যিপুত্র নিয়ে ঘরকন্না করগে! সত্যি মাগ ছেলে আর ভাইভগ্‌নিরা ভেসে যাক্। যাও—যাও না! আর লজ্জা কেন? এগোও! আমায় আবার পেছনে পেছনে ঢাক বাজাতে বাজাতে যেতে হবে তো?

[দুঃশীলা, ভঁাড়ুর ও ধুমকেতুর প্রস্থান।

বুলান। শিবু ভাই! তুই আজ্ আমায় কিনে রাখ্‌লি; তোর ঋণ এ জন্মে পরিশোধ ক'র্ত্তে পারব না।

শিবা। এ জন্মেই পার্‌বে দাদা! দেখে শুনে এই আইবুড়ো শিবার একটা বে দিয়ে দিলেই পার্‌বে! আমি যারই উপকার করি না কেন, তোমায় দাদা সত্যি ব'ল্‌তে কি

বিয়ের লোভেই করি। এখন আমি—সহরময় না রাষ্ট্র ক'ল্লে তো আমার ঘুম হবে না।

[প্রস্থান।

(বাটীর ভিতর হইতে গাইতে গাইতে সাধনার প্রবেশ।)

গীত।

হেথা সবাই কেন কাঁদায় মা আমায়।
অপরাধী নহিত কখনও কারু পায় ॥
ব্যথা কভু দিইনি কারেও,
কভু কারো যাইনি ধারেও,
আছি স'রে—আপনি লুকায়ে আপনায়,
কেউ কাঁদালে কাঁদি'ত—তারও শুভ কামনায় ॥

বু। আর কাঁদিস্‌নি মা!—আর কাঁদিস্‌নি! আমার প্রাণ থাক্‌তে পাপের নিঃশ্বাস তোর গায়ে লাগতে দে'ব না। আমার মাথা এখনও খাড়া আছে—আমি এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছি—আমার ডানার নীচে তুমি—তোমার ভয় কি মা?

সা। ভয় নয় তো বাবা! আমি ভয়েতে ত কাঁদ্‌ছিনে! ওরা মানুষ—আমার মায়ের সব ছেলেপুলে—ওরা ভাল হ'লে আমার সুখ হয়,—আমি যেমন ভালবাসি আমায় তেমনি ভালবাস্‌লে আহ্লাদ হয়। তা না, যার বাছা আমি—আমাকে ভয় দেখাচ্চে! মা হয়ত ওদের ওপর রাগ করবেন—ওদের হয়ত কত হানি হবে! বাবা!

সেই দুঃখেই আমাব কান্না পাচ্চে! আমি কাঁদচি আর মনে মনে বল্‌চি—মা! পাতকী তরাও! মা! পাতকী তরাও! চোবাব মত পাপের বুকে কেঁচা মেরে এ পৃথিবী থেকে পাপ উঠিয়ে দেও। সোণার পৃথিবী সোণার হ'ক, তোমার মত সোণার প্রতিমা বুকে রাখবার যোগ্য হ'ক, অমৃত-ধারায় ধুইয়ে দিয়ে—সোণার সত্যযুগ এনে দেও!

বু। মা! তুই মানবী ন'স্—তুই দেবী। তুই বালিকা—কিন্তু ক্রুদ্ধ কেশরী তোর কাছে অবনত! আজকের এ ঘটনায় আমার উন্মত্ততা এসেছিল—সংসার রঙ্গক্ষেত্রে আর এক অঙ্ক অভিনয়ের বাসনা জন্মেছিল! অত্যাচার দমন ক'র্ত্তে রক্তপাতের কল্পনা পর্য্যন্ত এসে সুমুখে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু তুই মা—আমার এ বৃদ্ধবয়সে মোক্ষপথ যাত্রীর সাথী! প্রতিপদে পদস্খলনে মোহান্ধ পিতার তুই যে মা যষ্ঠিস্বরূপা, তোতে ভর ক'রে আবার প্রকৃতিস্থ হলেম, সংসার কোলাহল সন্তানেরা করুক, তাদের বাহুবলে অত্যাচারী অনাচারীর দমন হ'ক। পাপীর পতনে পাতকের শান্তি হ'ক।

মা। কিন্তু বাবা! পাপীর পতনে পাপের শান্তি হ'লে, আমাদের এক মায়ের ছেলে, আপনার ভাই বহিন পাপী বেচারীরা যে ভেসে যায়! তারা কেন ভাল হ'ক না! আমি ত মায়ের কাছে কোন কামনা করিনি—যদি তাদের ভাল হয়, তাবা বলুক—আর নাই বলুক, আমি রোজ দিবা রাত্তিব মার কাছে ধন্না দিতে পারি—কেঁদে গড়াগড়ি

দিতে পারি,—আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণটুকু দিলে যদি হয় আপন ইচ্ছায় তাও দিতে পারি।

(সিদ্ধিনাথের প্রবেশ।)

বু। আজ বাবা! আপনার কিছু বিলম্ব হ'য়েছে—আমি রিপুর পুরীতে বাস করি—সাধনা আমার সম্বল—রিপুর লক্ষ্য আমার ঐটির উপর! উটিকে যেন না হারাই—এইটিই ক'র বাবা! তোমার হাতে দিয়ে—তোমার সাথে পাঠিয়ে—মায়ের মেয়ে—মার চরণে সঁপে রোজ নিশ্চিন্ত থাকি, যতদিন বাঁচি—ততদিন তাই যেন থাক্‌তে পাই!

সি। আপনার সুপবিত্রা সাধনা, এমন পুণ্যময়ী ধর্ম্মগঠিত কন্যা-রত্নের উজ্জ্বল প্রভায় রিপুর পাপদেহ কতক্ষণ থাক্‌তে পারে? মুহূর্ত্তের মধ্যে ভস্মীভূত হ'য়ে যায়! পাপের চিহ্ন মাত্র থাকে না! পাপীদমন আমার কার্য্য—অন্ধকার রাত্রে আমার ত্রিশূল—অগ্নিময় হ'য়ে পাপ দগ্ধ করে; সূর্য্যালোকে—প্রকাশ্য দিবায়—পাপীর চক্ষে মুকুরের ন্যায় হ'য়ে পাপের প্রতিবিম্ব দেখায়! চণ্ডীর রাজ্য—পাপের নয়! চণ্ডীর সাধনা—পাপীর নয়! সাধনা স্বর্গের সোপান! আপনার ভয় কি? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

সা। আমি যাই বাবা! মার কাছে খুব কেঁদে আসি।

বু। চল মা! আমিও যাই! আজ জাতের দিন,—মা আজ দিবারাত জাগ্রত! রাজদর্শনও হবে, মার কাছে কেঁদে আসাও হবে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

(আলোকমালায় সজ্জিত চণ্ডীমন্দিরের পুরোভাগ।)

(মন্দিরোপরি সোমাই ওঝা ও কালকেতু আসীন)

এবং

নিম্নে ভাঁড়ুদত্ত, ধূমকেতু, মুরারী ও অষ্টকুমারী উপস্থিত।

ভাঁ। তা আপনি যে রকম আদেশ করবেন তাই হবে।

কাল। আঃ! বাঁচাও দেওয়ান্‌জী!—বাঁচাও! সই ফই যা ক'ত্তে হয় তুমি ক'র।

সো। তা তোমারগে—তা তোমারগে সবই হ'লে চ'লবে কেন?

মু। তা বৈ কি? পাকা পাকা সই সাবুদ—চাকরে চলে কি?

ভাঁ। কেন চল্‌বে না? কলিঙ্গের পোনেরো আনা সই আমরাই কত্তুম, ওঁকে সব সময় ব্যস্ত কর্‌লে চল্‌বে কেন? উনি রাজা মানুষ—পূজাআর্চ্চা করবেন, না দিবারাত্তির এরির পেছনে লেগে থাক্‌বেন? তা ও'ত হ'ল! এখন হুজুরকে আমার আর একটী আবেদন শুনতে হবে! এই যে আপনি এখানে ব'সে থাকেন, যার ইচ্ছে সে এসে সকল সময় আপনাকে বিরক্ত করে, সেটা দেখতে পারি না। বিশেষ রাজারাজড়াদের সে রকম চাল নয়! কারুব কোন কথা থাকে—কাজ থাকে—কর্ম্মচারিদের কাছে যাক্, এইটী আপনি হুকুম ক'রে দিন, তা হ'লে আর

কোন গোল থাক্‌বে না, আপনাকেও আর বিরক্ত হ'তে হবে না।

কাল্। বেস্ ব'লেছ তুমি। চাকর বাকরদের হুকুম দিয়ে দাও, আমার কাছে কেউ না আসে।

ভঁা। ওরে শুন্‌ছিস্ তো সব? রাজার হুকুম তামিল না হ'লে আমি এক এক ব্যাটাকে ধ'রবো—আর শূলে দোব!

মু। কর্ম্মচারীরাও কেউ আস্‌তে পাবে না?

ভঁা। তা অবিশ্যি কালে ভদ্রে আস্‌তে পার্‌বে। কিন্তু তাও ছোট কাউকে আস্‌তে হ'লে তার বড়কে জানান দিয়ে আস্‌তে হবে! কেমন হুজুর? ঠাকুর দেখ্‌তে কেউ আস? নাটমন্দিরের ওধার থেকে দর্শন ক'রে চ'লে যাও!

সো। তা ব'লে তোমারগে হপ্তায় হপ্তায় এই জাতের দিন অত ক'টকিনে ক'ল্যে কি ভাল দেখায়?

কাল্। তুমি জ্যাঠামশায় থামোত! ও ব্যক্তি আমার হিত ক'চ্চে, মার্ পূজোয় যাতে মগ্ন হ'য়ে থাক্‌তে পারি—তারির উপায় ক'চ্চে! তুমি পুরোহিত, তোমার এতে বাধা দেওয়া কি ভাল? আমার এ সব জঞ্জাল যত পরিষ্কার হয়, ততই আমি এগুতে পারি!

ভঁা। আজ্ঞে তা বই কি হুজুর! বিশেষ এই যে এক মাসের কথা বলছিলেন—এ মাসটাতে যাতে আপনাকে কেউ বিরক্ত ক'ত্তে না পারে—আমি তারও উপায় ক'চ্চি!

কাল্। এক মাস তো আমার চাইই—জনপ্রাণী আস্‌তে পাবে না! আমি একাসনে মায়ের পা দুখানি কোলে ক'রে ব'সে থাক্‌বো!

ভাঁ। অবিশ্যি থাক্‌বেন্—আমি তার ঠিক ব্যবস্থা ক'রে দেব! আরও একটি কথা হুজুরকে ব'লে যাই। এই সব কারণে অনেকে আমার শত্রুতা করবে—সুযোগ পেলেই আপনার কাছে কোন গতিকে আমায় অত্যাচারী, অনাচারী ব'লে রটাবে—সে গুলোতে আপনি বড় একটা কাণ দেবেন না!

কাল। কাণ দোব? তাদের লাঠী ঠেঙ্গা নিয়ে তাড়া ক'র্‌বো।

ভাঁ। যে-আজ্ঞে হুজুর! তবে আসি? এস মুরারি! কাগজের তোব্‌ড়াটা ঐ আমার ধূমকেতুর হাতে দাও!

[ভাঁড়্, মুরারী ও ধূমকেতুর প্রস্থান।

কাল। এ একমাস আমি এখান থেকে কিছুতেই নড়্‌বো না—তা তোমার রাজ্য উড়েই যাক্—আর পুড়েই যাক্!

(সিদ্ধিনাথের সঙ্গে বুলানের প্রবেশ।)

কালু। কেও? সিদ্ধিনাথ! তুমি আস্‌তে আস্‌তে আসনা? ব্যাপার কি? সঙ্গে কে?

সি। একটু আস্তে আস্তে এসেছি বটে, কিন্তু এসেছি থাক্‌তে পারিনি তো? সঙ্গে আপনার রাজ্যের মণ্ডল রাজদর্শনে এসেছেন।

কাল্। ভাল, দেখাতো হ'য়েছে? কিছু বলবার থাকে তো আমার দেওয়ানের কাছে-গে বলুন্।

বু। মহারাজ আমায় যে পদে রেখেছেন—এ পদে দেওয়ানের কাছে আমি জবাবদিহী নই, আমি আপনার প্রজার প্রতিভূ,—শত সহস্র সন্তানের প্রতিনিধি! আপনি

পিতা—তাদের জ্বালা যন্ত্রণা তাদের সুখ দুঃখ তাদের হর্ষ বিষাদ নিজের ক'রে নিয়ে আপনাকে জানানোই আমার কাজ। আমার কথা আপনাকে শুন্‌তে হবে,—আমার কান্না আপনাকে মুছাতে হবে—আমার জ্বালা আপনাকে জুড়ুতে হবে।

কাল্। ওগো বাবু! আমার সময় নেই! আমার মাকে ছেড়ে যতক্ষণ থাকি—ততক্ষণই আমার বৃথায় যায়! আমার মার কথা ভিন্ন যে কথা শুনি—সে কথা আমার কাণে পৌঁছায় না! আমার মা নিয়ে আমি থাকি, তোমরা বাবু ভাগাভাগি ক'রে পাঁচ জনে রাজ্য করগে! আমাকে আর জড়াতে এসো না।

সো। তবু মোড়ল মশাই কি বল্‌তে এয়েছে, মানিমানুষটো তোমারগে—কি-ব'লতে এয়েছে শোনই না!

কাল্। জ্যাঠামশায়! তোমার পায়ে পড়ি—আমার কাজে আর বাধা দিও না। শিগ্যির শিগ্যির আমায় পরিত্রাণ কর! আমার মাকে ডাকা ব'য়ে যাচ্চে।

বু। মহারাজ! ডাকুন! আমরাও প্রাণ ভ'রে ডেকে যাই—উনিই আমাদের নিস্তার ক'রবেন!

[প্রতিমা প্রণাম ও প্রস্থান।

সো। মণ্ডলমশাই তোমারগে একটু দুঃখিত হ'য়ে গেল্লেন! যেন কিছু কথা ছিল তোমারগে ব'ল্‌তে পেলেন্ না।

কাল। তুমি জ্যাঠা থামতো—আমার মার কাজে আর বাধা দিও না।

সো। ওরে বাবা—বাধাই যদি দেব—তা'হলে আর এত দিন

ধরে তোকে তন্ত্র মন্ত্র অষ্টাঙ্গযোগাদি শিক্ষা দিয়ে—তোমারগে বৈরাগ্য উপদেশ দেব কেন? ওটা কি জান বাবা—সংসারি লোকে বোঝে না ব'লে—তোমারগে তাদের কাছে তাদের মতন কইতে হয়—তা না হ'লে তুমি যে পথে চ'লেছ—তোমারগে এই পথই ঠিক—এ তুমিও জান—আমিও জানি, আর তোমারগে ওই মা বেটিত জানেই।

(বিমলার মাতার প্রবেশ।)

বি। ওগো ওগো! সইরাণী আপ্‌নাআপ্‌নি পাল্‌কী ক'রে এয়েছেন!

কাল্। সেকি! এই রাত্তিরে এখানে পর্য্যন্ত তাড়া ক'রে আসা কেন? হ্যাঁগো জ্যাঠা! একি? মিছি মিছি সময়টা যাবে দেখ্‌চি!

(ফুল্লরার প্রবেশ।)

ফু। আমি এয়েছি!

কাল্। তাতো দেখ্‌তে পাচ্ছি! না এলেও হ'ত।

ফু। না এলেও হ'তো? এই কি তোমার কথা হ'ল? আমি তোমার এই কথা শোন্‌বার জন্যে কি এতদূর এলেম? এত দিন এত জ্বালা স'য়ে তোমার কাছে এক দণ্ডের তরে জুড়ুতে এলেম, তুমি এই তাচ্ছল্যের কথা ক'য়ে কি তার প্রতিফল দিলে? ঘৃণার হাসি হেসে—বিদ্রূপের চাউনি চেয়ে—আমায় এই সমাদর ক'লো? ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ! অভাগিনী আমি, এমন কপাল নিয়েও ভারতে এয়েছিলেম, একদিনের তরেও সোয়াস্তি পেলেম না!

প্রথম জীবনে অন্নের জন্যে লালায়িত, একদিন পেয়েছিত' তিনদিন পাইনি। তারপর এখন সহস্রের অন্ন সংস্থান আমার হাতে, আজ আমি পতির সোহাগের জন্যে যে কাঙ্গালিনী সেই কাঙ্গালিনী। দেখ, স্ত্রীলোকের সকলে পর হ'তে পারে, মা বল, ভাই বোন্ বল, শ্বশুর শ্বাশুড়ী বল, সকলেই একদিন না একদিন পর হ'তে পারে, কিন্তু যে স্বামী জীবন মরণের সাথী, ইহকাল পরকালের অবলম্বন, পাপ পুণ্যের সমভাগী, আজ সেই স্বামী তুমি আমার পরের চেয়েও পর হলে? এ দুঃখ কি আমার রাখ্‌বার জায়গা আছে? এ জ্বালা কি আমার মেটাবার স্থান আছে, এ যন্ত্রণা কি আমার জুড়াবার উপায় আছে?

কাল্। বলি, স্বামী ত' তোমার মরেনি? আজ না হয় কাল্, কাল্ না হয় পরশু পাবেত'? আছে ত'?

ফু। কৈ আছে? এ থাকা যে না থাকার সমান। আমি কত আশা ক'রেছিলেম, মনে মনে কত কল্পনা ক'রেছিলেম, তা হ'ল কই, ক'ত্তে দিলে কই? অর্থ পেলে, রাজ্য নিলে, লক্ষ প্রাণীর আশা ভরসা স্থল হ'লে। মনে ছিল জীবনে বড় যাতনা পেয়েছি, বড় কষ্ট পেয়েছি, যাতনা কারুর আর রাখ্‌বোনা, কষ্ট কারুর আর দেখব না, দুজনে গিয়ে যেখানে যার দুঃখ দেখব তার দুঃখ ঘোচাব' যাতনার দায়ে যার চক্ষে শতধারা বইবে তার সে চোক্ষের জল মোছাব, তা তুমি আমায় ক'ত্তে দিলে কই? সকলই উলটে দিলে! সিংহাসন পেয়ে সকল ভুলে গেলে, নিজেকে নিজে ভুল্‌লে! শেষ চিরসঙ্গিনী সুখের সুখিনী

দুঃখের দুঃখিনী আমি, আমাকে শুদ্ধ ভুলে গেলে? পায়ের তলে পোড়ে প্রাণের দায় আমি এসে কাঁদচি একবার আমার দিকে চেয়েও দেখ্‌চ'না!

কাল্‌। এঃ! কাঁদুনী যে ক্রমে বাড়্‌তেই লাগ্‌ল'।

ফু। হাঃ পোড়া কপাল! এ কান্না টুকুও তোমার সইল' না? আর কাঁদব'না! এ জ্বালার কথা আর তোমার কাছে ব'লতে আসব' না! বুকের ব্যাথা বুকে রেখে নির্জ্জনে গিয়ে কাঁদিগে! তুমি সুখে থাক, সুখে থাক, সুখে থাক।

[বিমলার মার সহিত ফুল্লরার প্রস্থান।

কাল্‌। আঃ বাঁচ্‌লুম্‌! সুখেত' থাক্‌ব'ই বটে, মার নাম করি আর সুখে থাকি। কেমন সিদ্ধিনাথ।

(কালকেতুর গীত।)

কালকেতু। (ওরে) মা-বৈ-যে আর আমরা কারু নই।
মা-বৈ-ভবে-কেউ না কয় মা-ভৈঃ॥

সাধনা ও কুমারীগণ। মায়ের পায়ে দোষ করি যত,
মায়ের মায়া-দেখ্‌তে পাই তত,
(মায়ের) মুখভরা রাগ বুকভরা প্রেম ওই।

কালকেতু। মা-যে- মিষ্ট মুখে, শিষ্টে ভাষে,
দুষ্টে তোষে ইষ্ট কথা কই॥ (কহি)

পটক্ষেপণ।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গুজ্‌রাট রাজ-অন্তঃপুর।

(বিমলার মাতা ও ফুল্লরার প্রবেশ।)

ফু। যদি না আসেন ?

বি-মা। আস্‌বেন্ না কি ? আমরা এতো ক'রে র'চ্চি দিন গুণে গুণে—এক দিন নয়, দু দিন নয়, পুরোপুরি একটা মাস কাটালুম্—তার পর মন্দির থেকে বেরুবার পর দিন অত হাতে পায়ে ধ'রে এলুম্—এততেও যদি না আসেন, তা হ'লে তোমায় আর জলে ডুবতেও ধ'রে রাখ্‌ব না, গলায় দড়ি দিতেও বারণ ক'রব না।

ফু। সই! এত সাধনাতেও যদি না আসেন, এবারও যদি আশা ভঙ্গ হয়, তা হ'লে তো ম'রেও সুখ পাব না! এ প্রাণের পিপাসা না মিট্‌লে পরলোকে গিয়েও তো ত্রাণ পাব না? এ নরকের চেয়ে সে নরকের জ্বালা যে ঢের বেশী, সেখানে যে আরও ছট্‌ফট্ ক'ত্তে হবে।

বি-মা। বালাই! নরকে যাবে কেন সই? তুমি অত ভয় পাচ্ছ কেন? সে ছুঁড়ি কি এই এক মাসের ভেতর পরের ধন একেবারে ভুলিয়ে নেবে? থাকুক্ না একমাস—এক

সঙ্গে—এক মন্দিরের ভেতর! সেখানে তো আর একলা ছিল না? আর একটা বাঘছাল পরা ছোঁড়াও ছিল! আর বিশেষ এত্ত তন্তর মোন্তর—বশ করার জন্যে এতো ছিটে ফোঁটা—সবই কি আমাদের শিখে হবে? তাতে আবার আজ বড্ডো উজ্জোচ্চ, নিজে হাতে রেঁধে স্বোয়ামীকে খাইয়ে তার পাতে পেরসাদ পাবে, এটাও তো তাঁকে বিবেচনা ক'ত্তে হবে?

ফু। তা যেন ক'ল্লেন, এলেনও,—তারপর চ'লে গিয়েই যদি পর হন্, তা হ'লে কি হবে?

বি-মা। তা আর হ'তে হব না! এমন ক'রে নেয়েধুয়ে, এই কাঁচা সোণার রং কাঁচা সোণায় মুড়ে, এই মেঘের মত কালো ঢেউ খেলানো চুলের রাশ্ এলিয়ে, এই হরিণের মত টানা টানা ভাসা ভাসা চক্ষু দুটীতে চেয়ে, বড় বড় গজমুক্তোর মত দুচার ফোঁটা জল ফেল্লে, কত মুনিঋষির মাথা ঘুরে যায়, কত পর এসে পায়ে ধ'রে আপ্নার হয়;—আর তিনি স্বোয়ামী, মাথার মণি, আপ্নার চেয়েও আপনার, তিনি কি না ম'জে থাক্তে পারবেন্?

(সোমাই ওঝার প্রবেশ।)

সো। তা মা! তোমার গে সব ঠিক্ হ'য়েছে, ইনি আস্চেন্—

ফু। আস্চেন্? আঃ!—বুক্ থেকে যেন একখানা পাষাণ স'রে গেল!

সো। আস্চেন্—কিন্তু তোমারগে একা আসচেন্ না, সঙ্গে

সেই সিদ্ধি ছোঁড়া আর তোমারগে সেই সাধনা ছুঁড়িও আছে।

ফু। তবেই তো সই। কি হবে?

বি-মা। হ'ব আর কি? তারা শুদ্ধু বশ্ হ'য়ে যাবে। এই যে—

(সাধনা সিদ্ধির সঙ্গে কালকেতুর প্রবেশ।)

কাল। এ কি রূপ! এ কি মূর্ত্তি! এ যে আমার জগজ্জননী মাতৃপ্রতিমা! আহা হা! এ প্রতিমার পায় দেবতার মাথাও যে লুটিয়ে পড়ে! (সাষ্টাঙ্গে প্রণাম)।

বি-মা। ওমা! একি গো?

সো। তাই তো! তোমারগে—তাই তো!

ফু। (হস্ত ধরিয়া তুলিয়া) এ কি সর্ব্বনাশ্! প্রভু! একি ক'ল্লে? আমি যে তোমার প্রসাদভিখারিণী পরিণীতা পত্নী! কার কুহকে ভুল্লে? এ ভুল ক'ল্লে? একেবারে ভুলে গেলে?

কাল্। শক্তি তুমি,—ভোলানাথের তোমায় ভুল হয় না, আমি কে ছার! তুমি প্রাণেশ্বরী! এই প্রাণের সিংহাসনে ব'সে আছ! তুমি মহাপ্রকৃতি! এই জড় দেহের শিরায় শিরায়—শোণিতে শোণিতে—অস্থিমজ্জাতে তুমি বিরাজ ক'চ্চ। তুমি সহস্র দল-বাসিনী! এই সহস্রারে বাস ক'রে অচেতনকে চেতন করাচ্চ, নিদ্রিতকে জাগা'চ্চ, মনোরাজ্যের মোহান্ধকারে আলোকের সহস্র রেখা পাত ক'চ্চ! তোমায় ভোলা কি সহজ কথা? তোমায় ভুলিনি! আগে ভুল্ চক্ষে দেখেছিলেম্, এখন সে ভুল

শুধ্‌রেছে! আগে ঠিক্‌ চিন্‌তে পারিনি, এখন আর লুকুবে কোথা? চিন্ময়ীরূপিণী! এখন আর লুকুবে কোথা? তোমায় চিন্তে পেরেছি।

বি-মা। তা হ্যাঁ সয়া! সইকে আমার চিন্তে পেরে, অমন ক'রে গড়ইবা কল্লে কেন? আর ঐ ছাই কথাটা ব'লেই বা ডাকলে কেন?

কাল্‌। ও কথা যে মধুমাখা কথা! এ জগতে যত কথা শিখেছি, সব কথার মূলেই যে ঐ কথা! আমি যে জগৎময় ঐ রূপই দেখি! রমণীর মাতৃভাব কি সুন্দর! কি মধুর! কি মনোহর! আহা! প্রাণ উথ্‌লে উঠছে, প্রাণ ভোরে একবার ডাক্‌তে ইচ্ছে হ'চ্চে, জয় মা জগদীশ্বরি!

সা, সিদ্ধি। জয় মা জগদীশ্বরি!

কাল্‌। একবার করুণা কটাক্ষে চাও! কোলে নাও! মাতৃ-নামের জয় জয় কার হোক্‌!

ফুল্ল। জ্যাঠামশায়! একি? আমার এ সর্ব্বনাশ কে ক'ল্লে? সোণার স্বামী আমার এ কি হ'ল? আমার পায়ে কুশাঙ্কুর বিঁধ্‌লে যিনি বুক পেতে দিতে চাইতেন, এ কঠোর কথা ব'ল্‌তে আজ তাঁকে কে শিখালে? আমার সে স্বামীকে কে এমন ক'রে দিলে? আমি তো জ্যাঠা মশায় জ্ঞানে কখনও কারও অনিষ্ট করিনি, কারুকে ব্যথা দিতে চাইনি—কারুর আপনার নিধি পর করিনি! তবে আমার অদৃষ্টে এ মহাপাতকীর সাজা কেন? (রোদন)।

সো। তাই তো মা! তোমারগে আমি তো এর কিছু সোম্‌ঝে উঠ্‌তে পাচ্চি না।

বি-মা। আমরা মেয়েমানুষ—তোমরাই বল দশ হাত কাপড়ে নেংটো! আমরা পাচ্চি, আর তুমি এটা সমঝাতে পাল্লে না পুটুঠাকুর? পেরেছো! তাই বল যে কিছু ব'লতে কইতে পাচ্চ না! কোথাকার এক হতভাগী সব্বনাশী এসে, আমার সইয়ের সর্ব্বস্বধন কেড়ে নিচ্চে, এমন রাজরাণীকে পথের ভিখারী ক'চ্চে, এটা তো তোমরা কেউ দেখেও দেখ্‌চ না—শুনেও শুন্‌চ না! এর পর যে একটা খুনোখুনি হবে তার কি?

সো। তা কেন? তোমারগে তা কেন হবে?

বি-মা। তা কেন হবে, তোম্‌রা পুরুষ মানুষ, তোম্‌রা কি বুঝ্‌বে? মেয়েমানুষ হ'তে—তো মেয়েমানুষের জ্বালা জান্‌তে! আমরা সকল সইতে পারি, কিন্তু ঐটীতে যেন আমাদের গায়ে বিষ ছড়িয়ে দেয়, আমরা পাগল হ'য়ে যাই, প্রাণের জ্বালায় ছুটে বেড়াই, বাঘিনীর মূর্ত্তি ধ'রে যে সব্বনাশী জ্বালা দেয়, তার বুক্ চিরে রক্ত খেয়ে ফেলি—তাতে না হ'লে শেষে বুকে ছুরি মেরে স্বোয়ামীর পায়ের কাছে প'ড়ে প্রাণ দিই। জান পুটুঠাকুর! সইকে কি আমি তা না করিয়ে ছাড়্‌বো নাকি? দেখি না সয়া সইকে আমার আরও কত তাচ্ছিল্য ক'ত্তে পারে—ঘেন্না ক'ত্তে পারে—অপমান ক'ত্তে পারে।

কাল্। তুউয়ো! এরা খেতে দিতে পাল্লে না! চ ভাই! আম্‌রা এ মা ছেড়ে সে মার কাছে দৌড়ে পালাই!

[কালকেতু ও সঙ্গে সঙ্গে সাধনা সিদ্ধির প্রস্থান।

বি-মা। হ'ল! বড়ো উজ্জোনো হ'ল! আহা সই! এমন পোড়া কপালও ক'রে এয়েছিলে তুমি ?

ফুল্ল। উঃ! মাগো! কি হ'ল মা! আর যে সইচে না! বুক যে ভেঙ্গে যায় মা! উঃ! সোণার স্বামী আমার—মাথার মণি আমার—প্রাণের নিধি আমার—জীবনের সর্ব্বস্ব আমার—উঃ! মাগো—

[মূর্চ্ছিত হইয়া পতন ও ফুল্লবাকে ধারণ।

বি-মা। একি হ'ল! একি হ'ল! ওগো! তোম্‌রা দেখনা সই আমার এমন হ'য়ে প'ড়্‌ল কেন ?

গোমা। তাইতো আহাহা! তাইতো! তোমারগে এ রকম হ'ল কেন ?

বি-মা। ওগো! দাঁতি লেগে গেছে যে গো! ওগো! দেখ না নাকে যে নিশ্বেস প'ড়্‌ছে না! ওগো দেখ না—কি ক'ত্তে হবে ক'র না।

গোমা। তাইতো মা! তোমারগে কি করি মা! আমারতো দেখে শুনে পেটের ভেতর তোমারগে হাত পা সেঁধিয়ে গেছে!

বি-মা। ওগো! ধর না! হাতাহাতি ক'রে সইকে ধ'রে শোবার ঘরে নিয়ে যাই চল না! না হয় দাসিদের ডেকে দাও না!

গোমা। তাই দিচ্চি—এইযে—

দাসিগণের প্রবেশ ও ফুল্লবাকে-বহন করিয়া লইয়া প্রস্থান পশ্চাতে গোমাই ও বিমলার মার প্রস্থান।

(অন্য দিক্ হইতে বুলানের প্রবেশ।)

বু। ওগো! কে-গা? ওদিকে কে গা? আমার রাণী মা

ঠাক্‌রুণকে একবার খবর দিতে পার ? তাইতো ! ওরা কেউ তো কথা কাণেও তুল্লে না ! আমার এম্‌নি দুর্দৃষ্টই বটে ! আর একটু এগিয়ে না হয় দেখি—ওঁকে না ব'লে—এমন দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করায়ও পাপ আছে—

(সোমাই ওঝার পুনঃ প্রবেশ ।)

বু। এই যে পণ্ডিতমশায় ! রাণীমার সঙ্গে যে আমার এক্‌বার সাক্ষাতের প্রয়োজন !

সোমা। কেন ?

বু। কেন, তা তাঁরির কাছে নিবেদন ক'র্‌ব !

সোমা। কি শুনিই না ! তোমারগে কথাটাই কি ?

বু। শুনে তো কিছু ক'ত্তে পার্‌বেন না ! আমার শোনাতে কি ? ব্যাপার বড় গুরুতর দাঁড়িয়েছে ! দত্তজার উপদ্রবে প্রজালোকের আর তিষ্ঠান ভার ! তাদের রোদনে রাজা বধির, আপনি বধির—এখন কেবল একবার রাণীমাকে জানাতে বাকি, তিনি কোন প্রতিবিধান করেন ভাল,—নতুবা তারা নিজেনিজেই এ দারুণ অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পাবার চেষ্টা ক'র্‌বে ! আজই ক'র্‌বে !

(বিমলার মার দ্রুত প্রবেশ ।)

বি-মা। ওগো ! এস'না গো ! আমি যে মহা আথান্তরে প'ড়েছি !

সোমা। চল—চল।

[বিমলার মার সহিত সোমাইর প্রস্থানোদ্যোগ্‌।

বু। আমায়ও নিয়ে চলুন—রাণীমাকে জানান্‌ না দিয়ে আমি যে সে কাজে হাত দিতে পাচ্চি না !

বি-মা। তুমি এখন কোথা যাবে গো? আমাদের এই সর্ব্বনাশ, এখন কি তোমার কথা কয়বার সময়?

বু। কথা না কইতে পেলে, আজই যে—এখনি যে—মহা সর্ব্বনাশ ঘ'টে যাবে।

বি-মা। হ'ক্‌গে বাবু তোমাদের সর্ব্বনাশ,—রাণীমার সঙ্গে এখন কিছুতেই দেখা ক'ত্তে পাবে না। পাবে না—পাবে না—পাবে না! স'রে যাও। আর এক দিন এসে তখন দেখা ক'র!

বু। ওগো ঠাক্‌রুণ! তা হবে না এখনি দেখা করা চাই!

বি-মা। ওগো বাবু তা হবে না—এখন তিনি কিছুতেই দেখা ক'রবেন না, তুমি চ লে যাও!

[গোসাঁই ও বিমলার মার প্রস্থান।

বু। আমার এমনি দুঃসময়ই বটে! সহজে যাতে মিটে যায় তার জন্যে বহু চেষ্টা ক'ল্যেম, কিছুতেই কিছু হ'ল না! শেষ চেষ্টা তাও নিষ্ফল হ'ল! যাদের হাতে অসংখ্য প্রজার জীবন,—তারা কেউ ফিরেও চেয়ে দেখ্‌লে না; সুতরাং অত্যাচারে যারা জর্জ্জর, অনাচারে যাদের প্রাণ কাতর, আর তাদের কি ব'লে নিরস্ত ক'রব? মা জগদীশ্বরী জানেন্—শান্তির বহু চেষ্টা ক'ল্যেম,—কিছুতে হ'ল না! বিগ্রহের নরকদ্বার কাজে কাজেই উন্মোচিত হ'ক্, বিদ্রোহের জলন্ত শিখা কাজেকাজেই অত্যাচারী অনাচারী নারকীকে জীবন্ত ভস্মীভূত ক'ত্তে অগ্রসর

হ'ক্! বিক্রমপ্রকাশে বিরক্ত প্রজাপুঞ্জের কাজে কাজেই মানসম্ভ্রম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'ক!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—oo—

গুজরাট—চণ্ডী-মন্দিরের পুরোভাগ।

(সিদ্ধিনাথ ও সাধনা উপস্থিত।)

(সাধনার গীত।)

এরা পাপের ভরা মাথায় কেন বয়।
কেন আপ্‌নি হেনে বাণ গো—
আপন্ বুক্ পেতে দে সয়॥
কেন নিজের নিজে পর হয়, যায় আপনারে ভুলে,
গরল খায় নিজে তুলে,
কেন বিমল প্রাণে মাথায় মলা, যায় না গো ধুলে;
কেন আগুণ জ্বেলে আপন হাতে আপ্‌নি ভস্ম হয়॥

সি। দেখ সাধনা! যারা পাপ করে, তাদের পাপ করাটা রোগ, ও রোগ একবার ধল্লে আর ছাড়ে না, ও রোগী মাত্রেই পশু হ'য়ে যায়। পশুর মধ্যেও আবার হিংস্রক পশু! ওদের ধ্বংস সাধনই প্রশস্ত! আমি তো এই বুঝি।

সা। আমি ও রকম কখনও বুঝি না—বুঝ্‌তে পারি না—জান ভাই সিদ্ধিনাথ—আমি বুঝ্‌তে জানি না। ওদের সব কত জ্বালা, কত যাতনা, আমি ওসব সইতে পারি না। কেঁদে মরি আর মনে করি, ওরা সব আমার পাছু পাছু আসুক্, আমার সঙ্গে মায়ের এই মুক্তিমণ্ডপে গড়াগড়ি দিক্, ওদের সব পাপ ভাল হ'য়ে যাবে। ওরাও আমাদের মতন মা বই জান্‌বে না—মা বই চিন্‌বে না—মা বই ব'ল্‌বে না! মার দোহাই দিয়ে গড় গড় ক'রে স্বর্গে চ'লে যাবে।

সি। পাপীরা প্রায় মায়ের সেই সু ছেলে মেয়ে কি না? মার নামে তাই ছুটে এসে পাপের হাত থেকে নিস্তার পাবে। তারা কি আসে না? আসে—দলে দলে আসে—তীর্থে এসে মনে করে, এক বোঝা পাপ নেবে গেল। আবার ফিরে গিয়ে একটু আধ্‌টু ক'রে বোঝা বাঁধতে সুরু করে। পাপীর কি সে জ্ঞান আছে সাধনা? পাপীর কি সে চৈতন্য মরণের আগে হয়? তাই—বুঝি—তাদের নির্ম্মূল ক'ত্তে পার্‌লে যারা এখনও পবিত্র আছে, যাদের গায়ে এখনও পাপের গন্ধ বেরোয়নি এমন সব সোণার পুতলী—সোহাগের ছেলেমেয়েরা—সোণার সত্যযুগ এনে ফেল্‌বে। মায়ে পোয়ে, মায়ে ঝিয়ে দেখাদেখি চ'ল্‌বে। জগন্মাতার এ জগতের খেলাঘরে সরল বালকবালিকার ভালবাসাবাসি খেলা চ'লবে! কথায় বার্ত্তায়, আমোদে প্রমোদে, হাসিতে খুসিতে, আচারে ব্যাভারে, অপবিত্রতার কাল ছায়া প'ড়্‌তে পাবে না!

প্রাণ, মন, দেহ, আত্মা সব পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে আয়নার মত হবে! যে যার প্রতিবিম্ব দেখ্‌তে পাবে, দেখাতে পাবে! পাপের নাম উঠে যাবে! এর পর যে সব সন্তান জন্মাবে তাদের পুণ্য ব'লে কিছু বেছে নিতে হবে না। তারা যা ক'র্‌বে তাই পুণ্য, পুণ্য বই আর কিছুরই সত্ত্বা থাক্‌বে না।

সা। পাপীকে মেরে নির্ম্মূল ক'রে তবে তো অমন হবে? মার্ ছেলে মেয়েদের মেরে অমন ক'ত্তে নাই যে ভাই সিদ্ধিনাথ! তাদের মাল্লে যে তোমার পাপ হবে?

সি। পাপ হয় আমার হবে। খেদো সোণা গালিয়ে খাঁটী ক'রে নিতে অনেক আগুণের তাপ সইতে হয়! আমি তা সইব তবু ছাড়্‌ব না!

সা। তোমার কেমন ঐ জোরের কথা! তাই তোমার সঙ্গে এক্ একবার বনে না! তুমি পাপীদের—হয় বল মারবে না, না হয় বল আমাদের ভালবাসাবাসি ভাসিয়ে দিয়ে পাগল হোয়ে আমি কেঁদে বেড়াই! তুমি যত পার পাপী মেরো, আমার বুকের এক এক্‌খানি কোরে হাড় খসিয়ে নিও!

সি। সাধনা! তাকি হয়? আমাদের এ ভালবাসাবাসি কি ভাসানো যায়? তুমি আমি মায়ে এক, এ একের একটী খোস্‌লে আর একটি কি থাক্‌তে পারে? তুমি চাও পাপের নাশ, আমি চাই পাপীর নাশ, মা কি চান্ চল শুনিগে!

(উভয়ের মন্দির মধ্যে প্রবেশ)

(একপার্শ্ব হইতে মুরারী পোদ্দারের গলায় দড়ি দিয়া টানিতে টানিতে মুরারী-পত্নীর প্রবেশ।)

মু-প। বল্ পোড়ারমুখো বল্! এই ঠাকুরের সাম্‌নে তাঁবা তুলসী হাতে নিয়ে সত্যি কথা বল্—সে ভাঙ্গা মন্দিরে কেন গেছ্‌লিরে ড্যাক্‌রা বল্‌তো ?

মু। আহাহা। লাগে যে! হ্যাঁচকাস্ কেন? বল্‌চি! তুই যা মনে ক'রেছিস্ তা নয়, এই দেবতার সুমুখে ধম্মতো বল্‌চি! যত নষ্টের মূল আমার শিবু ইয়ার! সেই জানিস্ তো? সেই জন্যে ;—ব'ল্লো তোমায় মন্দিরে লুকিয়ে রাখবো, ঢুকিয়েও দিলে। ঢুকে দেখি ঐ তাড়কা রাক্ষসীর মূর্ত্তি, হাস্‌তে হাস্‌তে কাছে এল! এমন সময় দোর ঠেলে তার ভাতার শালা হাজির! ভাতার আর কে? ঐ দত্ত বেটা কি না?

মু-প। তা হবে না! এইখানে হাঁটুগেড়ে ব'সে গড় ক'ত্তে ক'ত্তে বল, আমি কিছু জানিনি! আমি কিছু জানিনি! আমি কিছু জানিনি। আমিও নাহয় তোর সঙ্গে গড় ক'চ্চি।

মু। আচ্ছা, তাই ক'চ্চি! দড়ি খুল্লেনে! ভাঁড় দত্ত বেটা মাগ্‌ভাতারে প'ড়ে গিছিগিছি আমার এই খোয়ারটা ক'ল্লো! (উভয়ের গড় করিতে করিতে) আমি কিছু জানিনি! আমি কিছু জানিনি! আমি কিছু জানিনি!

(ভাঁড় দত্ত, ধূমকেতু, ও ছঃশীলার একান্তে প্রবেশ)

ভা। এই তোর পায়ে ধরি ছোট! তুই একবার এই তাঁবা তুলসী হাতে ক'রে এইখানে দাঁড়িয়ে বল—সে দিন সেই

ভাঙ্গা শিবের মন্দিরে ঠাকুর দেখ্‌তে গিছলি—তোর ধর্ম্ম নষ্ট হয়নি। তা হ'লেই আমার মন্ ঠাণ্ডা হবে! বিশ্বাস হবে যে তুই আমার যে সতীলক্ষ্মী, সেই সতীলক্ষ্মীই আছিস্! গোদা ভাই শালা আমার মিথ্যে কথা রটিয়েছে!

(বীরবেশী রোস্তম্‌কে সঙ্গে লইয়া শিবার প্রবেশ।)

শিবা। এই যে দাদা! দাদা! তোমায় রোস্তম্ মিঞা খুঁজ্‌চে! একেবারে গরু-খোঁজা ক'রেছে! তুমি যে এ সময় এখানে এসে ভাঙ্গা মাগ্‌কে জোড়া লাগাচ্চ মিঞা তো তা জানে না! আমি ঠিক্ খবর রেখেছিলুম কি না? সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলুম্!

ভাঁ। তা এখানে কেন? এখানে কেন? বাড়ীতে গিয়ে—

সো। কি কৈসরে বজ্জাত! নেমকহারাম! সে বাড়ীতে তোর কি আর ঢোকবার যো রাখেছি? সেথা পাশ্‌শো পাঠান জোয়ান খাড়া—বাড়ীর বনিয়াদ উটুয়ে বড় গাঁযের জলে ফ্যালায়ে দেবে! হাজার মোগলাই জোয়ান পাচ হাতিয়ার কাঁধে রাজার কোটার চার ধার ঘেরোয়া করিছি। আর ছহাজার শড়কিওয়াল্য হিন্দু জোয়ান সাথে নিয়ে এই চণ্ডিমার দেউল ঘেরোয়া ক'রলাম! তোর সয়তানি আর চল্‌বে না। তোর গদান্ ধরে রাজার কাছে নিয়ে হাজির করবো। তোরে এই দ্যাস্ ছাড়া করবার হুকুমনামা বার কৈরা তবে ছাড়্‌বো; রাজা যদি সহজে হুকুম না দেয়, মোরা জবরদস্তি হুকুম ন'বো।

(ভাঁড়ুর গলা ধরিয়া মন্দিরের সুমুখে অগ্রসর হওন)

ভাঁ। ওরে মেরে ফেল্লেরে! গুণ্ডো বেটা মেরে ফেল্লেরে গোঁয়ার বেটা মেরে ফেল্লেরে।

(পরিত্রাহি চীৎকার)

(মন্দির মধ্য হইতে কালকেতু, সিদ্ধিনাথ, সাধনার প্রবেশ)

কাল। কি হ'য়েছে! কি হ'য়েছে?—

বো। হুজুর! বন্দা আপনার রাইয়ত, পাচ সাত হাজার রাইয়ত বন্দার সাথে আসে হুজুরে হাজির আছে! হুজুর! এই ভাড়ু দত্ত মোরা সবাই জানি—কলিঙ্গিরাজার দেওয়ানে ভাড়ামি ক'রে খাতো। এহানে হুজুরির কাছে আইসে ফাকি দিয়ে দ্যাওয়ান হ'য়ে হুজুরির কাঙ্গাল রাইয়তের ভিটে মাটি চাটি কর্ত্তিছে! আপনার দৌলততো দশ হাতে লুটতি লেগেছে, কেন পোদ্দার মশাই কওনা? এহোন যে মুয়ে গুয়ো দিয়ে রয়েচো?

মু। হাঁ-তা-লুটছে বটে! গিছে সব খায়নাকো তুলে শাঁকের করাতের মত দত্তজা আমার যেতে আস্তে কাট্‌ছে!

বো। তা ছাড়া গেরামকে গেরাম জ্বালিয়ে দেচ্চে, যারে ইচ্ছে নেটেলা পেটিয়ে ধরি আনতিছে, হক না হক বেইজ্যাত কর্ত্তিছে! সব কেছেরিতে পাচপো বহরের নাগরা জুতা টাঙ্গানো আছে, তারির বাড়ী মার তো মার বেদম মার—দলে দলে একেবারে মাইরে মাইরে মাইরে ফেলাচ্চে! বড় ছোট সবাকার মান সম্ভ্রম একেবারে জাহান্নমে পেটিয়ে দেচ্চে। প্যাটে খাতিতো পাচ্চেই না, তার ওপোর এই হারাম খোর বেটা,

আর এর সাথির— চাইর পাশশো বেটা নোটো, গেরামে গেরামে দলে দলে গেরোস্তগার জাত কুল খাইয়ে বেড়াচ্চে! গাঁকে গাঁ কান্নার ধুয়ো ধরেচে! হাট বাজারে হাটুরে মহাজন ব্যাপারি খরিদ্দার সবাই হাহুতাশ কত্তি লেগেচে। দানাপানি আর ধম্ম—এ আর কেউ রাখ্‌তি পাচ্চে না! হুজুর মালিক—এর বিচারের ভার খোদাতাল্লা আর ঐ চণ্ডি মা আপনারি হাতে দেছেন্, যা কত্তি হয় করুন। এক উওরে রাহেন তো মোরা দলে দলে দ্যাশ ছেড়ে যাই। নয়তো ক'ন ওরে চ্যাবাইয়া খাইযে ফেলাই পিরথিমিডে জুড়োক।

কাল্। কি-বল সিদ্ধিনাথ?

সি। মার রাজ্যে অতবড় অত্যাচারীর জীয়ন্ত বলিদানই শ্রেয়!

সা। আহাহা! নরবলি বল কেন ভাই সিদ্ধিনাথ! না-ভাই রাজা! তুমি আমার কথা শোনো, ওকে বরঞ্চ নির্ব্বাসন কর! অনুতাপ ক'রে কেঁদে এলে আবার তখন নিও!

কাল্। ভাল তাই করগে! মার রাজ্যে আমার পোকাটী মাকড়টী পর্য্যন্ত খারাপ না থাকে (কাল কেতু, সিদ্ধিনাথ, ও সাধনার মন্দির মধ্যে গমন)

ভাঁ। ধর্ম্মাবতার! একতরফা শুনে—

রো চুপদে হারামজাদা! এহনি যে ভাবে আচিস্—এই এক কাপড় পরনে—সহরের মধ্যি দিয়ে না—আশ পাশদে—ভাগাড় দে—কাটা খোচার বনদে—চুপি চুপি মুখ থান চেহে বড় নদীর পারে চ'লে যা। এই ছাড়ান দেলাম, ভাল মানসির মত দে পিট্‌টান।

ভাঁ। একবার সবার সঙ্গে দেখা না ক'রে—

বো। সবারে আর দেখপা কি? সগ্‌গোলার এই হাল—! তোমার দলের কাররি ছাড়াননি, দেখা কর্ত্তি গেলি—কেন আর বল্লামের খোচা খাইয়ে মরবা? তোমারে চড্ডা চাপড়ডার উপর দিয়ি গেল, সাধনা মার হুকুম না হলি সকল স্বমুন্দির মত তোমারেও খোচাইয়া মারতাম। যাও পেলিয়ে বাচ।

ভাঁ। তবে কাষেই যেতে হ'ল! ছোট! আয় ভাই! তোর হাত ধ'রে এয়েছিলেম, তোর হাতে ধ'রেই যাই—

দুঃশী। আমি কোথায় তোব সঙ্গে গোভাগাড়ে মোত্তে যাবো?

ভাঁ। আয় না ভাই! এ অসময় অমন করিস্ কেন? (হস্তধারণ)

ধুমো। আহা ও যাবেনা ব'লচে তবু কেন টানচো? আয় দিদি! তুই আমার সঙ্গে আয়, আমার এয়ারের বাড়ি থাক্‌বি, মা থাক্‌বে, এক এক খান গয়না দিবি, বেচে আন্‌ব, খাবো দাবো, মজা লুট্‌বো! (অন্য হস্তধারণ)

ভাঁ। আয় আমার সঙ্গে আয়! (টানন)

দুঃশী। উহুহু! হাত ভেঙ্গে গেল।

ধুমো। আয় আমার সঙ্গে আয় (টানন)

দুঃশী। চনা—টেনে নিয়ে চনা!

ভাঁ। রোস্তম্‌মিয়া! তোমার পায়ে পড়ি, একে আমার সঙ্গে যাইয়ে দাওনা! ছাড়্ শালা খোঁড়া।

ধুমো। ছাড়্ শালা বোনাই!

[ধুমোর দুঃশীলাকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

ভাঁ। ঐ যাঃ! নিয়ে গেলযে—টেনে নিয়ে গেলযে—

শি। টান্‌বে কেন? আপনি গেল দেখ্‌লে না? এখন চল—সুখের সময় তো কাছে রাখনি, দুঃখের সময় চল তোমার সঙ্গ নিই!

রো। তাই নিয়ে যাও সাথে এরে গোদা মক্কেল মিয়া! আর বিলম্ কর্ত্তি পাবা না!

ভাঁ। রোস্তম মিয়া আর একটু সবুর—

রো। এঃ—খেদায়ে না দিলি দেখ্‌চি যাবানা (গলাধাক্কা দিতে দিতে) চল্—চল্ বেটা পাজী! ফের এদিকে তাকাস? চল্—চল্ বেটা গোলাম্!

[রোস্তমের ভাঁড়ুকে ঠেলিয়া লইয়া প্রস্থান ও পশ্চাতে শিবার প্রস্থান।

মু। হ'ল ভাল, ষাঁড়ের শত্তুর বাঘে মাল্যো! যমদূতের মত এসে ব্যাটারা ধ'রেছিল! রাজা না তাড়ালে কি ওরা ছাড়্‌তো? একটা মহারক্তারক্তি ব্যাপার ঘোটে যেতো। ওদের পেছনে মোড়লের সাত সাতটা ছেলে র য়েছে। এখন বেশ হ'য়েছে, চ শিগ্গির শিগ্গির চ। সাঁই মশাইযের কাছ থেকে দেওয়ানীটে নিয়ে নিইগে চ।

মু-প। তা চ! দাওয়ানের মাগ্ হ'য়ে আমি কিন্তু আর মাটিতে পা দেবনা! তা এখন থেকে ব'লে রাখ্‌চি।

মু। সে কি? কাঁধে চ'ড়বি নাকি?

মু-প। তাইতো চ'ড়্‌ব! চ'ড়ে—দুই কাণ পাকিয়ে ধ'রে—টগাবগ্ টগাবগ্ ঘোঁড়া হাঁকিয়ে বেড়াবো—বড়মানুসের মেগেরা বুড় ভাতার নিয়ে না করে কি?

মু। তাই করিস্ বাবু! এখন চ!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

(বুলানের বাটীর সম্মুখস্থ বটবৃক্ষতল।)

(বুলান ও গোমাই ওঝার প্রবেশ)

বু। তার পর? তার পর?

গো। তার পর তোমারগে ভাঁড়ুকে তাড়াবার তিন দিন পরে, এই তোমারগে কাল্ আর কি—খবর এলো—কলিঙ্গ রাজার ফৌজ্ এসে সহরের চারদিক্ ঘিরেছে, অবসর খুঁজ্ছে;—কাজেই আজ্ মন্দিরে ছুটে গেলেম! তা সেখানে তোমারগে কেবা কার কথা শোনে! কাল্কেতুকে যত বলি কলিঙ্গের কোটাল এসে সহর ঘিরেছে, সে ততই তোমার গে আমার মুখ পানে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে! কথাটা যেন তোমারগে বুঝ্তেই পারে না। ভাগ্যে ছিল সেই সিদ্ধি ব'লে সন্ন্যাসী ছোঁড়াটা—কাণে কাণে কি ব'ল্যে! অমনি তোমারগে ছেলের যেন ঘুম ভাঙ্গলো! দুই চক্ষু জবাফুল ক'রে "জয় মা জগদীশ্বরী" ব'লে হুঙ্কার ক'ত্তে ক'ত্তে দাঁড়িয়ে উঠ্লো! ঐ শরীর যেন তোমারগে ক্রুদ্ধ কেশরীর মত ফুলে উঠলো। ধনুর্ব্বাণ কৈ ধনুর্ব্বাণ কৈ ব'লে হাঁক পাড়্তে লাগ্লো! সিদ্ধিনাথ সঙ্গে ক'রে নিয়েগে কেল্লার ভেতর অস্ত্রাগারে প্রবেশ ক'ল্যে, আমি তোমারগে সৈন্য সামন্ত গুণোকে সাজ্গোজ ক'রে বেরুবার জন্যে হুকুম্ দিতে গেলেম্! ফিরে এসে দেখি

রাজাও নাই, সে সিদ্ধিনাথও নাই! ছুটে তোমারগে তোমার কাছে এলেম্।

বু। ঠাকুর মশাই! আমিও কি নিশ্চিন্ত ছিলেম্? কাল্ সংবাদ পেয়েই আমার সাত ছেলেকে খবর দে আনিয়ে রোস্তমকে ডাকিয়ে নিজ হাতে পাঁচ হাতিয়ার বেঁধে দিলেম্! দু হাজার তীরন্দাজ আর দু হাজার সড়কীওয়ালা সঙ্গে দিয়ে কেল্লার দিকে পাঠিয়ে দিলেম্, তারা রাজাকে নিয়ে রণোন্মত্ত অসুরদের মত জয় জয় শব্দে হুহুঙ্কার ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে রণে অগ্রসর হ'য়েছে!

(শিবার প্রবেশ।)

শি। এই যে মোড়ল দাদা! ছি ছি ছি! এমন্ জান্‌লে আমি কি এখান থেকে এক পাও নোড়্‌তুম্? এখনি গদ্দানাটা গেছ্‌লো আর কি!

বু। কেন ভাই শিবু! কি হ'য়েছে? কোথা গেছ্‌লে?

শি। সে কথা দাদা কেন আর জিজ্ঞাসা কর? আমার মরণ তাই অমন কুচক্রী ভেয়ের সঙ্গ নিয়ে ছিলুম্। এখান থেকে দূর হ'য়ে গেল, দেখলুম্ কেউ সঙ্গে যায় না, কি করি—এক মায়ের পেটে জন্মতো? কাজেই থাক্‌তে পালুম্ না। সঙ্গে সঙ্গে গেলুম্ সেই কলিঙ্গ রাজার রাজ্যে! মনে কল্লুম্ দাদা আমার টিট্ হ'য়েছে, সেখানে কোন চাকরি বাকরি নিয়ে থাক্‌বে! ও হরি! তা কোথায়? রাজার সুমুখে গিয়ে যে মূর্ত্তি সেই মূর্ত্তি! রাজাকে মিছি মিছি কতক গুলো লাগিয়ে ভাঙ্গিয়ে একেবারে আগুণ ক'রে তুল্‌লে! রাজা সহর কোটালকে ডেকে এই রাজ্য জয় ক'র্ত্তে হুকুম দিলে!

দাদাকেও সেই সঙ্গে পাঠালে! আমি বেটা মাঝে থেকে মারা যাই আর কি? দাদার ওপর ভারি ঘেন্না হ'ল, নেমক্ হারাম ব'লে ঝগ্‌ড়া ক'রে চ'লে আস্‌তে চাইলুম্! তা কি ছাড়ে? হু বেটা কালান্তক্ যমের মত ফৌজের হাতে আমায় সঁপে দিলে! সে ব্যাটারা কি কিছুতে ছাড়ে? শেষ্ আজ খানিক্ আগে, যখন খুব্ রমারম লড়াই চ'ল্‌তে লাগ্‌লো সেই সময় হু-বেটার চোখে না হু মুটো ধুলো দিয়ে দে-দৌড়! দৌড়্‌তো দৌড়! একেবারে ভোঁ দৌড়! দুই গোদা পা নিয়ে থপ্ থপ্ ক'রে আস্‌তে আস্‌তে, পড়্‌বি তো পড় একেবারে এখানকার পাঠান ফৌজ্‌দের মুখে, তারা তখন তরোয়াল ভাঁজ্‌তে ভাঁজ্‌তে এগুচ্চে, কেটে ফেলেছিল আর কি? ভাগ্যিস সেখানে ছিল রোস্তম মিয়া, তাই ছাড়ান পেয়ে উঠিতো পড়ি—পড়িতো উঠি, গড় পেরিয়ে এই ধার বাগে সটান দিলুম্! কি ব'ল্‌বো মোড়লদা! এখনো এই দেখনা মাথার চুলের আগা থেকে পায়ের তেলোর শেষ্ পর্য্যন্ত সর্ব্বশরীর থর থর ক'রে কাঁপ্‌ছে!

(সাধনা ও সিদ্ধিনাথের প্রবেশ।)

মা। ভাই সিদ্ধিনাথ! তুমি বড় নিষ্ঠুর! দেখ বাবা! সিদ্ধিনাথ আজ আমায় বড্ড কাঁদিয়েছে!

সু। কেন মা? সিদ্ধিনাথ তো তোমায় কাঁদায় না। তোমার চ'ক্ষের জল মুছাতে সিদ্ধিনাথ আমার সর্ব্বদাই তো প্রস্তুত।

সি। দেখুন, ব্রহ্মময়ী মায়ের রাজ্যে আজ মহাসমারোহ! বিরাট মহা যজ্ঞের ঘটা! গড়ের বাইরে—চারিদিকের যজ্ঞকুণ্ডে মহান্ সমরাগ্নি প্রজ্বলিত! ধর্ম্মবলে বলিয়ান মহা মহা বীরগণ "হোতা"—কুৎসিৎ কদাচারী পাপভারে ক্লিষ্ট মহাপাতকীগণ মায়ের এ মহা যজ্ঞের "আহুতি"! এই প্রকাণ্ড ব্যাপার চ'ল্‌চে—আমি এতে না হেসে—আনন্দে না নেচে—কেমন ক'রে থাকি বলুন্?

সো। তা হ্যাঁ বাবা সন্ন্যাসী ঠাকুর! তোমরাতো তোমারগে গড়ের উপর থেকে লড়াই দেখ্‌ছিলে, কি রকমটা হ'চ্ছে তোমারগে শুনিই না।

সা। ও বাবা! লড়াই এমন নিষ্ঠুরের কাজ—নির্দ্দয়ের কাজ—মহাপাতকীর কাজ জান্‌লে কি আমি দেখ্‌তে যেতুম? আহা মরি—বিনি অপরাধে পরের তরে ভাই ভাইকে মাৰ্চ্চে—বাপ্ ছেলেকে মাচ্চে—ছেলে বাপকে মাচ্চে—কেউ কারুকে চিন্‌চেনা! রক্তে মাথামাথি হ'য়ে—আহা হায়রে—কত দুখিনী বিধবায় অশ্রুময়ী ক'রে—জন্মের মত ফেলে—এ জন্মের মত কালের কোলে শুয়ে পোড়ছে—আমি কি তা দেখে থাক্‌তে পারি? আমার প্রাণ কি এম্‌নি পাষাণ, যে ঐ মহা শ্মশানে ব'সে হাস্‌তে পারি? সামান্য একটী পিঁপ্‌ড়েকে মাড়িয়ে ফেলে আমি কত কান্না কাঁদি, তা তো তুমি জান সিদ্ধিনাথ!

সি। সাধনা! তুমি আমি মহিষ্‌মর্দ্দিনী মায়ের ছেলে মেয়ে, তা কি তুমি ভুলে যাচ্চ? কান্নায় যদি পাপের শাস্তি হ'ত তা হ'লে মা আমাদের দশ প্রহরণ ধারিণী—সিংহবাহিনী

রূপে অবতীর্ণা কেন? পাপীর বিনাশ সাধন ব্যতীত এ জগতে কোন অবতারই পাপের বিনাশ সাধনে সমর্থ হয় নি। দেবীযুগে দৈত্যের সমরই বল, সত্যের সুরাসুর রণই বল,—ত্রেতায় লঙ্কাভিযানই বল,—দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র প্রভাসই বল—সকলই পাপীর শোণিতপাত ব্যাপারে পর্য্যবসিত হ'য়েছে। পাপীর শোণিতপাতে বসুন্ধরার ভার লাঘব হয়, অনুর্ব্বর ভূমি উর্ব্বর হয়; এ রণক্ষেত্রে তাই হ'চ্চে! মায়ের এ রাজ্যে আর পাপের চিহ্ন মাত্র থাক্‌বে না। সাধনা—সিদ্ধি—তোমাতে আমাতে মিলে যাবো! মিশে যাবো! মায়ের মহাপ্রাণে মহাপ্রাণীদের আসন্ ক'রে রাখ্‌তে—আর কোন বাধা বিপত্তি থাক্‌বে না!

[নেপথ্যে রণবাদ্য।

(রক্তাক্ত কলেবরে কালকেতু, পশ্চাতে সৈন্যসহ রোস্তমের প্রবেশ।)

সো। মহারাজের জয় হ'ক্!

বু। মহারাজের জয় হ'ক্! শত্রুকুল নির্ম্মূল তো?

কাল্। নির্ম্মূল বটে! কিন্তু নিজের প্রাণরক্ষার্থে তোমার সর্ব্বনাশ ক'রেছি!

বু। কি বলুন!

রো। উনি আর কইবেন্ কি? কত্তা গো! তোমার ছোট ছাওয়াল বাবুজি, মরদের মত কাম দেখায়ে, রাজার লেগে জান দিয়ে, বর্ষার খোচাটা নিজের বুকি ধ'রে নিগে, গাচ হুবির বুকে মাথা রাহে স্বগ্যে যাতি লেগেছে! আর কমবক্ত আমাদের কেমন ক'রে রাজার জান সামলাতে,

নিজের জান দিয়ে, জীদের লড়ায়ে, হাস্‌তে হাস্‌তে এ মাটীর বানানো কায়াডা ছেড়ে পেলিয়ে যেতে হয়, তাই শিখিয়ে দেচ্চে।

বু। উঃ! মাগো! (দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ)।

কাল্। স্বার্থপর আমি! তোমার বড় সর্ব্বনাশ ক'রেছি! তোমার বুকের পাঁজর খসিয়ে নিছি! আমায় ক্ষমা কর!

বু। ও কথা ব'ল্‌বেন না! আপনি প্রভু আমি ভৃত্য মাত্র! আপনি পিতা, আমরা আপনার পুত্র মাত্র! প্রভুর কার্য্য—পিতার কার্য্য আপনি ক'রেছেন; পুত্র আমার ভৃত্যের কর্ত্তব্য পালন ক'রে বীরধামে গমন ক'রেছে। আপনার রক্ষার্থ একটী কি? একে একে যদি ঐ সাতটী সন্তানের সাতটী শির আবশ্যক হ'তো, তাও ওরা অবহেলে দিত! রাজভক্তি যাদের শরীরের শিরায় শিরায় শোণিতে শোণিতে প্রবাহিত, রাজভক্তি ভিন্ন যারা অন্য পুণ্য কার্য্য জানে না, রাজভক্তি যাদের ধর্ম্মসংহিতার সমাজসংহিতার পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে বিরাজিত, রাজকার্য্যে তাদের প্রাণ দান মহা সন্তোষের হেতু, বিষাদের তো নয়! মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল ক'রে, দেবতাতুল্য রাজার জীবন রক্ষা ক'রে, পুত্রতো আমার অমর হ'য়ে, অমরের সঙ্গে, অমরাবতীতে বিরাজ ক'চ্চে! চক্ষের জলে তাকে বিদায় দিলেম্! কিন্তু প্রভু! প্রাণে তো আনন্দ ধরে না! অমন গুণবান্ পুত্রের পিতৃ পদবীতে স্থান পেয়ে আজ আমার জীবন সার্থক হ'ল!

কাল্। ধন্য তুমি! ধন্য তোমার রাজভক্তি! ধন্য তোমার স্বদেশ-হিতৈষীতা!

সা। ও ভাই রাজা! আজ তোমাদের তো মহা আনন্দের দিন! মাকে ছেড়ে আর কতক্ষণ থাক্‌বে? চলনা সবাই গিয়ে—প্রাণে প্রাণে এক হ'য়ে—আমোদ আহ্লাদ করিগে।

কাল্। সাধনা! মায়ের কাছে ছিলেম্, বেস ছিলেম্. সংসার সমুদ্রে ডোবা ওঠা ভুলে গেছ্‌লেম্, মার বুঝি তা সইলো না, ঠেলে ফের সংসার সমুদ্রে ফেলে দিলেন! এখন দিন কতক্ ফের ডুবি উঠি, হাত ধ'রে তুলে নিযে যান আবার যাবো।

সো। বটে? আবার সংসার কোর্ব্বে? তবে তোমারগে চল সুভালাভালি ফিরে এলেতো চল! বৌরাণী মা মালা চন্দন নিযে দাঁড়িয়ে আছেন, বরণ ক'রে ঘরে তুল্‌বেন্।

কাল্। চলুন্—এ ভগ্নতরী ভেসে যাক্।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজ অন্তঃপুরস্থ ধ্যান-ঘরের পুরোভাগ।

(ফুল্লরা উপস্থিত।)

ফুল্ল। (স্বগতঃ) না জানি কি সর্ব্বনাশই ক'ত্তে ব'সেছি! যাঁকে পাবার জন্যে এতো ক'চ্চি, যদি তাঁর কোন

বিপদ্ ঘটে? আমা হ'তে যদি তিনি কোন বিপদে পড়েন? তা হ'লে আর দাঁড়াবো কোথা? সইয়েব কথা শুনে এতো দূর এগিয়েছি, এখন ফিরিই বা কি ক'রে? ফিরে যাই বা কোথা? তারি কথায় এ রাজ্যি-পাটের আশা ত্যাগ ক'রেছি, এ ধনদৌলতের মায়া ভুলে গেছি! তারি কথায় আমার দেবতার মত স্বামীর সঙ্গে, দিবারাত্তির একত্রে থাক্‌তে পাব ব'লে, বনবাস-বাসের ব্যবস্থা ক'রেছি। কিন্তু যে উপায়ে তা ক'ত্তে ব'সেছি, সে কথা মনে ক'ত্তেও যে বুক কেঁপে উঠ্‌ছে। কলিঙ্গের ফৌজ্ কাল হেরে পালিয়ে আজ আবার এসেছে, সইয়ের পরামোর্শে আমি তাঁকে এ কথা জান্‌তেও দিলুম্ না! সাতহারা ঘরের ভেতর ধ্যানঘর—মেঘের ডাক পর্য্যন্ত সেথা সেঁদোয় না, সেই থানে তাঁকে বসিয়ে রেখেছি। এদিকে সহরের যেখানে যত মন্ত্রিসামন্ত, এ বাড়ীর যেখানে যত চৌকি পাহারা, সইয়ের কথায় সকলকে রাজার হুকুম ব'লে বিদায় দিয়ে সহরের বার ক'রে দিয়েছি! কলিঙ্গের রাজা এসে রাজ্যিপাট সব দখল ক'রে নিক্—স্বামীর হাত ধ'রে আমি যে বনবাসিনী সেই বনবাসিনী হইগে! রাজার রাণী হওয়ার চেয়ে আমি ভিখারিণী হ'য়ে সুখে থাক্‌বো! সেখানে আমার সোণার স্বামীকে কেউ পর ক'ত্তে পার-বেনা! ঐ যে কলিঙ্গ ফৌজের রণবাদ্যি আবার বেজে উঠল, তাইত কি হবে, মা, কি হবে? (নেপথ্যে রণবাদ্য)

রি-মা। ঐ ঐ রণবাদ্যি থামল'! এইবার বুঝি ওরা আস্‌ছে।

(বিমলার মার প্রবেশ।)

এ সাতমহলের ভেতর ত' পুরুষ মানুষের গন্ধও নাই; গড়গড়িয়ে আস্‌বে এখন। ও সই! এ দিকের আমি সব ঠিক ক'রে রেখেছি। এক ঘড়া ধন নিয়ে খিড়কীর আঁব বাগানে রেখে এয়েছি, বীরের তিনটে তীর আর ধনুক খানা ব্যানা ঝোপের ভেতর লুকিয়ে রেখেছি! এখন কেবল ওরা এসে দখল ক'রে বসুক, আমরাও চল তোমার বীরের হাত ধ'রে নাচ্‌দোর দে সেই বন পানে পালাই!

ফু। ওরা এসে যদি কোন অত্যাচার করে?

বি-মা। অত্যাচার ক'রবে কি? এত বড় রাজ্যিপাট্টি, ধনদৌলত অমনি ছেড়ে দিয়ে গেলুম, আবার কি? আর, অত্যাচার ক'রবে কার উপর? আমরা চলে গেলে, কে আর তাদের অত্যাচার সইতে থাক্‌বে?

ফু। আচ্ছা সই! উনি যদি পালাতে না চান? তা হ'লে কি হবে?

বি-মা। পালাতেই হবে। না পালিয়ে ক'রবেন কি? কৈ; চল দিকিনি তোমার বীরকে একবার দেখে আসি! -কেমন তিনি না যেতে চান্?

(উভয়ের ধ্যান-ঘরে প্রবেশ।)

(অন্যদিক দিয়া ভাঁড়, দত্ত পান, ফুল, চন্দন, লইয়া জনৈক ব্রাহ্মণের প্রবেশ।)

ব্রাহ্মণ। এ নির্ঘাৎ ভূতো বাড়ী, আমিত' বাবা আর এগুচ্চি না।

ভাঁ। আরে কও কি ঠাকুর ? সাতটা গড় পেরিয়ে এখন সাতটা মহল পেরুতে পিছু'চ্ছ ?

ব্রা। একটা আদটা মনিষ্যির দেখা পেলে, বাবা, এমন সাতমহল কি, বিশমহলেও ডরাতেম না! কেবল গড়ই পেরুচ্চি, কেবল গড়ই পেরুচ্চি! কেবল মহলই পেরুচ্চি, কেবল মহলই পেরুচ্চি। আর সব যেমন থাকবার তেমনই আছে, কিন্তু একবেটাও মনিষ্যির চেহারা নজরে ঠেক্‌ল না! মনিষ্যিহীন এই প্রকাণ্ড হাতী-শালা, ঘোড়াশালাওলা, দপ্তরখানা-দেওয়ানখানাওলা আর রান্নামহল থেকে রংমহল পর্য্যন্ত সাতমহলওলা বাড়ী যদি না ভূতো' বাড়ী হবে তবে কি ভূত মশাইরা "রাম রাম" নাম ক'ল্যেম ? (নাক কাণ মলন) ঐ সেই মশাইরা তবে কি বাসরঘরে, বে-বাড়িতে, শ্রাদ্ধবাড়িতে, পূজোবাড়িতে, যেখানে অনেক লোকের আমদানী হয় সেইখানে গে বাসা নেবে ? এ বাড়ী যদি ভূতো বাড়ী না হয়, আমি কলিঙ্গ-কোটালের পুরুতপদ থেকে, বেরাহ্মণের তালিকা থেকে খারিজ।

ভাঁ। আর যদি এই মহলেই মানুষ দেখ্‌তে প্যাও, ঠাকুর ? তা তা হ'লেত' এগুতে চাইবে ?

ব্রা। এই সাতমহলের গুহ্যিদ্বারে যদি এসে বাবা কোন মনিষ্যি দেখা দেয়, তা হ'লে তিনি হয় ভূত নয়, পেত্নী। "রাম রাম" নাম ক'ল্লুম ? (নাক কাণ মলন) এ ওঁদেরই রাজ্য; ভাঁড়ু! কেন বাবা বেহ্মহত্যা ক'রবি ? আমায় ছাড়ান দে পাছুবাগে চাইতে নেই—চাইবো না; ঊর্দ্ধ-শ্বাসে ছুটে গড়ের বাইরে গিয়ে দম ফেলে বাচি।

ভাঁ। ঠাকুর এত' ডরাও কেন? লোকজন নেই দেখেও যখন এত'টা আসা গেছে তখন আর একটুর জন্যে কেন বল আমাদের সব আঁটা মতলব ফস্কে দেবে? কোটালকে জানতো? তোমার যজ্‌মানটীকে চেন তো? হেরে পালাতে হ'চ্ছেলো, আমার মতলব শুনে পথ থেকে ফিরে, তোমায় রাজপুরুত সাজিয়ে, আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দেছে, জানতো? ফাঁকতালে কাজ হাঁসিল ক'রে নিতে চায় বোঝতো? না ক'ত্তে পাল্যে তোমার তরমুজের বোটার মত টিকিটি-শুদ্ধু নেড়ামাথাটী কাটা যাবে; আমাকেও শূলে চ'ড়ে সিঙ্গে ফুঁকতে হবে, বুঝ্‌লে? বিশেষ ভজকটো ক'র না—যা বলি তা শোন! ইশারায় বুঝে নাও, তুমি আমি ছাড়া আস্‌পাশ দে আমাদের আরও অনেকে এগিয়ে আস্‌ছে! তুমি এই খানে থাক, পালিও না। আমি ঐ দোরের কাছে গিয়ে ডাক পাড়ি। থাকে তো—পালিয়ে গিয়ে না থাকে তো এইখানেই আছে। ও খুড়ি! খুড়ি মাগো! (কাণ পাতিয়া শুনিয়া) ঐ যে ভিতরে যেন ফুসফুস্ ক'রে কথার আওয়াজ হ'চ্চে না? হ'চ্চে বৈ কি। এইখানেই আছে! (উচ্চৈঃস্বরে) ও খুড়ি! খুড়িমা গো! সু-খবর নিয়ে তোর ক্যাঙ্গলা ছেলেটা এয়েছে যে মা!

(বিমলার মার সহিত যুল্লরার কক্ষদ্বার হইতে প্রবেশ।)

বি-মা। কে গা? দত্ত ছেলে বুঝি?

ভাঁ। হ্যাঁ গো মা! হ্যাঁ! আমি নয় তো আবার কে?

ছেলে না হ'লে আর এতো জোর কার? এই খুড়ি মা, আমার গর্ভধারিণী মা! বলে—"কুপুত্র যদ্যপি হয় কুমাতা কদাপি নয়"। এই বিপদ—এ সময় কি আমি মায়ের কাছে না এসে থাকৃতে পারি? তা খুড়িমা, ধর্ম্ম যেখানে জয় সেখানে! কলিঙ্গের রাজাকে কি কম বুঝিয়েছি? কত হাতে পায়ে ধ'রে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তবে এ যুদ্ধু রদ করিয়েছি, জান গা খুড়িমা! বড় হ'লেই তাঁর পাঁচ বেটা শত্তুর হয়! কলিঙ্গ রাজার কাছে সেই রকম পাঁচ বেটাতে লাগিয়ে ভাঙ্গিয়ে এটা করিয়েছিল কি না! আমি তো কিছু লাগানো ভাঙ্গানো করিনি! কাজেই সে সব উল্‌টে দিয়ে দিনরাত্তি প'ড়ে থেকে কেঁদেকোকিয়ে খুড়োর ওপর তাঁর মন ফিরিয়েছি! এই দ্যাথ তিনি পুরুত্ পাঠিয়ে দিয়েছেন! ওঁর হাতে প্রেসাদি পান আর রাজটীকার ফুল চন্নন আছে! খুড়োকে ডাকুন্, তিনি এসে হাত পেতে নিন্,—বাস্, সব জঞ্জাল মিটে যাক্। রাজায় রাজায় ভাব না থাকৃলে কি খুড়ি কাজ চলে?

[ব মা।] তবেই তো? তা হ্যাঁগা! তোমাদের কলিঙ্গের রাজা মশাই কেন একেবারেই রাজ্যিখানা দখল ক'রে নিন্ না! আমি, আমার সই, আর সয়া তিনজনে পাশের মধুবনের ভেতর কুঁড়ে বেঁধে থাকিগে! আমাদের সৈন্যিসামন্ত তো কেউ গড়ের ভেতর নেই, তোমরা একটু জোরজার দেখালেই আমরা সয়াকে নিয়ে পালিয়ে যাই।

ফু। ও সই! তা কেন? কলিঙ্গের রাজা যখন প্রেসাদি পান পাঠিয়েছেন—তখন আর ও দারুণ কথায় কাজ্ কি? যে জন্যে রাজ্যত্যাগ ক'রে বনবাসে যেতে চাচ্ছিলেম, কলিঙ্গরাজ সম্রাট্ বাপের বড়,—আর ইনি আমার পেটের সন্তানেরও বাড়া—এঁরাই তার উপায় ক'র্‌বেন্! রাজা হ'য়ে রাজকার্য্য ছেড়ে—সংসারধর্ম্ম ছেড়ে—উদাসীনের মত হ'য়ে থাক্‌তে, রাজার রাজা সম্রাট যিনি, তিনি যদি না দ্যান্ তা হ'লেই তো আমার কামনা পূর্ণ হয়। রাজাস্বামীকে আমার রাজা-স্বামীরূপেই পাই।

বি·মা। তা বেশ্! তবে তাই হোক্! ওঁদের কিন্তু বোলে দিয়ে যেতে হবে, সয়া আমার ঘরে থাক্‌বে—রাজ্যি-পাট ক'র্‌বে আর জাতের দিন ছাড়া অন্য কোন দিন ঐ মন্দিরের ত্রিসীমানায় যেতে পার্‌বে না!

ভাঁ। এই কথা? আমি সব ঠিক ক'রে দোব! এখন বলতো খুড়ি! খুড়ো আমার কোন্ মহলে আছেন? এই মহলে বুঝি? এই মহলে না? এই দিক্‌কার এই ঘর গুলোর ভেতর সেই মাঝখানকার পাশুরে ঘরে বুঝি? বল না? আমি পেটের ছেলে—আমায় ব'ল্‌তে কি?

ফু। হ্যাঁ, সেই ঘরেই আছেন! তা আমি না হয় ডেকে আন্‌চি।

(উভয়ের কক্ষমধ্যে প্রবেশ।)

ভাঁ। ঠিক থেকো ঠাকুর! কাঁপ্‌ছো কেন?

ব্রা। কাঁপছি কেন? সব শুদ্ধু পপাত ধরণীতলে হইনি যে এই ঢের! বাবা ভাঁড়ু! তোমায় ব্যাগত্তা করি—তোমায় জোড়হাত করি—আমায় ছাড়ান দেও, আমি সরে পড়ি। তুমি বাবা ভূতের রোজা—তা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি! রাজার রাণী শাকচুন্নী—আর তার সই ঐ মাগী পেত্নী! ডাক্‌তে গেল রাজাবেটাকে সে বেটা মোরে ভূত হ'য়ে আছে! "রাম রাম"—আবার নাম কল্লুম? (নাক কাণ মলন)।

(বেগে বিমলার প্রবেশ।)

বি-মা। দত্ত ছেলে! সব্বনাশ হয়েছে।

ভাঁ। কি? কি? খুড়ো ওখানে নেই নাকি?

বি-মা। ওগো তা নয় গো, তা নয়! ধ্যানঘরের ভেতর ব'সেছিলেন,—সই গিয়ে খবর দিলে, তোমার কথা বল্যে, অমনি খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লেন্। এমন সময়, জানগা দত্ত ছেলে, জানলার ভেতর দিয়ে যেন বিদ্যুল্লতার মত একটা ধোঁয়াধোঁ আলো এসে সয়ার মাথার চার দিকে ঝক্ ঝক্ ক'রে জ্ব'লে আবার জান্‌লা দিয়ে বেরিয়ে মিলিয়ে গেল! অমনি, জানগা দত্ত ছেলে, সয়া আমার চোঁচাপটে আছাড় খেয়ে প'ড়ে গেল, আমি তাই ব'ল্‌তে এলুম।

ভাঁ। তাই তো! এটা কি রকম হ'ল?

ব্রা। ও বাবা ভাঁড়ু! তোমার খুড়ো দেখ্‌চি তবে তা নয়! বেহ্মদত্তি? তুমি বাবা মজালে দেখ্‌চি! এখনি

খড়ম পায়ে দিয়ে খট্ খট্ ক'রে এসে বেলগাছে তুলে, খুলিটী খুলে, মাথার ঘিটুকু চুমুক দিয়ে খেয়ে, ঠেলে ফেলে দে—

(ফুল্লরার সঙ্গে কালকেতুর প্রবেশ।)

কাল। বাহুর বল গেল, দেহের সামর্থ্য গেল, মা জগদীশ্বরী কি ক'ল্লি! সন্তানের শক্তিসামর্থ্য তেজ-বল একেবারে হরণ ক'ল্লি?

ভাঁ। ও খুড়ো! তোমার তেজ কি যেতে পারে বাবা? কলিঙ্গরাজ তোমার তেজ শুনেই তো সন্তুষ্ট হ'য়েছে—তোমার সঙ্গে সন্ধি ক'বে পাঠিয়েছে। এই পুরুতের হাতে প্রেসাদি পান, আর রাজটীকার জন্যে ফুল চন্নন দিয়ে দিয়েছে। মজা ক'রে নিজের রাজ্য নিজে ভোগ কর, পাঁচজনকে প্রতিপালন কর। এই ধর—হাঁটু গেড়ে বোসে, মাথা পেতে, সম্রাটের প্রেসাদি পান নেও।

(কালকেতুর হাঁটু গাড়িয়া উপবেশন।)

বি-মা। ওগো দত্ত ছেলে! সেই কথাটা অমনি ব'লে দাও।

ভাঁ। হ্যাঁ বলচি! আগে কাজ হাসিল করি। (সঙ্কেতসূচক বংশীধ্বনি করণ)।

(কলিঙ্গ কোটাল ও সৈন্যগণের দ্রুত প্রবেশ এবং কালকেতুকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করণ।)

ফু, বি-মা। ওমা! একি গো! ওমা একি গো! ওকি কর গো! ওঁকে বাঁধ কেন?

কাল। কৈ? বন্ধন কৈ? ফুল্লরা! তোমরা যে বন্ধনের চেষ্টা কচ্চিলে—তার কাছে এ বন্ধন তো অতি তুচ্ছ! মমতার ডোরে প্রাণের বন্ধন—মায়ারজ্জুতে সংসারের বন্ধন—আর সামান্য লোহের শিকলে দেহের বন্ধন—এতে যে স্বর্গমর্ত্ত্য প্রভেদ! এ বন্ধন একদিন সহজে ছিঁড়তে পারবো! কিন্তু ও বন্ধন যে মরণ পর্য্যন্ত সঙ্গের সাথী হবে! ও বন্ধনের চেয়ে এ বন্ধন ভাল!

ভাঁ। ও কোটাল মশায়! শেকলের বন্ধন ছিঁড়তে চায় যে! বেস্ ক'রে বাঁধ—আচ্ছা ক'রে বেঁধে ফেল! দুই হাঁটুতে কনুয়েতে এক সঙ্গে ক'রে, কোমরের সঙ্গে হাতির শিকল দিয়ে, মোড়ম্বা ক'রে বেঁধে ফেল! খুব এঁটে বাঁধ,—গলায় আচ্ছা ক'রে জিঞ্জির লাগাও! লাগিয়ে, কোমরের শেকলে এঁটে দিয়ে, দুই হাতে হাতকড়ি পরিয়ে, দোরস্ত ক'রে নিয়ে চল! হাঁ, ঐ ঠিক্,—ও রকম না হ'লে কি এই বুনো বয়ারকে বাগিয়ে নেওয়া যায়? কেমন হে বাবু কালকেতু! যা ব'লে গেছলেম্—তা হ'ল তো? তা ঘোটলো তো? আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হ'য়েছেল—চোকে কাণে যে দেখতে পাওনি। এখন? এখন আর কে রাখে? ব'লে গেছলুম—যদি হরি দত্তের বেটা হই—জয় দত্তের নাতি হই, তা হ'লে তোমার ঐ হাতীঘোড়া হাটে বেচাবো, গুজরাট দখল ক'রবো, আর ঐ তোমার ফুল্লরাকে হাটে হাটে পসরা দিয়ে মাংস বেচাবো, তবে ছাড়বো। তা হ'ল তো?

কাল। মা জগদম্বার ইচ্ছা পূর্ণ হবে, তুমি কে? ভিখারী না হ'লে মার প্রসাদ তো পাব না! মা ভিখারী কোচ্চেন, তুমি কে? ভাল মন্দের বিচার তিনি কোচ্চেন, এ বন্ধন তাঁরি, তুমি কে?

ক-কোটাল। উনিই এ সমস্তের মূল, তুমি যে এতো ব'ল্‌চো, আমার রাজাকে না জানিয়ে রাজ্যিপাট্ ফেঁদে ব'সেছো, তুমি বাপু কে?

কাল। ভাই কোটাল! আমি কে? আমি কেউই না। এ ধনসম্পদ মা চণ্ডী আমায় দিয়েছেন, তাঁরি আদেশে এ বন কাটিয়েছি, তাঁরি ধন ব্যয় ক'রে আমি প্রজা বসিয়েছি, আমি কিছু জানিনা! সামান্য ব্যাধের ছেলে আমি, এর ভালমন্দ আমার মা-ই জানেন তাঁর চরণতলে প'ড়ে আছি, সর্ব্বস্ব তাঁকে অর্পণ ক'রেছি! এর ভালমন্দ তিনিই জানেন, আমি তাঁকে বইতো আর কাকেও ভালবাসিনা, আর কাকেও ভক্তি করিনা, আর কাকেও ডরাই না!

ক কোটাল। ডরো কি না ডরো, একবার রাজার সমুখে তোমায় নিয়ে গেলে বুঝ্‌তে পার্‌বো! হাতীর পায়ের তলে, কি বাঘের মুখে, কি শূলের আগায়, কি জল্লাদের টাঙ্গির ঘায় যখন প'ড়্‌বে, তখন বুঝ্‌তে পার্‌বো তোমার কত সাহস?

ভাঁ। তাই চলনা কোটাল মশায়! নিয়ে চলনা, আর দেরি কেন?

ফুল্ল। ওগো, রক্ষা কর, ওকে নিয়ে যেওনা! ওঁর কোন অপরাধ নাই। ওগো! তোমাদের হাতে ধরি, সর্ব্বস্ব

নেও! এ হাতীঘোড়া, লোকলস্কর, ধনদৌলত, বাড়ীঘরাট্টি সববস্ব নিয়ে ওঁকে ছেড়ে দাও। আমি কাঙ্গালিনী ছিলেম, কাঙ্গালিনীই থাকি; আমার কাঙ্গাল স্বামী কাঙ্গাল হোক্, আবার বনে গিয়ে বাস ক'র্বো। ওগো! তোমাদের পায়ে ধরি, অভাগিনীকে অনাথিনী ক'রনা—ওঁকে ছেড়ে দাও! এ জন্মে আর কখনও ওঁকে এ জায়গার ছায়া মাড়াতে দে'বনা। ওগো, তোমাদের কাছে গলায় কাপড় দে মিনতি ক'রে বল্‌ছি, আমার স্বামীভিক্ষা দাও! ওগো! সর্ব্বস্ব নিয়ে আমায় স্বামী ভিক্ষা দাও!

কোটা। আমি, মা, রাজ-আজ্ঞাবাহী ভৃত্যমাত্র। আর বিলম্ব ক'ত্তে পারি না। ওহে! বন্দীকে নিয়ে চল!

[বন্দীকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

ফুল্ল, বি-মা। ওগো সত্তি সত্তি নিয়ে গেল যে! রক্ষা কর গো! হায় হায়, কেউ নেই যে রক্ষা করে? হায় হায়, কি ক'র্ত্তে কি কল্যেম্, কি হ'তে কি হ'ল? বুক্ থেকে যে ছিঁড়ে নিয়ে গেল গো! ওগো! কি সর্ব্বনাশ হ'ল গো!

(উভয়ের উভয়দিকে মূর্চ্ছিত হইয়া পতন।)

পটক্ষেপণ।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গুজরাট চণ্ডীমন্দিরের সম্মুখ।

(সাধনা ও সিদ্ধিনাথ।)

সিদ্ধি। প্রেত! প্রেত! প্রেত্! সাধনা। এই অমানিশার ঘোরান্ধকারে প্রেতের নৃত্য হ'চ্চে! অত্যাচারিতের হাহাকারে তাড়নার হুহুঙ্কারে মিশে প্রলয় সঙ্গীতের সংহারতান,উঠ্‌ছে! অত্যাচার আর বাধা মানে না, রাজ্যে নিরাশ্রয় অনাচারের উন্মাদিনী স্রোতস্বিনী দু-কূল ভাসিয়ে গর্‌জাতে গর্‌জাতে ছুটে আস্‌ছে! গ্রামকে গ্রাম, নগরকে নগর সে পৈশাচিক তরঙ্গের মুখে প'ড়ে কে কোথায় ভেসে যাচ্চে, তার নির্ণয় হ'চ্চেনা। প্লাবন! প্লাবন! সাধনা! সে মহাপ্লাবনে সব ভেসে যাচ্চে। ধর্ম্মকর্ম্ম, ধনমান, আশা, বাসনা, সাধনা, কামনা, ইহকাল, পরকাল, মাতৃত্ব, পিতৃত্ব, পুত্রত্ব, এমন কি, কুলমহিলার সোণার সতীত্ব পর্য্যন্ত ভেসে যাচ্চে—কিছুই তিষ্ঠুতে পাচ্চেনা—অনাহত স্রোত অবিরাম বইছে!

সাধ। তাই তো ভাই সিদ্ধিনাথ! এমন বিপদ তো কখনও হয়নি! মায়ের এ সোণার রাজ্যে এমন সর্ব্বনাশ যে হবে, এতো স্বপ্নেও ভাবিনি।

সিদ্ধি। সাধনা! যাকে নিয়ে রাজ্য, যাদের নিয়ে সংসার, আর তারা তো মায়ের নেই! মাকে ছেড়ে ছুষ্ট তৃষায়, কি রাজা, কি প্রজা, সবাই সংসারের মায়া-মরীচিকায় মোজেছে! রাজা গেছে, প্রজা যাচ্চে, রাজ্যও যায়! সম্পদ যারা চেনে না, সম্পদ যারা উপভোগ ক'ত্তে জানে না, সম্পদের মূলে যাদের দৃষ্টি নাই, সে হতভাগাদের বিপদ বই আর কি সম্ভব হ'তে পারে?

সাধ। আচ্ছা ভাই সিদ্ধিনাথ! তারা যেন অভাগা ছেলে—মহামায়া মা তো আমাদের সবারই মা, জানতো ভাই, 'কুপুত্র যদ্যপি হয়, কু-মাতা কদাপি নয়!' তাই ভাবি, তিনি আর হেথায় নেই! মা থাক্‌লে, ছেলেপুলেদের এমন বিপদ কি ঘট্‌তে পারে?

সিদ্ধি। সে কি সাধনা! জাননা? ইচ্ছাময়ী মার ইচ্ছাই যে সম্পদ্‌বিপদের মূল, তাঁর অনাদরে এ সংসারে বিপদ আসে, আবার তাঁরি আদরে বিপদ ত্রাসে ছুটে পালায়! বিপদের পর সম্পদ এলে, বিপদবারিণী মায়ের নাম অমনি চারিধারে বেজে ওঠে! মর্ত্ত্যের মাতুনি সংক্রামক হ'য়ে, স্বর্গ পর্য্যন্ত ছুঁয়ে এসে ছড়িয়ে পড়ে! তাই আমি ভাবি, মা কোথাও যান্‌নি—সেই খেলা ক'রবার জন্য, সেই রঙ্গ দেখা'বার জন্য এই বিপদের অবতারণা!

সাধ। তাতো নয় সিদ্ধিনাথ! মা তো আমাদের নিদয়া নন্! কান্নার রঙ্গ দেখ্‌তে তো তাঁকে কখনও দেখিনি, কখনও শুনিনি! আমি ঠিক বুঝ্‌তে পাচ্চি, তিনি হেথায় নাই! ওই দেখ কান্তিময়ী মা জননীর সে জলন্ত

ছুটাতো আর নাই। সে দীপ্তিমান্ শতসূর্য্যের জ্যোতি তো আর নাই!

সিদ্ধি। নাই? নাই সাধনা? সত্যিই তো নাই। তাই তো, তবে কি হবে! অধর্ম্মের ক্ষয় আর ধর্ম্মের জয় তা হ'লে কই হোল? সাধনা! এ জন্মের আগেকার কথা মনে কর, সেই আগেকার কথা! সেই কৈলাসে পদ্মার পরামর্শে, মা আমাদের ভোলানাথকে ভুলিয়ে অভিশাপ দিইয়ে, শচীপতির সাধের সন্তান নীলাম্বরকে ব্যাধের ঘরে জন্ম দিইয়ে,ধর্ম্মের সরল সৌন্দর্য্যে গঠিত ক'রে, তার মুখ দিয়ে জগৎকে মধুমাখা 'মা' নাম বলাতে এসেছিলেন! তা কই হ'ল?

সাধ। ইচ্ছাময়ী মা আমাদের, তাঁর ইচ্ছা তিনিই জানেন, তাঁর কার্য্য তিনি কোল্যেন না! তা, হ্যাঁ ভাই সিদ্ধিনাথ! আমাদের এখন কি হবে? মার নাম যায়, রাজ্য পাপে ডোবে, এখন তুমি আমি কি করি, ভাই?

সিদ্ধি। মার খেলা ফুরোয় যদি, তুমি আমি কে? সাধনা, মাকে পাই ভাল,নইলে তুমি আমি এক হোয়ে যাব। এক হ'য়ে, জান সাধনা, এক হ'য়ে তার পর ঐ মন্দির, মহামায়ীর ঐ পাষাণ প্রতিমা, ওইখানে ওঁরই পাশে——

(রোরুদ্যমানা ফুল্লরার বেগে প্রবেশ।)

ফুল্ল। ওগো কে আছ গো! রক্ষা কর—রক্ষা কর! পাপীষ্ঠরা এখানে পর্য্যন্ত তাড়া ক'রে আস্‌চে!

সিদ্ধি। কৈ? কারা? কোথা?

ফুল্ল। ওগো! ওই যে! ওই যে বাঘের মত গর্জ্জন কোত্তে

কোত্তে আস্‌চে। ওই যে রাজ্যের যত পুরুষকে ধনে প্রাণে মেরে, কুলমহিলার ধর্ম্ম খেতে খেতে, জ্বলন্ত মশাল হাতে রক্তমুখী হ'য়ে ছুটে আস্‌ছে! ওগো! ওরা যে বড় অধর্ম্মী, ওরা এ দেবতার দেউল মান্‌বে না! ওদের পাষণ্ড দলপতি ভাঁড়ুদত্ত চাতুরী কোরে আমার স্বামীকে হরণ ক'রে নে গেছে, রাজ্য ছারখারে দিচ্ছে, শেষে অনাথিনী আমি, আমার উপর অত্যাচার কোত্তে বাড়ি থেকে পথ, পথ থেকে বন, বন থেকে মাঠ, মাঠ থেকে এ পর্য্যন্ত তাড়া কোরে আস্‌চে! ওগো! কোনও উপায় কর, এলো যে! ওগো, মার কাছে এসেও কি এ অভাগিনীর পরিত্রাণ নাই?

সিদ্ধি। কি? এখানেও পরিত্রাণ নাই? এ মায়ের কোলে সন্তানের পরিত্রাণ নাই, কে বলে? জগন্মাতা মাগো! এ বুকভাঙ্গা নৈরাশ্যের কথা কাণ পেতে শুন্‌ছিস্ কি? তোর আশ্রয়ে এসে তোর ছেলেমেয়ে পরিত্রাণ পাবে না? এ কলঙ্কের কথা কাণ পেতে শুন্‌চিস্ কি? বল্, বল্ মা অসুরনাশিনী! বল্ মা! এ কলঙ্কের কথা তোর কেন শুনি? কেন শুনি? কেন শুনি? শুন্‌তে পারি না যে মা, সর্ব্বশরীরে যে বিদ্যুৎ ছুটে যায়।

(নেপথ্যে কোলাহল।)

মৃন্ম। ওই,—ওই বুঝি ওরা এলো?

সাধ। তাইতো! এসে পোড়্‌ল যে! ভাই সিদ্ধিনাথ! আমি দৌড়ে সিংদরজাটা বন্ধ কোত্তে ব'লে আসি!

[বেগে প্রস্থান।

(নেপথ্যে পুনঃকোলাহল।)

সিদ্ধি। ওই—ওই মহাশক্তি মাগো, এলো যে! অসুরের দল এলো যে! অসুরনাশিনী! জাগ্, মা, জেগে আমায় খড়্গ দে! তোর হাতের খড়্গ তোর সন্তানের হাতে দে! অসুরের রক্তে তোর পা ধুইয়ে দি!

(সিদ্ধিনাথের মন্দিরে প্রবেশ ও সাধনার পুনঃপ্রবেশ।)

নেপথ্যে। (একজন) ওই যাঃ—দরজা বন্ধ কল্যে যে।

নেপ-ভাঁ। দরজা ভেঙ্গে ফেল্, চুলের ঝুঁটী ধোরে বের ক'রে নিয়ে আয়! তার পর এইখানে দশের সুমুখে বেইজ্জত্ কোরে, তলয়ারের আগায় টুক্‌রো টুক্‌রো কোরে, গাদায় মিশিয়ে দে! প্রতিহিংসার এতটুকু বাকি রাখ্‌বো না। ভাঙ্গ্, ভাঙ্গ্, দরজা ভেঙ্গে ফেল্!

(মহাকলরব ও আঘাতের শব্দ।)

(খড়্গহস্তে মন্দির হইতে সিদ্ধিনাথের প্রবেশ।)

সিদ্ধি। খড়্গ পেয়েছি! শতসহস্র অসুরাবতার-পাতের স্পৃহা খড়্গ এই আমার হাতে! এই জীয়ন্ত খড়্গে অসংখ্য বলি এনে মায়ের পায়ের তলে ফেলে দেব!

(নেপথ্যে কোলাহল ও দ্বারভঙ্গের শব্দ।)

সিদ্ধি। ঐ যে! ঐ যে বলি এলো! আপনি এলো, জয় মা! (নেপথ্যে গমন ও ছিন্ন শির হস্তে পুনঃপ্রবেশ) জগদীশ্বরী! এই নে, আবার আনি! (নেপথ্যে গমন ও ছিন্ন শির হস্তে পুনঃপ্রবেশ) অসুরনাশিনী! এই নে,

আবার আনি! জয় মা! (নেপথ্যে গমন ও ছিন্ন শির হস্তে পুনঃপ্রবেশ) দনুজদলনী! এই নে, আবার আনি! জয় মা! (নেপথ্যে গমন ও ছিন্ন শির হস্তে পুনঃপ্রবেশ) জগদম্বে! এই নে, আবার আনি! জয় মা! (নেপথ্যে গমন ও ছিন্ন শির হস্তে পুনঃপ্রবেশ) মহিষমর্দ্দিনী! এই নে, আবার আনি!

(মন্দির হইতে জ্যোতির্ম্ময়ী চণ্ডী-মূর্ত্তির প্রবেশ।)

চণ্ডী। ওরে বাবা! থাম্, পাতকীর শোণিত-পাতে পাতকী কমে, নিঃশেষ হয় না। অনুতাপের অস্ত্রে পাতকী তরে, পাতক বলি দিয়ে, কই, কেউতো তরাচ্ছে না! আমার সোণার সংসার ভেঙ্গে যাচ্চে! আমার পুণ্যের রাজত্বে পাপ ঢুক্‌ছে! আমার ধর্ম্মভীরু ছেলেপুলেরা অধর্ম্মের স্রোতে ভেসে যাচ্চে! ওরে, তাদের ত কেউ ফেরাচ্চে না! এ ঘোর অন্ধকারে আলোকের পথ কেউ দেখাচ্চে না! তারা সবাই ভুল বুঝ্‌চে! সুপথ ভেবে কুপথের দিকে ছুটে যাচ্চে! আপন আপন ছুরি আপন আপন বুকে মেরে, আত্মহত্যা-মহাপাতকে লিপ্ত হোচ্চে! পরকে আপনার ক'চ্চে, আপনারকে পর কোচ্চে! 'এ মহাভ্রম তাদের কেউ বুঝিয়ে দিচ্চে না। এ মহা ভুল তাদের নিজের নিজের সত্বা পর্য্যন্ত ভুলিয়ে দিচ্চে! কেউ স্মরণ করিয়ে দিচ্চে না! কেউ রক্ষা কোচ্চে না! এমন জ্বালা, আমি মা হ'য়ে, কেমন কোরে সইতে পারি, বাবা?

সিদ্ধি। মা! একি মা! এ রহস্য কেন মা! জগদীশ্বরী! তোমার জগৎ, তোমার জীব, তুমি সবার অন্তরে থেকে এ অন্তরের কথা কেন কইচ মা? মহামায়া! এ তোমার কোন মায়া মা? এ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ওপর নীচে, ভেতরে বাইরে, যেখানে যা আছে, তোমার অগোচর তো কিছু নয় মা! তুমি জগতের স্থাবরজঙ্গম, তুমিই জীব দেহে প্রাণ; আত্মময়ী! তোমাতে সব, তুমিও সবাতে। তবে এ ছলনা কেন? সন্তানকে সুপথ তুমি না দেখালে আমরা কে?

চণ্ডী। ওরে বাবা! সন্তান কি আর আমার আছে? তারা যে আমায় পর ভেবে পরের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে! এ ভবসমুদ্রের তটে একলা আমি তাদের নিয়ে খেলাচ্ছিলেম, চেয়ে দেখি এক একটি তরঙ্গ এসে একে একে তাদের গ্রাস ক'রে নিয়ে যাচ্চে। তারা যাচ্চে আর ফিরছে না। আমি শূন্য কোলে সোণার ছেলেমেয়েদের ভাসিয়ে দিয়ে আত্মহারা অভাগিনীর মত কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্চি। হ্যাঁ বাবা! শুনেছি, পুত্রহীনা কাঙ্গালিনীর কান্নায় পাষাণ গলে; পরে এসে চক্ষের জল মুছায়। আপনার যারা, তারাত কই আর ফেরে না। তাই বাবা, তাই আমি কেঁদে সারা হই। কান্নার ডোরে যদি বাছাদের ফিরিয়ে এনে আবার বাঁধতে পারি, তাই কাঁদি বাবা!

সিদ্ধি। কাঁদবে কাঁদ, কিন্তু মা! তোমার কান্নাতো তোমার নয়! তোমার হাসিকান্না যে জগতের হাসিকান্না।

তুমি যাদের জন্য কাঁদ্‌চ, তারাও তো তোমার জন্যে কাঁদ্‌চে।

চণ্ডী। কই কাঁদে বাবা! তারা কাঁদে কই? আমার বাছারা কাঁদে কই? আহা, তারা যে আমার বড় সুবোধ ছেলে; মা বই যে তারা আমার আর কাউকে জান্‌ত না, মার কোল বই তারা যে আমার আর কারও কোল চিন্‌তো না, মা নাম বই তারা যে আমার আর কারু নাম মুখে আন্‌ত না। এমন সব ছেলে আমার কোথায় গেল বাবা? বাবা! বল্‌রে, তারা যে বড় সাধের বাছা আমার; বল্‌রে, তারা যে বড় দরদের নিধি আমার; বল্‌রে, আমি তাদের কোলে পেয়ে যে সকল দুঃখ ভুলে ছিলেম; বল্‌রে, আমার মায়ার পুতুল সব কম্‌নে পালাল, বল্?

সিদ্ধি। তাদের যে মা সম্পদ দিয়ে ভুলিয়ে ছিলে! বিপদের ধাক্কা সইতে, বিপদের কান্না কাঁদ্‌তে তো শেখাওনি! তুমি বিপন্নের মা—সম্পন্নের তো কেউ নও! লোক বিপদে তোমায় ডাকে, সম্পদের সময় ভুলে যায়! বিপদে জগতের লোক জগতের লোককে ফেলে পালায়, একলা তারা, তাই তোমায় চায়—অন্য কাউকে পায় না, তাই তোমায় চায়! সম্পদের সময় শত্রু এসে মিত্র হয়, অনাহ্বানে পর এসে আপনার হয়ে বসে, আর তোমায় ভুলিয়ে দেয়! তারা তাই তোমায় ভুলে, মাথা পেতে বজ্র নিয়ে, মহাপাতকের হ্রদে গিয়ে ডুব দিয়েছে!

চণ্ডী। বটে! বটে বাবা! বাছাদের আমার ভুলিয়ে নেগেছে?

সিংহিনী আমি, আমার বাছাদেরও ভোলালে? সদ্য-প্রসূতা সিংহিনী আমি—আমার শাবকদের শিকারীতে হরণ ক'রে নে গেল? এখনি যে উন্মাদিনীর মত পৃথিবীর এক প্রান্ত হ'তে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটে যাব, যেখানে পাব, পাপ শিকারীর বুকের রক্ত শুষে খেয়ে নিজের শাবকদের কোলে নিয়ে, আস্তে পারি ফিরে আস্বো, আর যদি না পাইতো, সাধনা! সিদ্ধিনাথ! সন্তানদের যদি না পাই, তা হ'লে, আমার এই যাওয়াই শেষ যাওয়া! এ পাপ রাজ্য ছারখার হ'য়ে যাবে, আর আস্বো না!

[বেগে প্রস্থান।

সাধ। সিদ্ধিনাথ! মা যে চ'লে গেল ভাই! আর আস্বে না ব'লে গেল যে! তুমি আমি তবে আর কেন থাকি? কার জন্যে থাকি?

সিদ্ধি। তাই তো? কোথা থাকি? কার মুখ পানে চেয়ে থাকি? মা আমাদের পায়ে ঠেলে চ'লে গেলেন, আমাদের আর দাঁড়াবার স্থান কই, সাধনা? সাধনা! এ শূন্য মণ্ডপপানে যে চাইতে পারি না! ওহো! মাতৃপীঠে মা নাই, আমরা তবে কে? মা নাই, ভক্ত তবে কে? ভক্ত নাই, সাধনা, তুমি কে? সাধনা রবে না, আমি সিদ্ধি কে? সবশূন্য—সবশূন্য—জগন্মাতাহীন জগৎ শূন্য—শূন্য পুরীতে কোথায় রব? এ শূন্য শ্মশানে মা—মা বোলে আর কারে ডাক্‌বো? কে উত্তর দেবে? আমরা প্রাণ ভোরে ডাক্‌বো 'মা' শূন্য শ্মশান প্রতিধ্বনি

দেবে 'মা' ; তাই শুনতে এ ছাই ঠাঁয়ে কি আর থাক্‌তে পারি? সাধনা। অনন্ত মহাশূন্যের এক বিন্দু শূন্য নিয়ে এয়েছি, পঞ্চভূতের জাল ছিঁড়ে, চল দুজনায় এক হ'য়ে, সেই অনন্ত মহাশূন্যের স্তরে স্তরে মহামায়ীর মহা কায়ে মিলিয়ে যাই!

সাধ। চল তাই যাই ভাই! এ জড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি!

(বিমলার মার দ্রুত প্রবেশ।)

বি-মা। ওগো! এই যে তোমরা হেথা? তোমরা কিছু দেখনি? হ্যাঁ সই! তুমিই না হয় বলনা, আমি কি সত্যি দেখ্‌লুম, না, স্বপ্ন দেখ্‌চি!

ফুল্ল। কি সই! কি দেখ্‌লে?

বি-মা। ওমা তোমরা কিছু দেখনি? এই মাত্তর এই দিক-থেকেই তো সব গেল গো! এমন আশ্চয্যি জন্মে কখনও দেখিনি?

সিদ্ধি। কি? কি দেখেছ, বাছা?

বি-মা। ওমা, তবে দেখ্‌চি তোমরা কিছু জাননা! তবে হয়ত আমি স্বপন দেখিছি, এখনও হয়ত স্বপন দেখ্‌ছি! স্বপন না হ'লে কি অমন আশ্চয্যি কেউ কখনও সত্যি সত্যি দেখ্‌তে পায়?

সাধ। কি মা? কি দেখেছ বলনা! স্বপন কি আর কেউ জেগে দেখে? বলনা?

বি-মা। আচ্ছা বল্‌ছি! এই দ্যাখ মা, আমাকে আর আমার

এই সইকে তাড়া দিতে সই পালিয়ে এলো, আমি ছুটে গিয়ে, মোড়লদের বাড়ির পাশে, রাস্তার ধারে সেই যে বটগাছটা আছে, তারির পাশে লুকুলুম্; লুকিয়ে আছি, এমন সময়, জান মা, এই মন্দিরের দিক্‌টা যেন আলো হ'য়ে উঠ্‌লো! চেয়ে দেখি সেই ভাঁড়ুদত্ত পোড়ারমুখো আর তার সঙ্গে একদল লোক ছুটে আস্‌ছে; আর তাদের পেছনে পেছনে, ব'ল্‌বো কি মা, ব'ল্‌তে গা শিউরে উঠ্‌ছে, একটা পেরকাণ্ড সিঙ্গীতে চ'ড়ে জলন্ত আগুণের মত রং, সেই সেই যে সই, সেই যে দেবতাছুঁড়ি তোমাদের সাত ঘড়া ধন দিয়েছিল, সেই দেখিনা ছুটে আস্‌ছে; তার পেছনে আশে পাশে আবার দেখি বাঘ ভালুক বরা আরও কত-কি জন্তু জানোয়ার লক্‌লকে জিব বের ক'রে হাঁ-হাঁ ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে ছুটে আস্‌ছে। আর পথের দুধারি কলিঙ্গের সয়তান গুণোর, কাউকে থাবা মেরে, কারুর বুক চিরে, কারুর ঘাঁড় ভেঙ্গে, রক্ত শুষ্‌তে শুষ্‌তে এগুচ্চে! দেখ্‌তে দেখ্‌তে মা চোকের বার হ'য়ে গেল—

সিদ্ধি। বটে! এমন হ'য়েছে? মা আমার অসুর দমন ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে চোলে গেছেন, চল দেখি দেখি। জয় মা জগদীশ্বরী! জয় মা জগদীশ্বরী!!

[সকলের বেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(কলিঙ্গ কারাগার।)

(কারাগারস্থ গহ্বর হইতে ধীরে ধীরে কালকেতুর প্রবেশ।)

(কালকেতুর গীত।)

আমি জাগিয়ে ঘুমাই।
চাই স্বপনে ডাকিতে মায়ে
মা-মা-মা-মা ব'লে
নারি,—আঁখি-নীরে ভাসি তাই।
আমি এ কারায় কাঁদি তাই॥
আগে জাগিয়ে কাঁদিয়ে কত ডেকেছিনু মায়,
তায় জেগে মা জননী কোলে নেছিল আমায়,
ভাল বেসেছিনু যত,
ভাল বেসেছিল তত,
মায়ামমতা-বাঁধনে বেঁধেছিল মহামাই।
ডোর ছিঁড়েছে মা দয়াময়ী,
সে দয়াত নাই॥
কই ডাকিলে শুনেনা মা তো সাধিলে আসেনা,
প্রাণ শূন্য হ'য়ে আছে মা তো আসিয়ে বসেনা,

আমি মা-হারা সন্তান,
আমি পাতকী-প্রধান,
পেয়ে নারিনু রাখিতে নিধি একি এ বালাই।
গেল, মা কোথা, মা কই, মাগো মায়াময়ী মাই ॥

(গান করিতে করিতে জ্যোতির্ম্ময়ী চণ্ডীমূর্ত্তির আবির্ভাব।)

(চণ্ডীর গীত।)

আমায় কে ডাকে মা ব'লে রে।
(ওরে) মা ব'লে ডাকিত যারা
তারা গেছে চ'লে রে ॥
গেছে একে একে ছেড়ে তারা সব,
মোর বাছারা নীরব,
কেউ মা ব'লে ডাকেনা, ডাকিলে শোনেনা,
কোল পেতে কাঁদি, কোলে তো আসেনা,
এলো গেল চ'লে ছ'লেরে।
(ওরে) বুক ভেঙ্গে গেল, সকলি ফুরাল,
ছাই হ'য়ে যাই জ্ব'লেরে ॥

(কালকেতুর গীত।)

আমি মা ভুলে মা ম'জেছি।
(ভবে) এ ছার কারায়, তারা,
মায়া-বেড়ি পোরেছি ॥

দিছি রিপু-করে সঁপে দেহপ্রাণ,
বুকে নিয়েছি পাষাণ ;—
রিপু সাধিলে শোনেনা, মিনতি মানেনা,
ছাড়িতে চাহিলে ছাড়িতে চাহে না ;—
দিবারাতি সারা হতেছি।
(হ'য়ে) হুতাশে আকুল, হেরিনে মা কূল,
অকূল পাথারে পড়েছি ॥

(চণ্ডীর গীত।)

আহা মরি মরি হ্যাঁরে ওরে বাপ,
(কেন) লইলি এ তাপ ;
(কেন) চিনে চিনিলি না, মা ব'লে এলিনা,
সন্তানের ডাকে কবে করি ঘৃণা ;
না এসে থাকিতে পেরেছি ?
(ওরে) পাপী তাপী সবে, আমি যে এ ভবে,
মা নাম শিখাতে এসেছি ॥

(কামকেতুর গীত।)

ওমা, মোহে ম'জে মরেছি।
(ভুলে) আপনি মা আপনায় হারাইয়ে বসেছি ॥

(চণ্ডীর গীত।)

তুই যে রে বাপ নাড়ীছেঁড়া ধন,
মোর লুকান রতন ;—
(কোলে) ছিলি ভাল ছিলি, আপনা ভুলিলি,
মায় ভুলে তায় যত দাগা দিলি ;—
(তোর) মুখ দেখে সব ভুলেছি।

(কালকেতুর গীত।)

(আমি) ছিঁ ছি কি পাতকী, অধম নারকী,
হেন মায় দাগা দিয়েছি ॥

(চণ্ডীর গীত।)

ব্যথা পেয়ে বুকে চুপে চুপে সই,
হেঁকে কাঁদিনি ত কই ;—
(পাছে) ঝুরে আঁখিবারি, বাছারি আমারি,
অকল্যাণ ঘটে তাইরে নিবারি ;
ছাড়া পেয়ে ছেড়ে চলেছি।

(কালকেতুর গীত।)

ওমা, আর না ছাড়িব, পাছু পাছু যাব,
অনেক যাতনা সহেছি ॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

চণ্ডি-মন্দিরের পুরোভাগ।

(বিমলার মা ও ফুল্লরা উপস্থিত।)

ফুল্ল। সই! সকলই যে ফুরাল! আশায় বেঁচে থাক্‌বার আর কিছুই দেখ্‌তে পাচ্চি না যে! আশা ক'রে নিরাশার শেল বুকে সওয়া, আমি সেই বালিকা বয়েস থেকে অভ্যেস ক'রেছি—সে অভ্যেসে তো সই আর কোন ফল হোচ্চে না! আগেকার শেল যখনই যখনই বুকে বেজেছে, তাঁর মুখ চেয়ে আমি তখনই তখনই তা সয়েছি। আজ আর তো সইতে পাচ্চি না সই! অভাগিনী আমি, সে মুখ যে জন্মের মত হারিয়ে বসে আছি! আজ যে এ বুক সত্যি সত্যি ফেটে যেতে চাচ্চে! প্রাণের ভেতর ঘোর অন্ধকার—কোন আশার ছবি আর যে ফুটে উঠচে না। সে শূন্য শ্মশানে কেবল মাঝে মাঝে ধূ ধূ শব্দে আশা ভরসার চিতা-বহ্নি জলে জলে উঠছে! সই! এই প্রাণের ভস্মরাশি নিয়ে আর এক দণ্ডও যে বেঁচে থাক্‌তে পাচ্চি না! আমায় এতদিন বেঁচে থাক-বার এত উপায় বলেছিলি—আজ সই! তোর হাতে ধরি—আমায় ম'র্‌বার একটি উপায় ব'লে দে! বেঁচে জুড়ুতে পাইনি—ম'রে জুড়ুই।

বি-মা। ও সই! ও কি বলিস্? মরণের পথে কি তোকে আমার একা যেতে দেব মনে ক'রেছিস? এক দিনে

এক কুঁড়ের ভেতর জ'ন্মে—এক সঙ্গে খেলাধুলো ক'রে দুঃখেসুখে তোতে আমাতে কাটিয়ে এসেছি! আজ তুই বুকের রক্তপাত ক'রে—সর্ব্বস্ব হারিয়ে—নারীজন্ম বৃথায় কাটিয়ে, এ সংসারের সংহারপীঠে আত্মবলিদান দিতে যাচ্চিস্—আমি কি রমণী হ'য়ে তোকে একা যেতে দিতে পারি? এতে যে কোমলপ্রাণা রমণী-নামে কলঙ্ক হবে সই! এতে যে রমণীর জীবনমরণের ভালবাসা আর কেউ ব'ল্‌বে না সই! আমি তোরে নিয়েই সংসারী। তোর সংসার ভেঙ্গেছে—আর আমি কে? তোর সংসার ভেঙ্গেছি—আব আমি কি? চ' সই! চ'! মরণের পথে তোর সঙ্গে আমিও যাই চ'! দুই দুঃখিনীর অশ্রুজল দু-জনে মুছিয়ে—দু-জনে দু-জনের গলা ধরাধরি ক'রে—দেবতা স্বামীর চরণ চিন্তা কত্তে কত্তে—জলন্ত চিতার বুকে, আসন পাতিগে—চ'!

ফুল্ল। আহা! সই! আমি অভাগিনী, আমারই সইবে, তুমি কেন তোমার এ সোণার অঙ্গ আগুণে দেবে? আমি মহাপাতকিনী—নিজে কেঁদে, পরকে কাঁদাতে—নিজে জ্বলে, পরকে জ্বালাতে—এ ভারতে এসে জন্মেছি! আমার মরণে সবাই জুড়ুবে, আর তুমি—তুমি যে, সই, বিধবা ব্রহ্মচারিণী, লক্ষ গৃহস্থের আদরের নিধি, ভক্তির প্রতিমা, মমতার সামগ্রী—তুমি ম'লে যে চারিদিকে কান্নার রোল উঠ্‌বে—হা-হুতাশের ঝড় বইবে! তুমি বেঁচে থাক, দশের উপকার কর, আমায় যেতে দাও! আমার সকলই ফুরিয়েছে, আমা হ'তে আর কিছু হ'ল

না! আমার খেলাঘরের সংসার পাতা হ'ল, ভেঙ্গে গেল, খেলাধূলা যেন স্বপ্ন হ'য়ে রইল। আমায় একা যেতে দাও! আমার সঙ্গে যেতে চেয়ে আর আমায়, সই, বাধা দিও না!

দি-মা। ইস্—তাইতো! আমি তাই যেতে দিলেম এতক্ষণ! একলা যেতে দেব ব'লে প্রায় কি না দুজনে এতদিন এক হ'য়ে রইলেম? সুখের সময় পাশে থেকে, এ দুঃখের সময়, তোমায় একলা না ছেড়ে দিলে মানাবে কেন? তোমায় মরণের কোলে তুলে দিয়ে, আমি বেটী জীয়ন্তে ম'রে থাকি আর কি?

(বুলান ও সোমাই ওঝার প্রবেশ।)

সোমাই। এই যে! এঁরা হেথায় র'য়েছেন!

বুলান। ঠাকুর! এঁরা রয়েছেন বটে! কিন্তু ওদিকে দেখ্ছ কি? মাতৃপীঠ শূন্য যে! ওহো! মা-হারা মাতৃভূমির তাই আজ এ দুর্দ্দশা—মা-হারা সন্তানদের তাই আজ এ দারুণ অধঃপতন! মা আমাদের সাধ ক'রে এ সোণার সংসার সাজিয়েছিলেন, ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন ক'রে দেবতার মত দণ্ডধরের হাতে রাজদণ্ড দিয়ে, প্রজারূপী ধর্ম্মভীরু ছেলেপিলেদের কোলে নিয়ে, এই সোণার সংসার সাজিয়েছিলেন! তা রইল কই? কোথা থেকে পাপ প্রেত এসে, মায়ের এমন সোণার সংসার ছারখার কল্লে, ভেঙ্গে চুরে দিলে! পাপের দুর্গন্ধে মা জননী আমাদের ঘৃণায় ফেলে চলে গেলেন। ঠাকুর! মা গেছেন, রাজা গেছেন, তাই আজ রাজ্যের এ দুর্দ্দশা। দেশ

পুরুষত্বহীন, একটী মাত্র পুরুষও আর জীবিত নাই, পাপীর অস্ত্রে সবাই প্রাণ দেছে। রাজ্য বিধবায় পূর্ণ, বিধবার রোদন ঐ শোন, ঐ শোন, মর্ম্মভেদী রোল তুলে, তারা দলে দলে রণস্থলে চিতারচনা ক'রে, মৃত স্বামীদের সঙ্গে সহমরণে যাবার ব্যবস্থা ক'চ্চে। চোরের মত লুকিয়ে লুকিয়ে এ দেখ্‌তে আর এ মহাশ্মশানে কি ক'রে থাকি? ঠাকুর! চল, সম্মুখে নদী, দু-জনেই বৃদ্ধ, মরণের পথে এগিয়ে ব'সে আছি—চল, ঐ নদীগর্ভেই এ দুখানা ভগ্নতরী ভাসিয়ে দিয়ে যাই।

গো। তা চল, কিন্তু এ অভাগিনীদের কি হবে?

বি-মা। আমাদের কি হবে, তা আর পুট্‌ঠাকুর, তোমাদের ভাবতে হবে না! আমরা হিন্দুর বিধবা, সোয়ামীর প্রাণের সঙ্গে প্রাণ দিয়ে তো বসে আছি। তার পর, এই শূন্য দেহখানাকে পুড়িয়ে ফেল্‌তে আমরা কখনও ডরাতে শিখিনি, জানিনা, তাতো জান পুট্‌ঠাকুর! বিধবার মরা তো বেঁচে যাওয়া গো! আমাতে, আমার সইতে এখনি চিতায় ব'সে নিজে হাতে আগুণ দিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবো এখন, দেখো; আমাদের জন্যে তোমাদের কোন ভাবনা নেই।

সো। সেকি! আহাহা! তা কেন ক'র্‌বে, তোমারগে—তা কেন ক'র্‌বে?

সুম। জেঠা মশায়! হতভাগিনী আমি, আমি আর কি কর্‌বো? আমি তো আর তাঁকে ফিরে পাব না। ফিরে পাবার যে আর একটুও আশাকে মনে ঠাঁই দিতে পাচ্চি

না! মহাপাপিনী আমি, নিজ হাতে বিষ তুলে তাঁর মুখে দিয়েছি, ইচ্ছা ক'রে নিজে তাঁকে, সিংহের গহ্বরে ফেলে দিয়েছি! একেবারে হারিয়েছি, আর তো ফিরে পাবনা! ফিরে পেলে, জেঠা মশায়, এবার কত সাধ করেছিলেম—কত আশা পুষেছিলেম! এবার ফিরে পেলে, মনে ছিল, তাঁর পায়ে কাঁটা ফুটলে দাঁত দিয়ে তুলবো, তিনি যা ভাববেন তাই ভাববো, যা করবেন তাই করব, যে পথে যাবেন সেই পথে যাবো, নিজেব নিজত্ব কিছু আর রাখবো না! সব তাঁতে মিশিয়ে দেব, তাঁর প্রাণে আর কখনও কোন ব্যথা দেবো না; এ ছাই সংসারের মায়ায় মুগ্ধ ক'রে রাখতে আর কখনও এগুবো না! তিনি মাকে চিনেছেন, মার কোল নিয়েছেন; আমিও মার কোল চিনেছি, মার কোল নেব। ধনের দুঃখমাখা সুখ ফেলে, সম্পদের যাতনা-জড়িত স্বোয়াস্তি ফেলে, মনের নির্ম্মল সুখ আর প্রাণের শান্তিময় স্বোয়াস্তি উপভোগ করবো! পত্তিপল্লীতে নির্ম্মল প্রাণে মার পূজায় দেহপাত ক'রব! তা, তা আর হ'ল কই? সে সাধ আমার মিটল কই? আমি যে, জেঠা মশায়, সর্ব্বস্ব হারা হ'য়ে আজ নিজেকে পর্য্যন্ত হারিয়ে বসেছি! এখন কাল বই আর কে আমায় কোল দেবে!

(মুরারী ও মুরারী-পত্নীর প্রবেশ।)

মু-প। বল্ পোড়ারমুখো বল্! আমার সঙ্গে সহমরণে যাবি কিনা বল্! নইলে এখনি সেই ভাঁড়ু দত্তর দোরে যে কেঁদো

বাঘটা পাহারা দিচ্ছে, তার মুখে তোকে ঠেলে ফেলে দেব, বল্!

মু। ওরে থাম্! কাউকে আর কারুর সঙ্গে সহমরণে যেতে হবে না; থাম্, এঁরা এখানে রয়েছেন, এঁদের বলি! ওগো! রাজা ফিরেছে! আমাদের চণ্ডীমার স্বপনে নাকি ভয় পেয়ে, কারাগারে এসে, আপন হাতে রাজা সাজিয়ে, ঢাক ঢোল সঙ্গে দিয়ে, ভুঁয়ে রাজাদের দিয়ে ছাতা ধরিয়ে, চামর ঢুলিয়ে কলিঙ্গের রাজা সহরের সীমানায় আমাদের রাজা মশায়কে পৌঁছে দিয়ে গেছে!

সো। কে বল্লে?

বুলা। কই?

বি-মা। কোথা গো?

ফুল্ল। অ্যাঁ! আমার এমন দিন কি হবে?

মু। ওগো হ্যাঁগো হ্যাঁ! আমি স্বচক্ষে এই দেখে আসছি।

সো। তুমি তোমারগে সহরের বাইরে কেমন ক'রে গেলে? তুমি তো তোমারগে ভেঁড়োর ভয়ে সস্ত্রীক অন্দরমহলের চোর কুটুরিতে লুকিয়ে ছিলে।

মু-প। শুধু তাই, গোঁসাই মশাই ঠাকুর! আঁচল ঢেকে রাখি, তবে কত্তার কাঁপুনি থামে!

মু। তাই তো ঠিক! জান গোঁসাইমশাই! কাঁপ্‌ছি আর জোরে জোরে নিশ্বেস ফেল্‌ছি, এমন সময় দেখি না আমার শিবু ইয়ার এসে ইসারা ক'রে ডাক্‌লে! ডেকে বল্লে—"ইয়ার! ভয় কি? ভাঁড়ু দাদা বেটার দলের

সকলকার বাড়ির সদর দোরে চণ্ডিমা আমাদের বাঘ, ভালুক, সিঙ্গী, বরার দল সব ছেড়ে দিয়ে গেছেন, তারা থাবা মেরে বোসে, দোর আট্‌কে আছে; কোন ব্যাটাকে বাড়ি থেকে বেরুতে দিচ্চে না; অথচ রাহি মানুষকে কিছু বল্‌ছে না!" তাই দেখ্‌তে দেখ্‌তেই তো সহরের বার পর্য্যন্ত গেলুম! গিয়ে দেখি রাজা মশাই হাজির! জান সাঁই মশাই! শুধু হাজির নয়! আরও কত কি আশ্চর্য্য কাণ্ড হ'ল! মরা ফিরল।

সো। সে কি রকম? তোমারগে, সে কি রকম?

মু। রকম ভাল, সাঁই মশাই শোন না! এই লড়ায়ে যে সব মদ্দ মরেছিল, আর বাকি যাদের ভেঁড়ো দত্তের দল জবাই ক'রেছিল, দেশ শুদ্ধু তাদের রাঁড়ীগুলো সব এক হ'য়ে সারি সারি আগুণের কুণ্ডু কেটে সেই সময়ে সহমরণে যাচ্ছিল! রাজা মা তাই দেখে চক্ষের জলে ভেসে গিয়ে "জয় মা জগদীশ্বরী" বলে ডাক্‌তে লাগ্‌লেন—দেখ্‌তে দেখ্‌তে এক পসলা বিষ্টি হ'য়ে গেল! সবাই বল্‌তে লাগ্‌লো "মা অমৃতকুণ্ডুর জল ছড়িয়ে দিলেন" অম্‌নি যে যেখানে ম'রে পড়ে ছিল, সব গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো! একটা মহা কলরব প'ড়ে গেল, তার পর বাজনাবাদ্যি কত্তে কত্তে রাজা এসে সহরে ঢুকে ভেঁড়োর বাড়ির সাম্‌নে দাঁড়ালেন দেখে, ছুটে এসে মাগীকে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছিনেম আর কি! ঠকনাবুড়ে ভেঁড়ো ব্যাটার নাকালটা—বুঝলে—হয়ত এতক্ষণ হ'য়ে গেল! ঐ যে বাজ্‌নাবাদ্যি শোনা যাচ্চে! ঐ বুঝি

সব আস্‌চে! হাঁ ক'রে আমার মুখপানে চেয়ে দেখ্‌চেস কি? কান পেতে শুন্‌্‌ না!

(নেপথ্যে দূরে বাদ্যধ্বনি।)

সোম। তাই তো!

বুলান। সত্যিই তো!

বি-মা। ও সই! সত্যিই তো ঐ বাজ্‌তেছে!

ফুল্ল। সই! অভাগীর কপাল! বিশ্বাসের সাহস কুলোয় না! মা কি আমায় এমন দিন দেবেন? এ দিন পেলে যে আমি তাঁর কেনা দাসী হ'ব!

বুলা। ওগো ঐ যে! ব্রহ্মময়ী মা আমাদের ঐ যে! ঐ যে জননীর জাগ্রত মুর্ত্তি জেগে উঠ্‌লো! (মাতৃপীঠে মাতৃ মুর্ত্তির আবির্ভাব।)

(নেপথ্যে নিকটে বাদ্যধ্বনির মধ্যে প্রজাগণ লইয়া সাধনা ও সিদ্ধিনাথের সহিত কালকেতুর প্রবেশ।)

সাধনা, সিদ্ধি, কালকেতু। জয় মা জগদীশ্বরী!

সকলে। জয় মা জগদীশ্বরী!

(গর্দ্দভ-বেশী ধূমকেতুর পৃষ্ঠে উল্টামুখে চাপিয়া জুতার মালা গলে, মুণ্ডিতমস্তক ভাঁড়ুদত্ত ও উভয় পার্শ্বে শতমুখী হস্তে দুর্ম্মুখো ও ছুরশীলার প্রবেশ। সম্মুখে ধূমকেতুর গলরজ্জু ধারণ করিয়া রোস্তম ও পশ্চাতে শিবার প্রবেশ।)

রোস্ত। আয় বেটা হারামখোর, চ'লে চ'লে আয়! এ সহর ছেড়িয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে যাত্তি হবে তো? (দড়ি আকর্ষণ)

শিবা। হাট্‌ শালার গরু হাট্‌—খুড়ি—গাধা হাট্‌! শালার

গাধা খাতি পার আর যাতি পার না ? হ্যাট্ ! (ছিপ্‌টি মারণ)

দুঃখী। ওরে বুড়ো মড়া—তুই তো চ'ল্লি, আমার দশা কল্লি কি ? বল্—নইলে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দিয়ে, এখনি যেথা ইচ্ছা, যার কাছে ইচ্ছা চ'লে যাব !

দুর্মু। ওরে হতভাগা এক চ'কো ! এই উল্‌টো গাধায় চোড়ে এখনও ওর দিকে চ'লে পড়ছিস্ যে বড় ? ওতো তোকে ছেড়ে দিচ্চে রে বেহায়া ! হিন্দুর মেয়ে, গেরস্তর মেয়ে আমরা, স্বোয়ামীর বিপদে তো আমরা কোমর বেঁধে উঠি ! তাই বলি, আমায় এ সময় পাশে থেকে তোর সেবা কর্তে দিবি কিনা বল্ ! নইলে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দিয়ে, এখনি আমার দলবল নিয়ে তোর পাছু পাছু ধাওয়া ক'র্ব্বো ! অন্য দেশে তোকে ভিক্ষে মেগে এনে খাওয়াব।

ভাঁড়। ওরে তোরা থাম্ ! খুড়ো ! রক্ষা কর বাবা ! এ পর্যান্ত অনেক দোষ করিছি বটে কিন্তু বাবা জেনে করিনি ! অনেক পাপ করিছি বটে কিন্তু বাবা জ্ঞানে করিনি ! আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাক্‌তে না পেরে ভাঁড় থেকে একেবারে দেওয়ানী নিয়ে ভুলের পর ভুল, ভুল শোধরাতে গিয়ে আবার ভুল, একেবারে ভুলের রাজ্যে গিয়ে পোড়েছিলেম বাবা ! এ পাপের মাপ আছে। আমি ঐ জ্যান্ত মায়ের পায়ে হাত দিয়ে মনে মনে বল্‌ছি, পাপের পায়ে দণ্ডবৎ ! ও পথ দে আর যাব না ! আমি যেমন দর্প দোপে জ্বলন্ত আগুণ নিয়ে খেলা কর্ত্তে গেছ্‌লেম, পুড়ে ঝুড়ে ছাই হ'য়ে তার ঠিক সাজাই হয়েছে ! মাগো !

খুড়োর ঘাড়ে ভর কোরে, এ যাত্রা মাপ করিয়ে, এ বুড়ো ষাবণ্ড বেটাকে দিন কয়েকের জন্যে নিদেন আঁকড়ে রেখে দে!

কাল। মার আইনে অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত! যাও, ছাড়ান পেলে!

ভাঁ। আঃ বাঁচালে খুড়ো! (উত্থানের চেষ্টা)

ধূ। (ভাঁড়ুকে ধরিয়া) বোনাই বাবু! নিজে বাঁচ্‌লে এখন আমায় বাঁচাও! উপুড় কোরে চোড়ে শিরদাঁড়াটি ভেঙ্গেচো, এখন জুড়ে দাও! (উভয়ের উত্থান)

রো। হুজুর, মুই তবে আসি গো, সালাম! এ দুগ্যি মায়ের দেউলে, মুই মোসলমান, মোর থাহাডা ভাল দেখায় না!

কাল। ভাই রোস্তম! মুসলমান তো হিন্দুর পর নয়, হিন্দুও মুসলমানের পর নয়; হিন্দুমুসলমান দুই ভাই; হিন্দুর ভালবাসা মুসলমানের আদরের, মুসলমানের ভালবাসা হিন্দুর আদরের, এ ভালবাসা দেওয়া-পাওয়া যে উভয়েরই চাই ভাই! তুমি হেথা না থাক্‌লে আমি বড় বেদনা পাব! আর শোন, তোমাদের বলি, আমার মায়ের এই ধর্ম্মরাজ্যে সবাই ঠিক খাঁটি হয়ে থেক, কারুর খাদ না বেরোয়! খাদ বেরুলে আবার পুড়ে শুদ্ধ হ'তে হবে, এটী যেন মনে থাকে—আমি পর্য্যন্ত ছাড়ান পাইনি, এটী যেন মনে থাকে—আমায়ও পুড়ে শুদ্ধ হতে হ'য়েছে, এটী যেন মনে থাকে।

ফুল্ল। প্রভু! আমি যে মহাপাতকিনী, আমার কি হবে? দেবতা তুমি, আমি যে তোমায় এতদিন চিন্‌তে পারিনি,

প্রভু! বরাবর তোমার পায়ে অপরাধ ক'রে এসেছি! আমার কি হবে?

কাল। সুন্দরী! তুমি যে আমার আমিত্বের অর্দ্ধেক, তুমি আমায় চিনেছ, আমার অর্দ্ধ পূর্ণ করেছ! এখন মার কোলে তুমি আমার সঙ্গে থাক! আমি কায়া, তুমি ছায়া—এক হ'য়ে মায়ের কাজে এ রাজ্যের যেখানে যে আছে, সকলকে এক করে, এক মনে, একস্বরে, মহামায়ীর মহানাম কীর্ত্তন কর্ত্তে কর্ত্তে মহাপূজায় মত্ত হয়ে থাকি এস! বল সবাই "জয় মা জগদীশ্বরী! সিদ্ধি দে!"

সক। জয় মা জগদীশ্বরি! সিদ্ধি দে!

নেপ। (মন্দির হইতে) **তথাস্তু!!!**

সিদ্ধি। সাধকের সাধনা পূর্ণ—সাধনা তোমার জয়!

সাধ। সাধকের সিদ্ধিলাভ—সিদ্ধিনাথ—তোমার জয়!

{ মন্দির হইতে দৈববাণী।
সাধনা, সিদ্ধি, আয়রে!! }

সিদ্ধি। ওই মায়েরই সাধনা! মায়েরই জয়! জয় মা জগদীশ্বরি! যাই—(প্রস্তরে পরিবর্ত্তিত হওন)

{ মন্দির হইতে পুনঃ দৈববাণী।
সাধনা, সিদ্ধি, আয়রে!! }

সাধ। ঐ মায়েরই সিদ্ধি! মায়েরই জয়! জয় মা জগদীশ্বরী! যাই——(প্রস্তরে পরিবর্ত্তিত হওন)

বুলা। একি হ'ল? মাগো, এ কি কল্লি—সিদ্ধি দেখিয়ে তোর এই প্রাচীন সাধকের সাধনাকে টেনে নিলি? নে মা নে, ইচ্ছাময়ী তুই, তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!

চাল। আহা মরি, একি? আমার সাধের সাধনা-সিদ্ধি দুজনে দুপাশে পাষাণ হ'য়ে গেল যে! আহা মরি! কি মূর্ত্তি! পাষাণে যেন দুটী দেবদেবীর জলন্ত মূর্ত্তি ফুটে উঠ্‌লো! থাক মা সাধনা! থাক! আমার এই জাগ্রত দেবী-পীঠে চিরদিনের তরে জাগ্রত থেকে সংসারকে মধুমাখা মা নাম ডাক্‌তে শেখাও! আর সিদ্ধিনাথ! দেব! তোমার ওই শান্তগম্ভীর মূর্ত্তিখানি চিরদিন সাধকের প্রাণে শেষের সে শান্তিময় আশার উৎসাহ জাগ্রত রাখুক! আর ওই জগজ্জননী মা আমাদের প্রাণ নিন্, পূজা নিন্, সর্ব্বস্ব নিন্! সর্ব্বস্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঐ পায়ে মায়ের থাকি। ওই মা নামই ডাকি—পাগল হ'য়ে ডাকি—সংসার এসে পাগল হোক—সবার সঙ্গে ডাকি—"জয় মা জগদীশ্বরি!"

সকলে। জয় মা জগদীশ্বরি!!

(কালকেতুর গীত।)

(শঙ্করাচার্য্যকৃতদুর্গাষ্টকম্।)

"নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্যপদারবিন্দে
সকলে—নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ১ ॥

নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমানস্বরূপে
নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে।
নমস্তে সদানন্দনন্দস্বরূপে
সকলে—নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ২॥

অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য
ভয়ার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারদাত্রি
সকলে—নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ৩॥

অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যেঽ
নলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারহেতু
সকলে—নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ৪॥

অপারে মহাদুস্তরেঽত্যন্ত ঘোরে
বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাম্।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারনৌকা
সকলে—নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ৫॥

নমশ্চণ্ডিকে চণ্ডদোর্দণ্ডলীলা-
সমুৎখণ্ডিকাখণ্ডনাশেষভীতে।
ত্বমেকা গতির্বিঘ্নসন্দোহহন্ত্রী
সকলে—নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ৬॥

ত্বমেকা জিতারাধিতা সত্যবাদি-
ন্যমেয়াজিতা ক্রোধনা ক্রোধ-নিষ্ঠা।
ইড়া পিঙ্গলা ত্বং সুষুম্না চ নাড়ী
সকলে—নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ৭॥
নমো দেবি দুর্গে শিবে ভীমনাদে
সরস্বত্যরুন্ধত্যমোঘস্বরূপে
বিভূতিঃ সতী কালরাত্রিঃ শচী ত্বং
সকলে—নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ৮॥"

যবনিকা পতন।